লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৮ বর্ষ ২৩ ও ২৪তম সংখ্যা
৩০ জুন, ২০০৬ ঈসাব্দ

ওসীয়্যত সংখ্যা

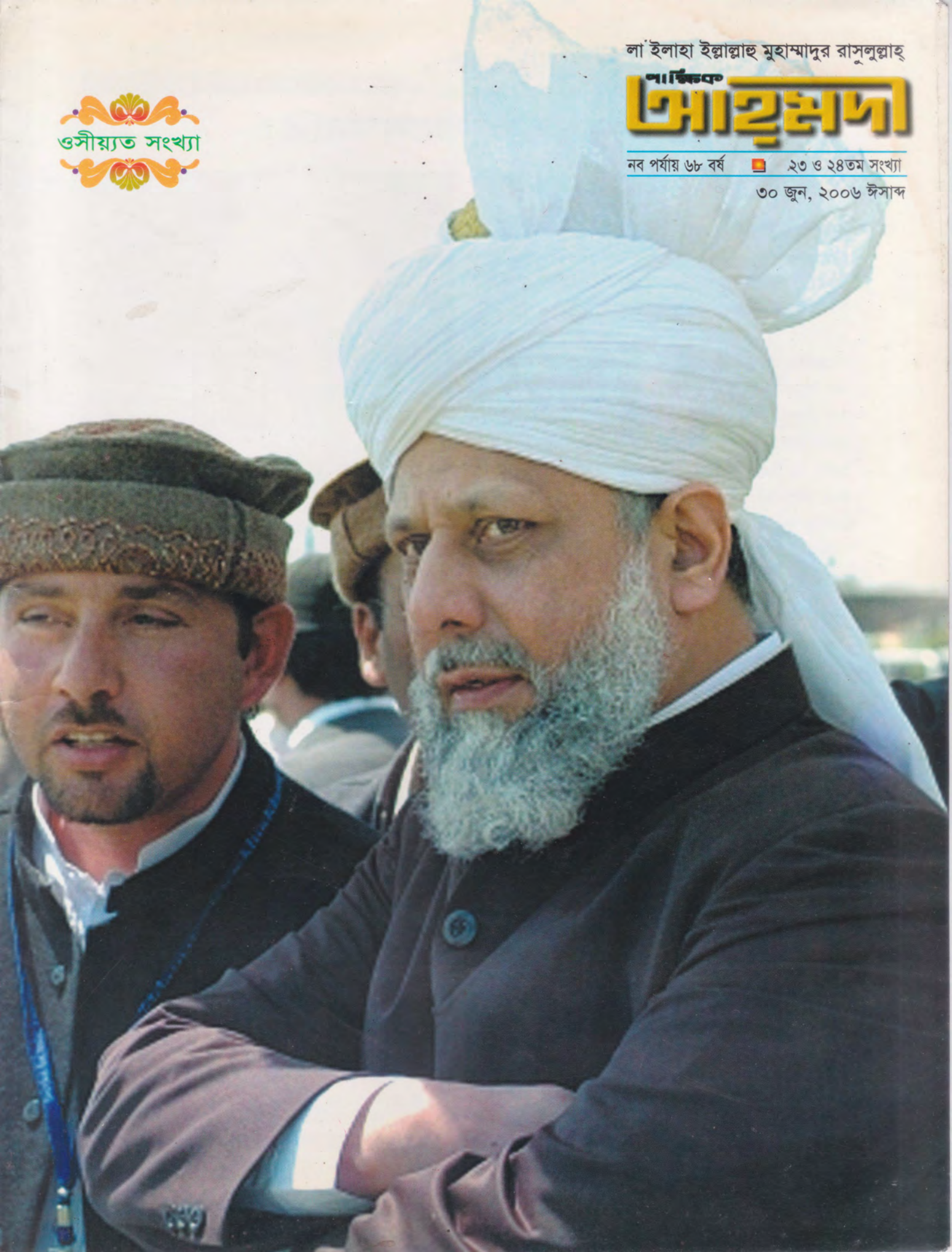

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘন্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এরূপ সত্য কথা যে, কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমনকি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তিকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তিকাফ যে-
ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;
খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ্ করতে পারেন এবং
গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারী পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাদের মাঝে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোজা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড় পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগত বলবে ভুল-আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি একথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, অথচ খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি এটা বিশ্বাস করেন, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয়নি সে আদৌ পরিশ্রম করেনি।

আপনি যদি এরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মুবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করেছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে এটি পুনরায় সজীব হবে।

সম্পাদকীয়

ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনার শতবর্ষ পূর্তি ও আমাদের করণীয়

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে ১৯০৫ সালে 'আল ওসীয়্যত' পুস্তক রচনা করেন। ঐশী ইঙ্গিতে এ পুস্তকে তিনি "নেযামে ওসীয়্যত"-এর ঘোষণা দেন। সাথে সাথে নিজের অনুসারীদের এর অর্ন্তভুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। আর যারা এ ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনার (অর্থাৎ তার সম্পত্তি ও আয়ের সর্ব নিম্ন এক দশমাংশ থেকে সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ আল্লাহর রাস্তায়, জামাতী ব্যবস্থাপনায় দান করবে) অর্ন্তভুক্ত হবে তাদের তিনি বেহেশ্‌তী মাকবেরায় দাফন হওয়ার সুসংবাদ দেন। এ পুস্তকে বেহেশ্‌তী মাকবেরা সম্পর্কে তিনি বলেন-

"আমাকে একটি জায়গা দেখানো হয়েছে এবং জানানো হয়েছে যে, এটা তোমার কবরের স্থান হবে। আমি একজন ফিরিশ্‌তাকে দেখেছি, সে ভূমি জরীপ করছে, তখন সে এক স্থানে উপনীত হয়ে আমাকে বলল, এটা তোমার কবরের স্থান। পুনরায় এক স্থানে আমাকে একটি কবর দেখানো হয়েছে যা রূপার চেয়েও অধিক উজ্জ্বল ছিল। এর মাটি সম্পূর্ণটাই ছিল রূপার। তখন আমাকে বলা হলো, এটা তোমার কবর। আরো একটি স্থান আমাকে দেখানো হয়েছে এবং এর নাম 'বেহেশ্‌তী মাকবেরা' রাখা হয়েছে এবং প্রকাশ করা হয়েছে যে, এটা জামাতের সেই সব মনোনীত ব্যক্তিগণের সমাধিক্ষেত্র, যাঁরা বেহেশ্‌তী।"

পরবর্তীতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বেহেশ্‌তী মাকবেরার জন্য একটি জায়গা প্রদান করেন আর দোয়া করেন– "আমি দোয়া করছি, খোদা যেন এতে বরকত দান করেন এবং এটাকেই বেহেশ্‌তী মাকবেরাতে পরিণত করেন।" তিনি আরও বলেন- "আবার আমি দোয়া করছি, হে আমার সর্বশক্তিমান খোদা! এ ভূমিখন্ডকে আমার জামাতের সেই পবিত্র-চিত্ত ব্যক্তিগণের সমাধিক্ষেত্রে পরিণত কর, যারা প্রকৃতই তোমার হয়ে গিয়েছেন এবং যাঁদের কার্যকলাপে পার্থিব স্বার্থের সংমিশ্রন নেই।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর অনুসারীগণ যাতে এ নেযামে শামিল হয় এজন্য নসিহত করেন-

"তোমাদের জন্য সুসংবাদ যে, (খোদাতাআলার) নৈকট্য লাভের মাঠ শূন্য। সকল জাতিই সংসার প্রেমে মত্ত। যা দ্বারা খোদা সন্তুষ্ট হন, জগদ্বাসীর সেদিকে কোন লক্ষ্য নেই। যারা পূর্ণ উদ্যম সহকারে এই দ্বারে প্রবেশ করতে চান, তাদের জন্য নিজেদের সদগুণের পরিচয় দেবার এবং খোদার নিকট হতে বিশেষ পুরস্কার লাভের এটাই সুযোগ।"

হযর মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর অনুসারী হিসেবে নেযামে ওসীয়্যত এ শামিল হওয়া আমাদের প্রত্যেকের একান্ত কর্তব্য। এ জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ)------ ২০০৪ সালে জামাতের সামনে এক তাহ্‌রীক করেন। হুযূর (আইঃ) বলেন, আমি ২০০৫ সালে নেযামে ওসীয়্যত– এর শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ১৫ হাজার নতুন ওসীয়্যতকারী দেখতে চাই। আর ২০০৮ সালে খেলাফতের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে জামাতের লাযেমী চাঁদাদাতাদের ৫০% কে ওসীয়্যত-এর অর্ন্তভুক্ত দেখতে চাই।

হুযূর (আইঃ)-এর টার্গেটে সাড়া দিয়ে ২০০৫ সালে ১৬,১৪৮ জন 'ওসীয়্যত'-এর আবেদন পত্র জমা দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ্। ইতিমধ্যে কোন কোন দেশ দ্বিতীয় টার্গেট (লাযেমী চাঁদাদাতার ৫০%) পুরো করে ১০০% সদস্যকে ওসীয়্যত-এর ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি এ তাহ্‌রীকে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাত যখন যুগ খলীফার সাথে তাল মিলিয়ে চলছে তখন আমরা বাংলাদেশের আহমদীরা অনেক পেছনে পরে রয়েছি কিন্তু আর পেছনে বসে থাকার সময় নেই। নিজেদের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে, আমাদের এ তাহ্‌রীকে এগিয়ে এসে লাব্বায়েক বলা উচিত। আল্লাহ্ করুন, আমাদের এতে বেশি করে শামিল হওয়ার তৌফীক দান করুন। আমীন।

৩০ জুন, ২০০৬

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
• কুরআন শরীফ	৪
• হাদীস শরীফ	৫
• অমৃতবাণী	৬
• জুমুআর খুতবা ঃ নামায খুব যত্নসহকারে গভীর মনোযোগের সাথে পড়া উচিত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) অনুবাদ – মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৭-১২
• জুমুআর খুতবা ঃ মহানবী (সঃ)-এর সংশোধনের পদ্ধতি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) অনুবাদ – আলহাজ্জ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৩-২০
• আল্লাহ্‌তাআলার রাস্তায় খরচ করার ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ আহ্বান অনুবাদ- মাওলানা জাফর আহমদ	২১-২৩
• পঞ্চম খেলাফতের যুগে ঐতিহাসিক আহ্বান এবং ওসীয়্যতের নেযামে শামিলের যুগান্তকারী ঘোষণা। অনুবাদ- মাওলানা আক্রামুল ইসলাম	২৪-২৮
• বেহেশ্‌তী মাকবেরা কাদিয়ান রাবওয়া এবং মুসীয়ানদের সম্বন্ধে কিছু জরুরী তথ্য অনুবাদ- কওসর আলি মোল্লা	২৯-৩৪
• সিলসিলা আহমদীয়ার আর্থিক ব্যবস্থাপনার মূলস্তম্ভ অনুবাদ- মাওলানা সালেহ আহমদ	৩৫-৩৮
• হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবীগণের মালি কুরবাণী অনুবাদ- মাওলানা রইস আহমদ	৩৯-৪২
• ওসীয়্যত বিষয়ক জরুরী নিয়মাবলী অনুবাদ- মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক	৪৩-৪৮
• নেযামে ওসীয়্যতের গুরুত্ব ও কল্যাণ –মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী	৪৯-৫২
• নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার ভিত্তি নেযামে ওসীয়্যত মূল - এডভোকেট মুজিবর রহমান	৫৩-৬০
• ওসীয়্যত ব্যবস্থা আগামী বিশ্বের অর্থনৈতিক মুক্তি সনদ -এ, কে রেজাউল করীম	৬১-৬৩
• আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর হাল নাগাদ জীবিত মুসীয়ানগণের তালিকা/ যাঁদের কতবা লেগেছে তাদের তালিকা – মোহাম্মদ ফজলুর রহমান	৬৪-৬৯
• সংবাদ	৭০-৭৬
• খেলাফত জুবিলির দোয়া	৭৭

প্রচ্ছদ ঃ জার্মানীতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ)

সৌজন্যে ঃ মারিয়া তাসাদ্দক

সূরা আত্ তাওবা

وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖٓ اِيْمَانًا ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿١٢٤﴾

১২৪। এবং যখনই কোন সূরা নাযেল করা হয়, তাদের অনেকে বলে, এ সূরা তোমাদের মাঝে কার ঈমান বাড়িয়েছে? অতএব এটা তাদেরই ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছে যারা ঈমান এনেছে। এবং তারাই আনন্দিত হয়।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৫। আর যাদের হৃদয়ে ব্যাধি আছে, এটা (অর্থাৎ সূরা) তাদের নোংরামিতে আরও নোংরামি সংযোজন করে দেয় আর কাফির অবস্থায় তারা মারা যায়।

اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٦﴾

১২৬। তারা কি লক্ষ্য করে না তাদেরকে প্রতি বছরই একবার কি দু'বার[১২২৬] পরীক্ষা করা হয়? তবুও তারা তওবা করে না এবং উপদেশও গ্রহণ করে না।

وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ هَلْ يَرٰىكُمْ مِّنْ اَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوْا ۚ صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৭। আর যখনই কোন সূরা নাযেল করা হয় তখন তারা একে অন্যের দিকে তাকায় (যেন ইঙ্গিতে বলে), 'তোমাদের কেউ দেখছে না তো'। এরপর তারা ফিরে যায়। আল্লাহ্ তাদের হৃদয়কে (সত্য হতে) ফিরিয়ে দিয়েছেন, কারণ তারা এমন এক জাতি যারা বুঝতে চায় না।

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٨﴾

১২৮। নিশ্চয় তোমাদেরই মাঝে থেকে এক মহান রসূল তোমাদের কাছে এসেছে, তোমাদের কষ্ট ভোগ তার জন্য অসহনীয়, সে তোমাদের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী; মু'মিনদের প্রতি অতি মমতাশীল, বারবার কৃপাকারী।[১২২৭]

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿١٢٩﴾

১২৯। অতএব তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে তুমি বল, 'আল্লাহ্ আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তাঁরই ওপর আমি ভরসা করি এবং তিনি মহান আরশ-এর অধিপতি।'

১২২৬। এ আয়াত ৯ ঃ১০১ আয়াতের ব্যাখ্যার সহায়ক।

১২২৭। এ আয়াত মু'মিন এবং কাফির উভয়ের জন্য প্রযোজ্য-বিশেষভাবে প্রথমোক্তদের প্রতি। এর প্রথমাংশ কাফিরদের প্রতি এবং শেষাংশ মু'মিনদের প্রতি প্রযোজ্য। মনে হয় এতে কাফিরদের বলা হয়েছে ঃ তোমাদের কষ্টে পতিত হওয়া তার জন্য দুঃসহ অর্থাৎ যদিও তোমরা তাকে সর্বপ্রকার বঞ্চনা নির্যাতনের শিকার করেছ তথাপি তার হৃদয় মানবীয় মায়া-মমতায় এতই পরিপূর্ণ যে, তোমাদের নির্যাতন যত কঠোরই হোক না কেন তা তোমাদের বিরুদ্ধে তাকে বিরূপ করতে পারে না এবং সে তোমাদের অমঙ্গল কামনা করতে পারে না। তোমাদের প্রতি সে এতই দয়ালু এবং সহানুভূতিপূর্ণ যে, সে এটা সহ্য করতে পারে না, তোমরা সৎ ও সাধু পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং তার পরে নিজেদের কষ্টে ফেলে দাও। মু'মিনদের এ আয়াতে বলা হয়েছে, রসূল পাক (সঃ) তোমাদের জন্য ভালবাসা, করুণা ও অনুকম্পায় ভরপুর অর্থাৎ তোমাদের দুঃখ-বেদনায় তোমাদের সাথে সে সানন্দে অংশ গ্রহণ করে থাকে, এ ছাড়া সে স্নেহশীল পিতার মত অপরিসীম স্নেহ-মমতা ও সহানুভূতির সাথে তোমাদের প্রতি ব্যবহার করে থাকে।

হাদীস শরীফ

আনুগত্য

কুরআন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ
اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ
اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝

"হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য করো এ রসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দেয়ার অধিকারী। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতভেদ কর তাহলে তোমরা এটা আল্লাহ্ ও এ রসূলের প্রতি সমর্পণ করো যদি তোমরা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের ওপর ঈমান রাখো। এটা বড়ই কল্যাণজনক ও পরিণামের দিক দিয়ে উত্তম" (সূরা নিসা ঃ ৬০)

হাদীস ঃ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক মুসলমানের উপর তার কর্মকর্তার আদেশ পালন করা আবশ্যকীয় যদিও বা তাকে (কর্মকর্তাকে) ভাল লাগুক বা না লাগুক, তবে হ্যাঁ, যদি গুনাহ্ বা নাফরমানীর [খোদা ও রসূল (সঃ)-এর হুকুম বিরোধী] আদেশ থাকে তবে তা পালন করা আবশ্যকীয় নয়। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌তাআলা মুসলমানদের এক সুসভ্য ও সুসংঘবদ্ধ জাতি হিসেবে পরিণত হবার মূলমন্ত্র বর্ণনা করেছেন। বলা হচ্ছে, হে মুসলমানগণ আনুগত্য করো, এর মাঝেই তোমাদের উন্নতির চাবিকাঠি নিহিত।

উপরোক্ত হাদীসে ইসলামী আনুগত্যের এক স্বর্ণালী শিক্ষার নীতি বর্ণনা করেছে। ইসলাম অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ধর্ম। ইসলাম কাউকে বলপূর্বক ইসলাম গ্রহণের শিক্ষা দেয় না। তবে যে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে তাকে আনুগত্য ও সুশৃঙ্খল হবার আদেশ দেয় ও তাকে বলে তোমার জীবন এখন এক বিধি-বিধানের মধ্যে অতিবাহিত হতে হবে। এবং এটাই ইসলামের ঐকান্তিক দাবী। ইসলামের শিক্ষা হলো শুনো ও মানো। এ শিক্ষা দেয় না যে, যা ভালো লাগে তা মানো আর যা ভালো লাগে না তা মান্য করো না। হ্যাঁ, যদি কোন কর্মকর্তা শরীয়ত বিরোধী আদেশ দেয় তবে তা মান্য করা আবশ্যক নয়। 'ইসলাম' শব্দের অর্থ হলো আত্মসমর্পণ। যখন আত্মসমর্পণ করা হয়, তখন নিজের ইচ্ছা অথবা কোন শর্ত থাকে না। তাই হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ইসলামের গন্ডির মধ্যে প্রবেশকারীকে নির্দেশ দিচ্ছেন তোমাদের উপর কর্মকর্তার নির্দেশ শুনা ও মান্য করা আবশ্যকীয়। এর মধ্যেই তোমরা শান্তি খুঁজে পাবে ও উন্নতি লাভ করবে।

ইসলামী শিক্ষার মূল বিষয় হলো সমস্ত জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক এবং খোদা ও তাঁর রসূলের প্রতিটি নির্দেশকে মান্য করা হোক। আজ ইসলামী বিশ্বে যে হানাহানি ও বিশৃঙ্খলা তার মূল কারণ হলো যোগ্য নেতার অভাব ও যারা তথাকথিত নেতা হিসেবে আছেন তাদের অধিকাংশের ব্যক্তিগত জীবনে খোদা ও তাঁর রসূলের নাফরমানী। বিশ্বে আজ কেবল মাত্র একটি জামাত আছে যার নাম আহমদীয়া মুসলিম জামাত। এর সদস্যগণ এক নেতার অধীনে উঠে বসে। পৃথিবীর প্রায় ১৮২টি দেশের আহমদীদের কান থাকে খেলাফতের দিকে। তাঁর কাছ থেকে যে আদেশ আসে তা পালন করতে তারা ব্রতী হয়ে আছেন। খেলাফতে আহমদীয়ার কেয়ামতকাল অবধি টিকে থাকা নির্ভর করে আমাদের ঐকান্তিক আনুগতের উপর। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সবাইকে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আনুগত্যের মধ্যে অতিবাহিত করার তৌফীক দিন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ মাওলানা সালেহ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

আমাকে একটি জায়গা দেখানো হয়েছে এবং জানানো হয়েছে যে, এটা তোমার কবরের স্থান হবে। আমি একজন ফিরিশ্‌তাকে দেখেছি, সে ভূমি জরিপ করছে। তখন সে এক স্থানে উপনীত হয়ে আমাকে বলল, 'এটা তোমার কবরের স্থান।' পুনরায় এক স্থানে আমাকে একটি কবর দেখানো হয়েছে যা রূপার চেয়েও অধিক উজ্জ্বল ছিল। এর মাটি সম্পূর্ণটাই ছিল রূপার। তখন আমাকে বলা হল, 'এটা তোমার কবর।' আরো একটি স্থান আমাকে দেখানো হয়েছে এবং এর নাম 'বেহেশ্‌তী মাকবেরা' রাখা হয়েছে এবং প্রকাশ করা হয়েছে যে, এটা জামাতের সেই সমুদয় মনোনীত ব্যক্তিগণের সমাধিক্ষেত্র, যাঁরা বেহেশ্‌তী'। তখন হতে সর্বদাই আমার চিন্তা ছিল যে, জামাতের জন্য কবর স্থানের উদ্দেশ্যে এক খন্ড জমি ক্রয় করা হোক। কিন্তু সুবিধাজনক উত্তম জমির মূল্য অধিক হওয়ার কারণে এ উদ্দেশ্যটি বহুদিন পর্যন্ত স্থগিত ছিল। এখন ভ্রাতা আব্দুল করীম সাহেবের ওফাতের পর যখন আমার মৃত্যু সম্বন্ধেও উপর্যপুরি খোদার ওহী হয়েছে, তাই আমি সঙ্গত মনে করি যে, সত্বর কবর স্থানের ব্যবস্থা করা উচিত। এ জন্য আমি আমার বাগানের নিকটবর্তী নিজস্ব মালিকানাধীন জমি, যার মূল্য হাজার টাকার কম হবে না, এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট করছি এবং আমি দোয়া করছি খোদা যেন এতে বরকত দান করেন, এবং এটাকে বেহেশ্‌তী মাকবেরাতে পরিণত করেন। জামাতের সেই সকল পবিত্র আত্মা ব্যক্তিগণের যেন এটা নিদ্রাস্থান হয় যারা প্রকৃতই ধর্মকে পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ের উপর প্রাধান্য দান করেছেন ও সংসার প্রেম পরিহার করেছেন ও খোদার হয়ে গেছেন এবং নিজেদের মধ্যে এক নেক পরিবর্তন সাধন করেছেন এবং রসূলুল্লাহ্‌ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের ন্যায় বিশ্বস্ততা ও সত্য নিষ্ঠার আদর্শ স্থাপন করেছেন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

আবার আমি দোয়া করছি, হে আমার সর্বশক্তিমান খোদা! এই ভূমিখন্ডকে আমার জামাতের সেই পবিত্র-চিত্ত ব্যক্তিগণের সমাধিক্ষেত্রে পরিণত কর যাঁরা প্রকৃতই তোমার হয়ে গেছেন এবং যাঁদের কার্যকলাপে পার্থিব স্বার্থের সংমিশ্রণ নেই। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

পুনরায়, আমি তৃতীয়বার দোয়া করছি, হে আমার সর্বশক্তিমান ও দয়ালু, হে ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময় খোদা! তুমি শুধু সেই লোকদেরকে এখানে কবরের জায়গা দান কর, যাঁরা তোমার এই প্রেরিতের প্রতি প্রকৃত ঈমান রাখেন এবং কোন প্রকার কপটতা, স্বার্থপরতা ও অন্যায়-সন্দেহ নিজেদের অন্তরে পোষণ না করেন, এবং ঈমান ও অনুবর্তীতার দাবীসমূহ পূরণ করে থাকেন, এবং তোমারই জন্য ও তোমারই পথে আন্তরিকতার সাথে জীবন উৎসর্গ করেছেন, যাঁদের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট এবং যাঁদের সম্বন্ধে তুমি জান যে, তাঁরা সম্পূর্ণরূপে তোমার প্রেমে বিলীন হয়ে গেছেন এবং তোমার প্রেরিত জনের সাথে বিশ্বস্ততা, পূর্ণ শিষ্টাচার ও অকপট বিশ্বাস সহকারে প্রেম ও মরণ-পণ সম্পর্ক রাখেন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন। (আল ওসীয়্যত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩১-৩৪)

নামায খুব যত্নসহকারে গভীর মনোযোগের সাথে পড়া উচিত

কারণ নামায সকল প্রকার উন্নতির মূল চাবিকাঠি। যতদিন আমরা সকল প্রকার যত্নসহকারে নামায আদায় করতে থাকবো আমাদের জামাতী ঐক্য ততদিন সুদৃঢ় থাকবে।

[হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) কর্তৃক ১৪ই এপ্রিল ২০০৬ইং তারিখে মসজিদ বায়তুল হুদা সিডনী (অষ্ট্রেলিয়া)তে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করে হুযূর (আইঃ) খুতবা দেন ঃ

বিগত ২০/২২ বছরে আহমদী জামাতের অনেক লোক এ দেশে এসেছে। অন্যান্য দেশে যেমন অনেক আহমদীরা গেছে এর তুলনায় অনেক বেশি আসেনি। তবুও যথেষ্ট পরিমাণ আহমদীরা এখানে এসেছে। আপনারা এদেশে আসাতে এখানে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন নয়। এ দেশের জামাতের ইতিহাস ২২/২৩ বছরের ইতিহাস নয়। অনেকে হয়ত জানে না যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর যুগে ১৯০৩ইং সনে এখানে আহমদীয়াত এসেছে। হযরত সূফী মূসা খান সাহেব (রাঃ) সর্ব প্রথম এ দেশে আহমদীয়াত কবুলের সৌভাগ্য লাভ করেন। সুতরাং এদেশে আহমদীয়াতের চারা রোপিত হয়েছে একশ' বছরেরও বেশি কাল পূর্বে। ঐ বুযুর্গ যিনি ঐ সময় বয়আত করে আহমদী হয়েছিলেন–তাঁর বয়আত গৃহীত হওয়ার যে পত্র তিনি পেয়েছিলেন তাতে কতিপয় উপদেশ লিখা ছিল। ঐ সমস্ত উপদেশ আজও আহমদীদের জন্য চলার পথের আলোকবর্তিকা। আজও আপনারা যদি ঐ সমস্ত উপদেশ মেনে চলেন তাহলে আপনারা এদেশে বসবাস করে আল্লাহ্তাআলার সাথে যে সম্পর্ক গড়তে পারেন তা এমন শক্তিশালী সম্পর্ক হবে যে, আনপনারা আল্লাহ্র ভালবাসা লাভ করবেন। সে সম্পর্ক এমন হবে যার ফলে আল্লাহ্ তার জন্য জেগে থাকবেন। বান্দা শত্রুদের বেষ্টনীর মধ্যে আটকা পড়বে, আল্লাহ্ তাকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ্ নিজ প্রতিশ্রুতি অনুসারে বান্দাদের সকল প্রয়োজন মেটাবেন। এমন অবস্থায় এমন অবস্থান থেকে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের অভাব পূরণ করবেন যে, বান্দা কল্পনাও করতে পারবে না। আল্লাহ্ তাঁর ক্ষমতার যে চিত্র আমাদের দেখিয়েছেন, আমাদের বলেছেন, তিনি তাঁর নিজ সত্তার যে পরিচয় আমাদেরকে দিয়েছেন, যে প্রত্যয় আমাদের দিয়েছেন, তা এমন জিনিস নয় যা কেবল কুরআন মজীদে লেখা আছে; যার কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা কারো কাছে নাই। আল্লাহ্র খাস বান্দারা এর বাস্তব অভিজ্ঞতা রাখেন এবং আল্লাহ্র ফযলে আমাদের জামাতে এর বেশ কিছু উদাহরণ রয়েছে। এমন বান্দারা ইহজীবনে জাগতিক নেয়ামতসমূহের সাথে আল্লাহ্র প্রতি অবনত হন এবং তাদের পরকাল সুরক্ষিত হয়ে যায়। এমন বান্দাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দেয়া হয় যে, তারা ইহধাম ত্যাগ করে গেলে পরকালে তাদেরকে স্থায়ী জান্নাত প্রদান করা হবে।

আমি যে বুযুর্গের কথা উল্লেখ করেছি, অর্থাৎ হযরত সূফী মূসা খান সাহেব (রাঃ)কেও আল্লাহ্তাআলা এলহাম করে তাঁর পুণ্যময় শেষ পরিণামের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। নিশ্চয় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সকল দাবীসমূহের উপর পরিপূর্ণ ঈমান এবং হযরত (আঃ)-এর সকল দাবীসমূহের উপর পুরোপুরি আমল করার ফলেই তিনি এমন শুভ সংবাদ লাভ করেছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যে সকল নির্দেশ তাঁকে লিখেছিলেন তা তিনি যথাযথভাবে পালন করেছিলেন। অতএব, আল্লাহ্র প্রতি সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ ঈমান এবং আঁ হযরত (সঃ)- এর একজন খাঁটি প্রেমিক এর শিক্ষার উপর আন্তরিকতার সাথে আমল করা নিশ্চয় একজন মানুষকে ইহকালে ও পরকালে আল্লাহ্র নেয়ামতের ভাগিদার করে দেয়। আজকেও আমরা যদি ঐ সমস্ত নেয়ামতের ভাগিদার হতে চাই, তাহলে আল্লাহ্র সামনে অবনত মস্তকে দাঁড়াতে হবে, নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করতে হবে, যেন প্রতিনিয়ত আমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহের ভাগীদার হয়ে থাকতে পারি।

এবার আমি ঐ উপদেশসমূহ পড়ছি যা হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সিয়ালকোটী (রাঃ) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পক্ষ হতে হযরত সূফী মূসা খান সাহেবকে লিখেছিলেন। প্রথম কথা লিখেছেন, "আপনার বয়াত গৃহীত হয়েছে, এখন আপনার উচিত আপনি নামাযগুলো খুব যত্নসহকারে আদায় করবেন।"

নামায এমন এক জিনিস যে এটি ছাড়া কোন মু'মেন মু'মেন বলে আখ্যায়িত হতে পারে না। এরপর প্রশ্ন যে নামায কিভাবে পড়া উচিত? উত্তর এই যে, নামায খুবই যত্নসহকারে পড়া উচিত। এই বলে নামায তাড়াতাড়ি করে পড়া উচিত না যে, এরপর আমি আমার সাংসারিক ব্যস্ততা বা প্রয়োজনীয়তা মেটাতে ব্যস্ত হব। নামায যত্নসহকারে পড়ার অনেকগুলো জরুরী আনুসাঙ্গিক বিষয় রয়েছে। সর্ব প্রথম এই যে, নামাযের পূর্বে শারিরীক পরিচ্ছন্ন হতে হবে। আলস্য ও গড়িমসিভাব দূর করতে হবে। এজন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, ওযু করে

তারপর নামায পড়। যে সমস্ত বাড়ীতে নামাযের প্রতি যথেষ্ট নজর দেয়া হয় না তাদের সন্তানরা দেখা গেছে যে, কেবল বাল্য কালেই নয় বরং বড় হয়েও এবং তারপরও নামাযের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী হয় না। আবার দেখা যায় যে কখনও কোন বন্ধুর সাথে মসজিদে তো এসে গেছে কিন্তু ওযু আছে কি নাই সেদিকে খেয়াল না করেই মসজিদে এসেছে। যদি দেখে যে, জামাত নামাযে দাঁড়িয়ে গেছে, তখন সে জামাতে শামিল হয়ে যায়। অথচ যাহেরী ও বাতেনী পরিচ্ছন্নতার জন্য ওযু একান্ত আবশ্যক এবং যত্নসহকারে নামাযের জন্য এটা প্রথম শর্ত। কুরআন শরীফে আল্লাহ্তাআলা সুস্পষ্ট এরশাদ করেছেন ঃ

"হে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াও তখন ধুয়ে নাও তোমাদের মুখমন্ডল, এবং তোমাদের কনুই পর্যন্ত হাত, এবং তোমরা (ভেজা হাতে) তোমাদের মাথা মুঝে ফেল এবং ধুয়ে ফেল পা গিরা পর্যন্ত....."(সূরা মায়েদা ঃ৭)

সুতরাং এখানে স্পষ্ট নির্দেশ যে, ইসলাম কঠিন পন্থী ধর্ম নয়, ওযুর আদেশ পানির সহজলভ্যতার সাথে সম্পৃক্ত ; পানি থাকলে ওযু কর; ওযু শারিরীক পরিচ্ছন্নতার জন্য যেমন জরুরী তেমনই নামাযে মনোযোগ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, পুরো সচেতনতার (অলসতার নয়) জন্য জরুরী। ওযু করার মাধ্যমে মানসিকভাবে সচেতন হয়ে যায় একজন মানুষ যে, আমি আল্লাহ্র দরবারে হাজির হতে যাচ্ছি এখন সাংসারিক চিন্তা মুক্ত হয়ে আল্লাহ্র সামনে দাঁড়াতে হবে। অথবা এভাবে পবিত্র হয়ে হাজির হতে চেষ্টা করতে হবে।

হাদীস আছে, আঁ-হযরত (সঃ) বলেছেন, যখন একজন মুসলমান এবং মু'মেন বান্দা ওযু করে এবং নিজের মুখমন্ডল ধোয় তখন পানির শেষ ফোটার সাথে তার সমস্ত পাপ ধুয়ে যায় যা তার চোখ দিয়ে সে করেছে। তারপর সে যখন দুই হাত ধোয় তখন পানির শেষ ফোটার সাথে তার ঐ সমস্ত পাপ ধুয়ে যায় যা সে তার হাত দিয়ে করেছে। তারপর যখন সে পা ধোয় তখন তার ঐ সমস্ত পাপ ধুয়ে যায় পানির শেষ ফোটার সাথে যা সে তার পা দিয়ে করেছে। এভাবে সে তার সমস্ত পাপ হতে ধুয়ে মুছে পাকপবিত্র হয়ে বের হয়। (মুসলিম, বাব খুরুজুল খাতা বিমা মায়ীল ওযু)

এই হচ্ছে ওযুর গুরুত্ব। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তুমি জেনে শুনে পাপ করতে থাক, চোখ দিয়ে নাজায়েয দৃশ্য দেখতে থাক, অন্যদের অধিকার খর্ব করতে থাক, নিজের স্বার্থের খাতিরে অন্যদেরকে ধোঁকা দিতে থাক, তারপর ওযু করে পাপ মুক্ত হয়ে যাও। এটা তো বড় স্পষ্ট নির্দেশ যে, যদি রহমান খোদার বান্দা হও; তাহলে তাঁর ভয়ে ভীত থাক। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে ভীত থাকে সে অপরাধে অভ্যস্থ হতে পারে না। বরং অজ্ঞাতসারে যে ভুল-ত্রুটি হয় সে সম্পর্কে সে ভীত-চিন্তিত থাকে। এবং এসব ভুল-ত্রুটির পাপ হতে সে পরিত্রাণ পায়।

তারপর নামায যত্নসহকারে আদায় করার আর একটি জরুরী বিষয় সময় মত নামায পড়া। সময়মত নামায পড়ার জন্য আবেগ ও অনুভূতি এবং অভ্যাসই এমন জিনিস যদ্বারা প্রকাশ পায় যে, এ ব্যক্তি বা এ মু'মেন ব্যক্তি নামাযকে যত্নসহকারে পড়তে অভ্যস্থ বা সচেষ্ট থাকে এবং অভ্যাস রাখে।

আল্লাহ্তাআলা প্রতিদিন পাঁচবার তাঁর দরবারে হাজির হতে বলেছেন যেন সে সকল প্রকার আক্রমণ হতে নিজেকে বাঁচাতে পারে এবং নিজের রূহানী উন্নতির কারণে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করতে পারে।

নামায সময়মত আদায় করা সম্পর্কে কুরআন মজীদে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ ইন্নাস্সালাতা কানাত আলাল মু'মিনীনা কিতাবান মাওকুতা অর্থ- নিশ্চয় মুমেনদের জন্য নামায সময়মত পড়া ফরয করা হয়েছে। (সূরা নিসা ঃ ১০৪) নামাযের জন্য দিনে পাঁচবার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। সময় মত নামায পড়া আবশ্যক।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এ যুগে এসে আমাদেরকে অবহিত করেছেন যে, আল্লাহ্তাআলা নামাযের জন্য যে সময়গুলো নির্ধারণ করেছেন এর মধ্যে কি রহস্য নিহিত আছে। প্রত্যেক নামাযের সময়ের গুরুত্বকে পৃথক করে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। এ সময় আমরা ঐ বিস্তারিত বিবরণে যেতে পারব না। সংক্ষেপে এই যে, মানুষের জীবন বহু বিপদাপদে ঘেরা,শয়তান সর্বক্ষণ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। তারপর মানুষের জীবনে বিভিন্ন অবস্থা ও বিভিন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সে সকল অবস্থায় শয়তানের আক্রমণ এবং বিপদাপদ সৃষ্টি হয়ে থাকে, আল্লাহ্তাআলা প্রতিদিন পাঁচবার তাঁর দরবারে হাজির হতে বলেছেন যেন সে সকল প্রকার আক্রমণ হতে নিজেকে বাঁচাতে পারে এবং নিজের রূহানী উন্নতির কারণে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করতে পারে। সুতরাং উচিত সময়মত নামায পড়া এবং সময়ের গুরুত্বকে উপলব্ধি করা।

বর্তমান যুগে চারিদিকে বস্তুবাদিতা বা সাংসারিক জীবনের প্রতি উন্মত্ততার বিষয়টির প্রতি নজর দেয়া বেশি জরুরী হয়ে পড়েছে। শয়তান নতুন নতুন পথ দিয়ে মানুষকে আক্রমণ করছে যেন সে আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি মনোযোগ দিতে না পারে। মানুষের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে যে, "তুমি এমন সময় নামাযে গেলে তোমার অমুক কাজটা হবে না এবং তোমার ক্ষতি হবে। অতএব, প্রথমে এ কাজটা কর–নামাযের সময় তো আছে, পরে পড়া যাবে, এটি পড়ে জমা করে পড়া যাবে।" আল্লাহ্তাআলা জানতেন যে, শয়তান বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দিক থেকে পরোচিত করবে। বিভিন্ন যুগে মানুষের ব্যস্থতা বিভিন্ন আকার ধারণ করে। এজন্য আদেশ করেছেন যে, বিভিন্ন কারণে তোমরা নামাযে অমনোযোগী হয়ে পড়তে পার, অতএব, বিশেষভাবে নামাযের সময়ের হেফাযত কর। কারণ নামাযের প্রতি অমনোযোগী হওয়া আস্তে আস্তে তোমাকে নামায হতে দূরে নিয়ে যাবে। এজন্য বলেছেনঃ "হাফিযু আলাস্ সালাওয়াতি ওয়াস্ সালাতিল উস্তা" তোমার নামাযে হেফাযত কর, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযকে রক্ষা কর।" (সূরা বাকারা ঃ ২৩৯) মধ্যবর্তী নামায কোনটি? একথা বলেন নি যে, অমুক সময়ের নামাযের খাস হিফাযত কর। মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাখ্যা বিভিন্ন জনে বিভিন্ন রকম দিয়েছেন। প্রত্যেক এমন নামায যে নামাযের সময় অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ এসে বাধা সৃষ্টি করে। মানুষ যখন ঐ জরুরী কাজকে ফেলে রেখে নামাযকে আদায় করে; ইবাদতকে গুরুত্ব দেয়–অন্য জাগতিক জরুরী কাজকে বাদ রাখে–ইবাদতকে কায়েম করে, আল্লাহ্ এমন

এবাদতগুযার বান্দার ঐ জরুরী কাজকে স্বয়ং নিজে সম্পাদন করে দেন যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। এটাও আল্লাহ্‌তাআলার ওয়াদা, আল্লাহ্ কোন পুণ্য কর্মকে প্রতিদান না দিয়ে রাখেন না। এবং ইহকাল ও পরকালের নেয়ামত তাকে দান করেন।

তারপর, নামায তখন পরিপূর্ণ নামায, সুন্দর নামায হবে, যখন বাজামাত আদায় করা হবে। কারণ একজন মুমেনের জন্য বাজামাত নামায পড়ার যে দৃষ্টান্ত ও সুন্নত প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন তা হচ্ছে নামায বাজামাত আদায় করা মসজিদে গিয়ে। নামায বাজামাতের তাগিদ দিতে গিয়ে নবী (সঃ) বলেছেন, একাকী নামাযের তুলনায় বাজামাত নামাযের ছওয়াব সাতাইশ গুণ বেশি।

একবার একজন অন্ধ ব্যক্তি আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরয করলেন, আমি নামাযের জন্য মসজিদে আসার সময় রাস্তায় বারবার হোঁচট খাই-কষ্ট হয়, আমি কি নিজ গৃহে একা নামায পড়ে নিতে পারি? আঁ হযরত (সঃ) প্রথমতঃ বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু তারপর আবার জিজ্ঞেসা করলেন, 'তুমি কি আযানের ধ্বনি ঘরে বসে শুনরত পাও। ঐ ব্যক্তি বললেন, জ্বী হুযূর আযানের ধ্বনি শুনতে পাই। আঁ-হযরত (সঃ) বললেন, তা'হলে তোমাকে মসজিদে এসেই জামাতে নামায পড়তে হবে।"

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ-হযরত (সঃ) বলেছেন, 'আমি কি তোমাদেরকে ঐ কথা বলব না-যদ্বারা আল্লাহ্‌তাআলা পাপ মিটিয়ে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? সাহাবা (রাঃ) আরয করলেন ইয়া রসূলাল্লাহ্! অবশ্যই বলুন। আঁ-হযরত (সঃ) বললেন, [শীত ইত্যাদি কঠিন মওসুমের কারণে) মন না চাইলেও ভাল করে ওযু করা, দূর থেকে মসজিদে হেঁটে আসা, এক নামাযের পর পরের নামাযের অপেক্ষা করা, এটিও 'বিরাত' অর্থাৎ সীমান্তে পাহাড়ার জন্য ক্যাম্প করার মত কাজ। একথা দু'বার বললেন।" (মুসলিম, কিতাবুত তাহারাহ্ বাব ফাযলু ইসবাগুল ওযু আলা মকারিহি)।

সুতরাং আমরা যখন আমাদের অন্তরে সীমান্ত প্রহরা ক্যাম্প স্থাপন করব তখন শয়তানের আক্রমণ হতে বাঁচতে পারব। নতুবা শয়তান, সে তো চ্যালেঞ্জ দিয়েই রেখেছে যে, সে প্রত্যক পথ দিয়ে আক্রমণ চালাবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন-

নামায খুব যত্নসহকারে আদায় করা উচিত। সকল উন্নতির মূল চাবিকাঠি নামায। তাই তো বলা হয়েছে যে, নামায মু'মেনের মি'রাজ। এ ধর্মে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ আউলিয়ায়ে কেরাম; ন্যায় পরায়ণ আবদাল, কুতুব গত হয়েছেন। তারা এ সমস্ত রূহানী মর্যাদা কিভাবে লাভ করেছেন? নামাযের মাধ্যমে লাভ করেছেন। আঁ-হযরত (সঃ) নিজে বলেছেন-কুররাতু আয়নি ফিসসালাতি", আমার চোখের স্নিগ্ধতা বা প্রশান্তি আমার নামাযের মধ্যে। প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যক্তি যখন এরকম মর্যাদা লাভ করে তখন তার সকল প্রকার আনন্দ, তার মনের প্রকৃত প্রশান্তি হয়ে যায় তার নামায। আঁ-হযরত (সঃ)-এর উপরোক্ত বাণীর অর্থ ও এটাই। সুতরাং মানুষ

নামায খুব যত্নসহকারে আদায় করা উচিত। সকল উন্নতির মূল চাবিকাঠি নামায। তাই তো বলা হয়েছে যে, নামায মু'মেনের মি'রাজ। এ ধর্মে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ আউলিয়ায়ে কেরাম; ন্যায় পরায়ণ আবদাল, কুতুব গত হয়েছেন। তারা এ সমস্ত রূহানী মর্যাদা কিভাবে লাভ করেছেন? নামাযের মাধ্যমে লাভ করেছেন।

আস্তে আস্তে অগ্রসর হতে হতে নফসের (রীপুর তারণা) উত্তেজনা হতে মুক্তি পেয়ে উচ্চস্তরে পৌঁছে যায়।" [মলফূযাত, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৬০৫] নফস্ এরও অনেক কথা আছে। এ জাগতিক জীবনের সকল পেরেশানী ও অস্থিরতা হতে মুক্তির একমাত্র উপায় নামায।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন-

বাজামাত নামাযে যে বেশি ছওয়াব রাখা হয়েছে, এর কারণ এই যে, এতে করে ঐক্য সৃষ্টি হয়। এ ঐক্যকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, বড় জোরালো তাকিদ করা হয়েছে যে, সকলের পা যেন এক সমান থাকে, কাতার বা সারি যেন সোজা হয় এজন্য একে অপরের মিলিত হয়ে দাঁড়াতে হবে এর উদ্দেশ্য এই যে, যেন সকলে সম্মিলিত হয়ে একজন মানুষের মত হয়ে যায় এবং একের অন্তরের নূর (আলো) যেন অন্যের মধ্যে প্রবেশ করে। আমিত্ব ও স্বার্থপরতা সৃষ্টি হতে পারে এমন পার্থক্য যেন মিটে যায়। খুব স্মরণ রাখ যে, মানুষ এমন যে সে অন্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এমন ঐক্য বা একতা কায়েম রাখার জন্য আদেশ করা হয়েছে যে, প্রতিদিন পাড়ার সবাই যেন এক মসজিদে একত্রিত হয়ে নামাযগুলো আদায় করে। তরপর সপ্তাহে একদিন শহরের বড় মসজিদে একত্রিত হয় (জুমুআয়)। এবং বছরের পর ঈদগাহ ময়দানে সবাই একত্রিত হয়। তারপর পৃথিবীর সকল মুসলমান 'বায়তুল্লাহ্'(কা'বাগৃহে) শরীফে হজ্জের জন্য একত্রিত হয়। এ সমস্ত নির্দেশের উদ্দেশ্যে একতা বা ঐক্য। (লেকচার শিয়ালকোট; রূহানী খাযায়েন; ২০, পৃঃ ২৮১)

আহমদীয়া জামাতের একটি বিশেষ চিহ্ন এই যে, পৃথিবীর যে কোন দেশের কোন আহমদীর যদি কষ্ট হয়, সমস্ত পৃথিবীর সব আহমদী তা অনুভব করে। এটি ঐক্যের একটি বিশেষ চিহ্ন। এ ঐক্য আমাদের মধ্যে ততদিন বিদ্যমান থাকবে যতদিন আমরা আমাদের বাজামাত নামাযকে বিশেষভাবে কায়েম করে যাব। অনুরূপভাবে অন্যান্য শহরের মানুষ যারা বেশি দূর দুরান্তে বসবাস করে তারা যেন কয়েকটি বাড়ীর সবাই মিলে বাজামাত নামাযের অভ্যাস করে। যতদূর সম্ভব, যেন কয়েকটি গৃহের আহমদীরা এক গৃহে একত্রিত হয়ে ছোট্ট সেন্টার বানিয়ে সেখানে বাজামাত নামায পড়ে। যেখানে কয়েক ঘর একত্রিত হওয়া সম্ভব নয় সেখানে একটি গৃহের গৃহকর্তা উদ্যোগ নিবেন এবং গৃহের স্ত্রী পুরুষ ছেলেমেয়ে একত্রে বাজামাত নামায পড়ার অভ্যাস করবে। এতে করে সবাই বাজামাত নামাযের সাতাইশ গুণ ছওয়াব লাভ করবে এবং এর সাথে সাথে ছেলে মেয়েদের অন্তরে বাজামাতের নামাযের গুরুত্ব স্থান লাভ করবে এবং এ গুরুত্ব যখন তাদের জীবনের অংশ হয়ে যাবে তখন তারা সারা জীবন যত্নসহকারে নামায আদায়কারী হয়ে যাবে। এভাবে আপনারাও সন্তানদের ব্যাপারে তখন নিশ্চিন্ত হয়ে যাবেন যে, এরা বর্তমান সমাজের আধুনিকতার দিকে ঝুঁকে পরবে না। কারণ এটা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি, যে প্রকৃত নামাযী যারা নামাযে আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে থাকে তাদেরকে তাদের নামায অশ্লিলতা থেকে বিরত রাখবে। নামায তাদের নিরাপত্তা প্রহরী হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং এটা খুবই জরুরী একটি বিষয়। কোনভাবেই এটা সামান্য বিষয় নয়।

নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যদি সুন্দর করে গড়ে তুলতে চান তাহলে নিজেরাও নামাযের অভ্যাস করুন সন্তানদেরকে অভ্যাস করাবেন। আল্লাহ্‌তাআলা সকলকে শক্তিদান করুন।

তারপর মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজ পত্রে সূফী মূসা খান সাহেবকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা ছিল–" এস্তেগফার অনেক বেশি পড়তে থাকবেন।"

নিজের গুণাহসমূহের প্রতি নজর রেখে, ভবিষ্যতে ওসব থেকে বিরত থাকার প্রতিজ্ঞা নিয়ে যখন একজন মু'মেন আল্লাহ্‌র কাছে মাগফেরাত [পাপ হতে বিরত থাকার শক্তি প্রার্থনা করে] কামনা করে তখন আল্লাহ্‌তাআলা তাকে এভাবে প্রতিদান দেন যে বান্দা চিন্তাও করতে পারে না।

একটি হাদীসে আছে যে, আঁ-হযরত (সঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্ তাঁর বান্দার তওবা করাতে এত বেশি খুশী হন যে, এত খুশী এমন ব্যক্তিও হতে পারে না, যে জঙ্গলে নিজ উট হারিয়ে ফেলে, যে উটের পিঠে তার খাদ্য পানীয় ইত্যাদি বাঁধা ছিল–এবং সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়ে তারপর হাঠাৎ সে তার ঐ উটকে ফেরত পেয়ে যায়। [বুখারী কিতাবুত দাওয়াত; বাব তওবাতুল মুসলিমে]

দেখুন; বান্দার তওবা শুনে আল্লাহ্ কত খুশী হন। কুরআন করীমে তওবা এস্তেগফারের উপকারের বিষয়ে উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে–

ইসতাগফিরূ রাব্বাকুম ইন্নহুকানা গাফুরা

নিজ প্রতিপালকের কাছে এস্তেগফার কর, নিশ্চয় তিনি অনেক বড় বড় বখশিশ (ক্ষমা প্রদর্শনকারী) প্রদান করেন। তারপর বলা হয়েছে তোমাদের এস্তেগফারের কি উপকার তোমরা পাবে? তিনি তোমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণকারী ইউরসিলু স্‌সামায়ূ আলাইকুম মিদরারান

মেঘ প্রেরণ করেন যারা প্রকৃত অন্তরে এস্তেগফার করবে। এবং ধন-সম্পদ এবং সন্তানাদি দিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। [সূরা নূহ ঃ১১-১২] তোমাদের জন্য বাগান উৎপন্ন করবেন। তোমাদের জন্য নদী প্রবাহিত করবেন। দেখুন, মানুষের জন্য কত বড় বড় কল্যাণ রাখা হয়েছে। একদিকে আল্লাহ্‌র সাথে সুসম্পর্ক গড়ে উঠছে আধ্যাত্মিকভাবে, আল্লাহ্‌র ফযল একত্র করছে, অপরদিকে জাগতিকভাবেও লাভবান হচ্ছে।

আমকে জানানো হয়েছে যে, এতদাঞ্চলে, বিশেষ করে এই প্রদেশে পানির বড় অভাব আছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পানির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আজ পৃথিবীতে সর্বত্র কেবল আহমদীরাই এমন আছেন যারা পৃথিবী থেকে মানুষের দুঃখকষ্ট দূর করার কারণ হতে পারেন। অতএব পূর্বের তুলনায় আপনারা ইবাদত ও এস্তেগফারে মাত্র বাড়িয়ে দিন যেন নিজের জন্য এবং সকলের জন্য দুঃখ দুর্দশা লাঘবের জন্য চেষ্টা করতে পারেন। সবচেয়ে বেশি করে ঐ আধ্যাত্মিক পানি রূহানী পানি যা

এস্তেগফারের প্রকৃত ও আসল অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌র কাছে আবদার করা মানুষ হিসাবে যে সমস্ত দুর্বলতা রয়েছে তার কিছুই যেন প্রকাশ না পেয়ে যায় এবং খোদা তার প্রকৃতিতে নিজ থেকে সাহায্য করেন, তাকে যেন নিজের সমর্থন ও সাহায্যের গন্ডির মধ্যে নিয়ে আসেন।

আল্লাহ্ আপনাদেরকে দান করেছেন তার সরবরাহ সবার জন্য বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করুন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এস্তেগফার সম্পর্কে বলেছেন– এস্তেগফারের প্রকৃত ও আসল অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌র কাছে আবদার করা মানুষ হিসাবে যে সমস্ত দুর্বলতা রয়েছে তার কিছুই যেন প্রকাশ না পেয়ে যায় এবং খোদা তার প্রকৃতিতে নিজ থেকে সাহায্য করেন, তাকে যেন নিজের সমর্থন ও সাহায্যের গন্ডির মধ্যে নিয়ে আসেন। এ শব্দ [এস্তেগফার] গাফারা থেকে নেয়া হয়েছে; গাফারা ঢেকে দেয়াকে বলা হয়। সুতরাং এর অর্থ এই যে, খোদা নিজ শক্তি দিয়ে এস্তে গফারকারী ব্যক্তির প্রকৃতিগত দুর্বলতাকে [মানুষ হিসেবে দুর্বলতা] ঢেকে দেন।"

অর্থাৎ এস্তেগফারকারী ব্যক্তির মানবীয় দুর্বলতাগুলোকে যেন ঢেকে রাখেন। "কিন্তু তারপর সর্বসাধারণের জন্য এর অর্থকে আরো প্রসারিত করা হয়েছে এবং এর অর্থ দাঁড়িয়েছে এটাও যে, যে সমস্ত পাপ কর্ম ঘটে গেছে সেগুলোকেও যেন খোদা ঢেকে দেন।" এক ব্যক্তি যে সব গুণাহ্ করে ফেলেছে সে সবকেও আল্লাহ্ ঢেকে দেন। কিন্তু এব প্রকৃত অর্থ এটাই যে, খোদাতাআলা নিজ শক্তি দ্বারা যে ব্যক্তি এস্তেগফার করছে তার মানবীয় দুর্বলতাগুলো থেকে যেন তাকে রক্ষা করেন, তিনি নিজ জ্ঞান থেকে তাকে জ্ঞান দান করেন, নিজ আলো থেকে তাকে আলো দান করেন। কারণ খোদা মানুষকে সৃষ্টি করার পর তার থেকে পৃথক হয়ে সরে দাঁড়ান নি। বরং তিনি যেমন মানুষের সৃষ্টিকর্তা (খালেক); এবং সকল শক্তি এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাহ্যিক বা অভ্যন্তরিণ সকল শক্তিকে সৃষ্টি করেছেন তেমনই তিনি কাইয়ুমও অর্থাৎ তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন ঐ সবগুলোকে নিজে শক্তি দিয়ে তিনি সংরক্ষণও করেন। অতএব, খোদার নাম কাইয়ুম ও অর্থাৎ তিনি নিজে শক্তি প্রদান করে নিজের সৃষ্টিকে সংরক্ষণও করেন। এজন্য মানুষের জন্য এটা আবশ্যক যে, সে যেমন খোদার খালেকিয়্যতের (সৃষ্টিকর্তা) গুণে সৃষ্টি হয়েছে, তেমনই তাঁর কাইয়ুমিয়্যতের (সংরক্ষণ বা স্থায়ীত্বদাতা) গুণের কল্যাণে নিজের সৃষ্টিগত দুর্বলতাগুলোর কারণে নিজেকে বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে।" [রিভিউ অব রিলিজিয়নস; ১ম খন্ড, পৃঃ ১৯২-১৯৩]

আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলকে শক্তিদান করুন, যেন আমরা তাঁর কাইয়ুম সিফতের কল্যাণে নিজেদের বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে যেতে পারি। সুতরাং এস্তেগফার একটি বড় ব্যাপক বিষয়। নিজের রূহানী ও শারিরীক স্থায়ীত্বে এবং আল্লাহ্‌র নিকটতর হবার জন্য আহমদীদের অনেক বেশি বেশি দৃষ্টি দেয়া উচিত, যেন আমরা ঐ সমস্ত নেয়ামতকে কিয়ামত পর্যন্ত ধরে রাখতে পারি যা তিনি আমাদেরকে দান করেছেন।

তারপর হযরত (আঃ) আরও একটি উপদেশ লিখেছিলেন এই যে, "তাকওয়া (খোদাভীতি), তাহারাত, (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা) এবং খাঁটি অন্তরে আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য করতে সচেষ্ট থাকবেন।"

মুত্তাকী তারা যারা নিজেদেরকে জাগতিক অর্থহীন কাজকর্মে না জড়িয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক জীবন যাপন করেন। এর মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য (হুকুকুল্লাহ) এবং আল্লাহ্‌র বান্দার প্রতি কর্তব্য (হুকুকুল ইবাদ) এসে যায়। সুতরাং একজন আহমদী প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্‌র নির্দেশ মেনে চলতে চেষ্টা করবে। নিজের জীবনকে আল্লাহ্‌র ইবাদত ও এস্তেগফারের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিরাপদ

আশ্রয়ের মধ্যে নিয়ে আসতে চেষ্টা করবে; যেন সকল প্রকার কর্তব্য পালনের জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য পেয়ে আমাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় হয়। অতএব একজন মুত্তাকি ব্যক্তি অত্যন্ত সুসংযত মানুষ হবে যে আল্লাহ্‌র আদেশ পালনের জন্য সারাক্ষণ চেষ্টা করবে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন–

"সাধুবাদ (মোবারকবাদ) তাকে যে সাফল্য ও খুশীর সময় তাকওয়া অবলম্বন করে এবং হতভাগ্য সে যে হোঁচট খেয়ে আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে পড়ে না।" (মলফূযাত, প্রথম খন্ড, পৃঃ ৯৯)

সুতরাং অনেকে আপনারা এদেশে এসেছেন, এজন্য এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন যে, যুগ ইমামকে মান্য করার কারণে নিজ দেশে আপনদের জন্য সংকট সৃষ্টি করা হয়েছে। এখানে এসে আপনারা মানসিকভাবে আশ্বস্ত হয়েছেন, স্বস্তি লাভ করেছেন; আর্থিক দিক থেকে সুবিধা পেয়েছেন। এ সমস্ত কথা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এখন আপনাদের তাকওয়ার মান উন্নত হওয়া উচিত। প্রতি মহূর্তে, প্রত্যেক সময়ে আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে নিজেকে সংযত রাখুন। এই সংসার জীবনের চাকচিক্যে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিরত না থেকে বরং অনেক বেশি আল্লাহ্‌র প্রতি ঝুঁকে পড়ুন। আল্লাহ্‌র সকল নির্দেশ মেনে চলুন। আঁ হযরত (সঃ)-এর শিক্ষার উপর তাঁর (সঃ) আদর্শের উপর আমল করুন। আপনারা যেমন আঁ হযরত (সঃ)-এর সত্য গোলাম (আঃ)-এর হাতে বয়আত করেছেন তেমন তার আশা পূরণ করুন এবং পুরোপুরি আত্মসমর্পণকারী হয়ে যান।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আঁ হযরত (সঃ)-এর সত্য গোলাম আপনাদের কাছে কী আশা করেছেন?

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন –

হে লোক সকল, যারা নিজেদেরকে আমার জামাতের শামিল করেছ! (যারা নিজেদেরকে আহমদী মনে কর) আসমানে তোমরা তখন আমার জামাতের সদস্য বলে গণ্য হবে যখন তোমরা সত্যি সত্যিই তাকওয়ার পথে পা ফেলবে। অতএব তোমরা তোমাদের পাঁচওয়াক্তের নামায এমন ভীত হয়ে এমন মনোযোগী হয়ে আদায় করবে যেমন তোমরা খোদাকে দেখছ। তোমাদের রোযাগুলোকে আল্লাহ্‌র জন্য একনিষ্ঠতার সাথে পালন কর। প্রত্যেকে যে যাকাত দেবার যোগ্য সে যেন যাকাত প্রদান করে। যার উপর হজ্জ করা ফরয করা হয়েছে তার হজ্জ না করার কোন কারণ নাই। পুণ্যকর্ম যত্নসহকারে সম্পাদন কর; পাপকে অপছন্দ করে পরিত্যাগ কর। নিশ্চয় মনে রাখবে তোমাদের কোন কর্ম খোদা পর্যন্ত পৌঁছবে না যদি তা তাকওয়া শূন্য হয়। প্রত্যেক পুণ্যকর্মের শিকড় তাকওয়ার মধ্যে রয়েছে। যে কর্মের মূলে তাকওয়া বর্তমান থাকবে সে কর্ম বৃথা যাবে না।" (কিস্তিয়ে নূহ; রূহানী খাযায়েন; ১৯ঃ পৃ ১৫)

২০০৪ইং এর লন্ডন জলসায় আমি তাহ্‌রীক করেছিলাম, ২০০৫ইং এ যখন খেলাফতে আহমদীয়ার একশ' বছর পূর্ণ হবে তখন মোট মুসীগণের সংখ্যা যেন কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার হয়। আমি ডিসেম্বর ২০০৫ কাদিয়ান জলসায় বলেছিলাম যে, আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে ঐ লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ হয়েছে বরং সংখ্যা আরো বেশি হয়েছে। এখন অনেক জামাত তাদের পরবর্তী টার্গেট পূর্ণ করতে যাচ্ছে।

এ বিষয়ে একথাও বলতে চাই যে, আমাদের তাকওয়ার মান উন্নত করার জন্য, জামাতের মাঝে আনুগত্য ও মান্যতার উদাহরণ যেন সৃষ্টি হতে থাকে। এজন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পরে খেলাফতের নেযাম কায়েম করা হয়েছে। এ নেযামের সাথে আরো একটি নেযাম রয়েছে। এক তো আনুগত্য ও মান্য করে যাওয়ার নেযাম। তারপর আল্লাহ্ ও রসূল এর পয়গাম বিশ্বব্যাপী প্রচারের জন্য, দুঃখী মানবতার দুঃখ দূর করার জন্য ওসীয়্যতের নেযাম জারি করা হয়েছে। আজ থেকে প্রায় একশ বছর পূর্বে ১৯০৫ ইং সনে আল্লাহ্‌র আদেশ মতে এ নেযাম জারী করা হয়েছিল। যারা এ নেযামে শামিল হবে তাদের জন্য হযরত (আঃ) অনেক দোয়া করে গেছেন। এ নেযামে যারা শামিল হবেন তাদের জন্য এবং আমাদের সকলের জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"খোদাতাআলা আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'তাকওয়া এমন একটি বৃক্ষ যা হৃদয়পটে রোপন করতে হয়। ঐ পানি যদ্বারা তাকওয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ঐ পানিই সমস্ত বাগানকে পানি সরবরাহ করে। তাকওয়া এমন একটি শিকড় (মূল) যে, এটা যদি না থাকে তাহলে সব বৃথা। আর যদি এটা বর্তমান থাকে তাহলে সবকিছু ঠিক থাকে। মানুষের এমন কথায় কি লাভ যেখানে মুখে মুখে তো খোদাকে চাওয়া ও পাওয়ার দাবী রয়েছে, কিন্তু সত্যের উপর দৃঢ়পদে অবস্থান নাই!" [আল ওসীয়্যত; রূহানী খাযায়েন; ২০পৃঃ ৩০৭]

তারপর হযরত আকদাস (আঃ) বলেছেন–

"আমি তোমাদের শুভসংবাদ দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের মাঠ খালি। প্রত্যেক জাতি ইহজগতের প্রেমে মত্ত। এমন কথা যাতে খোদা খুশী হবেন সেদিকে কেউ নজর রাখে না। যারা পুরা শক্তি দিয়ে এ দরজায় প্রবেশ করতে চায় তাদের জন্য সুযোগ তারা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করুন এবং আল্লাহ্‌র পুরস্কার লাভ করুন। [ঐ পৃঃ ৩০৮-৩০৯)

আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে ডিসেম্বর ২০০৫ইং সনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জারীকৃত ওসীয়্যতের নেযামের একশ বছর পূর্ণ হয়েছে। আমি যেমন বলেছি ২০০৪ইং এর লন্ডন জলসায় আমি তাহ্‌রীক করেছিলাম, ২০০৫ইং এ যখন খেলাফতে আহমদীয়ার একশ' বছর পূর্ণ হবে তখন মোট মুসীগণের সংখ্যা যেন কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার হয়। আমি ডিসেম্বর ২০০৫ কাদিয়ান জলসায় বলেছিলাম যে, আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে ঐ লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ হয়েছে বরং সংখ্যা আরো বেশি হয়েছে। এখন অনেক জামাত তাদের পরবর্তী টার্গেট পূর্ণ করতে যাচ্ছে। এখানে আমি আপনাদের আনন্দের জন্য জানাচ্ছি যে, এ দেশের যে ইতিহাস প্রস্তুত করা হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, হযরত সূফী মূসা খান সাহেব (রাঃ) হিন্দুস্থানের বাইরে যারা ওসীয়্যত করেছেন তাদের মধ্যে সর্ব প্রথম মূসী ছিলেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ওসীয়্যতের নেযাম ঘোষণার তিন মাস পরই তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন। মার্চ ১৯০৬ইং এ ওসীয়্যত করেছিলেন। এদিক থেকে এ দেশের ওসীয়্যতের প্রথম মুসীর ওসীয়্যতের একশ' বছর আজ পূর্ণ হয়েছে। এখন এপ্রিল মাস অর্থাৎ এ একশ' বছরের একমাস বেশি

হয়েছে। হযরত সূফী মূসা খান (রাঃ) নিশ্চয় এক শক্তিশালী আবেগ তাড়িত হয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এ দরজায় প্রবেশ করতে চেষ্টা করেছিলেন। নিশ্চয় সেটি একটি সফল চেষ্টা ছিল। কারণ, যেমন আমি বলেছি, এখানে আল্লাহ্তাআলা এলহাম করে সাফল্যের শুভ সংবাদ দিয়ে রেখেছেন। তারপর তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়া সমূহেরও ভাগীদার হয়েছেন। হযরত (আঃ) মুসীগণের জন্য অনেক দোয়া করে গেছেন যেন আল্লাহ্তাআলা মুসীগণের তাকওয়ার মাত্রা বৃদ্ধি করতে থাকেন, ঈমানে অগ্রগতি হতে থাকে, মোনাফেকীর কোন রেশ মাত্র না থাকে। এসব তো কথার কথা নয়!

আমি মনে করছি আমার এবারের সফর হিন্দুস্তানের বাইরে প্রথম মুসীর দেশ সফর। ইতিপূর্বেও ওসীয়্যতের জন্য তাহ্রীক করেছি। এখানে আসার পূর্বে আমার জানা ছিলনা যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর যুগে আজ থেকে একশ' বছর পূর্বে ওসীয়্যতের প্রথম চারা এখানে রোপিত হয়েছিল। এমন এক সফল বৃক্ষ ছিলেন তিনি যাকে আল্লাহ্ আশ্বস্ত করেছিলেন যে, তোমার পরিণাম শুভ হবে। আমি এখানে বলতে চাচ্ছি যে, এখানকার আহমদীদের উচিত এদিকে দৃষ্টি দেয়া। কারণ এখানে আজ হতে একশ' বছর পূর্বে একজন লাব্বায়েক বলেছিলেন। তাঁর সাথে আরো কয়েকজন ছিলেন। আজ আপনারা সংখ্যায় কয়েকশ' গুণ বরং কয়েক হাজার হয়েছেন। আল্লাহ্তাআলার আরো অনেক বেশি ফযল এখানে নাযেল হয়েছে। একশ' বছর পরে আপনারা এখন অনেক ভাল উপার্জন করছেন, অনেক ভাল অবস্থা লাভ করছেন। আপনাদের উচিত ওসীয়্যতের নেযামে বেশি বেশি শামিল হওয়া। সর্ব প্রথম যারা ওহ্দাদার অর্থাৎ মজলিসে আমেলার সদস্য তারা নিজেদের যাচাই করে দেখুন। আমীর সাহেবও পরীক্ষা করে দেখুন। আমেলা সদস্যদের সবাই যেন ওসীয়্যত করেন। কেন্দ্রীয় জামাতের আমেলার সদস্যগণ অথবা অংগ সংগঠনের আমেলার সদস্যবর্গ হোন অথবা স্থানীয় জামাতগুলোর আমেলার সদস্যগণ হোন সবাই ওসীয়্যত করুন। আমাকে বলা হয়েছে যে, এখানে মুসীগণের সংখ্যাও যথেষ্ট ভাল সংখ্যা। কিন্তু হযরত সূফী মূসা খান (রাঃ)-র ইতিহাস পড়ে আমার মনে আকাঙ্খা জেগেছে যে, এখানে প্রত্যেক আহমদীর ওসীয়্যত করা উচিত। এবং তাকওয়ার উপর পদক্ষেপ নেয়া উচিত। এটি এমন একটি বরকতপূর্ণ নেযাম যে, মানুষের অন্তর পবিত্র করতে পারে এ নেযাম। এখানে শামিল হলে মানুষের মনে পরিবর্তন সৃষ্টি হয়।

আপনাদের উচিত ওসীয়্যতের নেযামে বেশি বেশি শামিল হওয়া। সর্ব প্রথম যারা ওহ্দাদার অর্থাৎ মজলিসে আমেলার সদস্য তারা নিজেদের যাচাই করে দেখুন। আমীর সাহেবও পরীক্ষা করে দেখুন। আমেলা সদস্যদের সবাই যেন ওসীয়্যত করেন। কেন্দ্রীয় জামাতের আমেলার সদস্যগণ অথবা অংগ সংগঠনের আমেলার সদস্যবর্গ হোন অথবা স্থানীয় জামাতগুলোর আমেলার সদস্যগণ হোন সবাই ওসীয়্যত করুন।

সলোমান দ্বীপের কয়েকজন আহমদী আছেন। তাদের একজন নবদীক্ষিত আহমদী ওসীয়্যত করেছেন। নবাগতরা যেমন আন্তরিকতার (এখলাসের) নমুনা দেখাচ্ছেন, বিশ্বস্ততায় অগ্রগতি লাভ করেছেন, আরো উন্নতি করবেন, ইনশাআল্লাহ্। তাদেরকে দেখে আপনাদেরও চিন্তা হওয়া উচিত আপনারা পেছনে না রয়ে যান। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) হযরত মূসা খান সাহেবকে ঐ পত্রে নামাযের মাঝে দোয়া করতে বলেছিলেন। তাহাজ্জুদের নামাযে দোয়া করতে বলেছিলেন যেন পৃথিবীর মানুষ সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) খুশি হতেন যখন জানতে পারতেন যে, কোন ভাগ্যবান রূহ (আত্মা) সত্যকে চিনতে পেরেছে। তারপর সে আরো আগে এ পয়গামকে পৌঁছে দিচ্ছে। তাঁর খুশীর প্রকাশ ঐ পত্রেও ঘটেছে।

ঐ পত্রে হযরত মৌলভী সাহেব লিখেছেন, "হযরত আকদাস আপনার এখলাস (আন্তরিকতা) আপনার ভালবাসা, আপনার আল্লাহ্ প্রদত্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে খুব খুশী হয়েছেন। হুযূর আপনার জন্য দোয়া করেছেন, আল্লাহ্ আপনাকে ধর্মীয় ও জাগতিক কল্যাণ দান করুন। আপনার হেদায়েত ও তবলীগে আরো অনেকে উপকৃত হোক–একদল মানুষের হৃদয় এ সিলসিলাহ্র (এ জামাতের) প্রতি আকৃষ্ট হোক। আমীন।

এ পত্রে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আহমদীয়াতের পয়গাম অন্যদের মধ্যে প্রচারের জন্য বলেছেন। এ দিকটা এখনও এমন যে, প্রত্যক আহমদীর উচিত সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম করে এ কাজে নিজেকে নিযুক্ত করা।

আজ সারা পৃথিবীর অবস্থা এমন যে, মানব জাতিকে সঠিক পথ দেখানো প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আল্লাহ্র আধ্যাত্মিক পানি যা আপনাদের উপর বর্ষিত হয়েছে, যে ঝর্ণাধারা আপনাদের উপর বর্ষিত হয়েছে, এর দ্বারা অন্যরাও যেন উপকৃত হতে পারে তার জন্য চেষ্টা করা উচিত।

জলসার এই কয়েকদিন যা আপনারা হাতে পেয়েছেন এখানে আপনারা নিজেদের অবস্থা বিচার করুন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কি আশা করেছেন তা সামনে রেখে বিচার করুন। নিজেদের মধ্যে আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধনের চেষ্টা করুন। নিজেদেরকে নিজেদের সন্তানদেরকে বর্তমান যুগের অপসংস্কৃতি হতে বাঁচাতে চেষ্টারত থাকুন। নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করুন। তারপর স্থায়ীভাবে এটাকে নিজেদের মাঝে নিজেদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়ে রাখুন।

আল্লাহ্তাআলা এ দিনগুলোতে আপনাদের সকলকে দোয়ারত থাকার তৌফীক দান করুন। বাজামাত নামাযের যে সুযোগ এখানে রয়েছে, অতিরিক্ত নফল নামায পড়ার যে সুযোগ পেয়েছেন এটাকে কাজে লাগিয়ে পরবর্তী সময়ের জন্য অভ্যাস গড়ে তুলতে চেষ্টা করুন। এ জলসা সকল দিক থেকে আপনাদের জন্য আধ্যাত্মিক উন্নতির সুযোগ ও বরকতমন্ডিত হোক, আমীন।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন, ৫ই মে ২০০৬ইং)

অনুবাদ–মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী

মুরব্বী সিলসিলাহ্

মহানবী (সঃ)-এর সংশোধনের পদ্ধতি

[হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কর্তৃক ১৯ আগষ্ট, ২০০৫ তারিখ মসজিদ বায়তুল ফুতূহ্,মরডেন, লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তা'আব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা আলে ইমরানের নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেনঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

[অর্থ ঃ আল্লাহ্ অবশ্যই মু'মিনদের ওপর অনুগ্রহ করলেন। তিনি তাদের মাঝ থেকে এমন এক রসূল আবির্ভূত করলেন, যে তাঁর নিদর্শনাবলী তাদের কাছে আবৃত্তি করে, তাদের পবিত্র করে আর কিতাব ও হিকমত তাদের শিখায়। আর তারা অবশ্যই এর আগে প্রকাশ্য বিপথগামিতায় ছিল (সূরা আলে ইমরান ঃ১৬৫)।

একটি যুগ ছিল যখন আরব বিশ্বের লোককে বাইরের বিশ্ব এক সাধারণ মর্যাদা দিত। এদিক থেকে যে,কোন কোন এলাকার লোকদের একবারেই মূর্খ ও নিরক্ষর মনে করা হতো। তাদের শহরে একটা দুটো পাক্কা বাড়ী বা পাথরের বাড়ী হতো। অধিকাংশই ঝুপড়ির আকারে তৈরী বাড়ীতে বসবাস করতো। আর গ্রাম্য পরিবেশ তো একেবারেই সাময়িক ঝুপড়ির পরিবেশ ছিল। যেভাবে বিশ্ব তাদের মূর্খ ও নিরক্ষর মনে করতো সভ্যতার দিক থেকেও কার্যত তারা একেবারেই নিঃসহায় ছিল। তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, সামান্য সামান্য বিষয়ে তাদের মাঝে যুদ্ধ বেধে যেতো আর বছরের পর বছর তা চলতে থাকতো।

এভাবে একটি যুদ্ধের ঘটনা রয়েছে। একবার একটি গাছে পাখী নিজ বাসায় ডিমের ওপর বসে ছিল। আরবের এক সর্দার যখন সেখানে দিয়ে যাচ্ছিল তার দৃষ্টিতে এটা খুবই ভাল লাগলো। সে বললো, তুই তো আমার আশ্রয়ে আছিস। পরের দিন গিয়ে দেখলো ডিমগুলো ভেঙ্গে মাটিতে পড়ে রয়েছে। বাসাটাও ভেঙ্গে গেছে। আর চড়াই বা যে কোন পাখীই হোক খুব করুণ অবস্থায় গাছে বসে আছে। সে লোকটি এদিক সেদিক তাকিয়ে একটি উটনীকে ঘাস খেতে দেখতে পেলো। তার দৃঢ় বিশ্বাস হলো, এ উটনীই এ বাসা ভেঙ্গে ফেলেছে। সেই উটনী ছিল অন্য এক গোত্রের সর্দারের কোন এক অতিথির। সে তার কাছে গিয়ে বললো, আজ তো আমি এ উটনী ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু ভবিষ্যতে এটা যদি এদিকে আসে তাহলে আমি এটাকে মেরেই ফেলবো। অতএব কয়েকদিন পর উটনীটি সেই প্রথম ব্যক্তি, যে এ সতর্ক করেছিল এবং পাখীকে আশ্রয় দিয়েছিল তার ভেড়া-ছাগলের পালের সাথে একত্রে পানি পান করছিলো। পশুপাখী একত্রে মিলে মিশে যায়। সে সেই উটনীকে তীর মেরে দেয়। সেটা আহত হয়ে দৌড় দেয় আর যেখানে তার মালিক অবস্থান করছিল সেখানে দরজার গাছে গিয়ে পড়ে মারা যায়। অতএব যে-ব্যক্তির এ অতিথি ছিল, যার উটনী মারা গেছে, সেখানে গিয়ে চিল্লা চিল্লি শুরু করে দিল, এই বলে, দেখ জ্বী আমাদের মান সম্মান ধূলোয় লুণ্ঠিত হয়ে গেল! আমাদের অতিথির উটনী মেরে ফেলে দিয়েছে। সে গিয়ে সেই উটনীর হত্যাকারীকে মেরে ফেললো। এভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হলো এবং ৪০ বছর ধরে এ যুদ্ধ চলতে থাকলো। এর একটি দীর্ঘ বিবরণ রয়েছে। আমি সংক্ষেপে বলেছি।

অতএব এ ছিল সে সময় আরবদের অজ্ঞতা এবং মূর্খতার অবস্থা। আরবের লোকদের এসব কথায় বড়ই গর্ব ছিল। মহিলাদের মান ইজ্জত ছিল না। মেয়ে সন্তান জন্ম নিলে তাকে মেরে ফেলা হতো। অহংকার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গিয়েছিল। মদ পান, জুয়া আর ব্যভিচারকে গর্বের চিহ্ন মনে করা হতো। খুবই গর্বের সাথে সেগুলো বর্ণনা করা হতো। মোট কথা এসব লোকের চরিত্র চরমভাবে কলুষিত হয়ে গিয়েছিল। জীবনের যে কোন দিকই নাও না কেন এতে ন্যক্কারজনক কাজকর্ম চলতে থাকতো।

পরে সেই যুগ আসলো। এর কথা আল্লাহ্তাআলা সেই আয়াতে, যা আমি তেলাওয়াত করেছি, বর্ণনা করেন। নিশ্চয়

আল্লাহ্‌তাআলা মু'মিনদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন যখন তাদের মাঝে তাদের মাঝ থেকে এক রসূল আবির্ভূত করেছেন। সে তাদের কাছে তাঁর নিদর্শনাবলী তেলাওয়াত করে থাকে এবং তাদের পাকপবিত্র করে আর কিতাব ও হিকমত তাদের শিক্ষা দেয় অথচ এর আগে তারা প্রকাশ্য বিপথগামিতায় পড়ে ছিল। অতএব নবী সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌তাআলার কাছ থেকে শিখে এসব লোককে পাকপবিত্র করেছেন, হিকমতও প্রজ্ঞার কথা তাদের তিনি শিক্ষা দিয়েছেন। তাদের বলেছেন, সমাজে কিভাবে থাকতে হয়। সভ্যতা কী? কৃষ্টি কী? পরিবারের ছোট ছোট একক পর্যায়ে অর্থাৎ গৃহ পর্যায়ে আত্মীয়স্বজনের যে দায়দায়িত্ব রয়েছে এসব ব্যাপারে বলেছেন। একে অন্যের কাছে কিভাবে সচ্চরিত্রের প্রকাশ ঘটাতে হয় এ প্রসঙ্গে বলেছেন। একজন শহরের অধিবাসী হিসেবে কিভাবে বসবাস করতে হয় সেসব বৈশিষ্ট্য শিখিয়েছেন। আবার তোমাদের প্রতিবেশীর সাথে কিভাবে থাকতে হয় এতে তোমাদের কি চারিত্রিক বিকাশ ঘটানো আবশ্যক এসব ব্যাপারে শিক্ষা দিয়েছেন। তোমাদের কর্মচারী হয়ে কিভাবে থাকতে হয়, কি গুণাবলী প্রকাশ করতে হয়। তোমাদের অফিসার হয়ে কিভাবে জীবন কাটাতে হয় মোট কথা সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে একজনের ওপর যেসব দায়িত্ব বর্তায় আর যে যোগ্যতায় এক ব্যক্তিকে যেভাবে সদ্‌গুণের বিকাশ ঘটাতে হয় সেসব তিনি (সঃ) শিখিয়েছেন। অর্থাৎ নিরক্ষর ও মূর্খ লোকদের সচ্চরিত্রবান মানুষ বানিয়েছেন। আবার তাদের খোদাভক্ত মানুষ বানিয়েছেন। সেসব লোক যারা এক-অদ্বিতীয় খোদার চিন্তাও করতে পারতো না তাদের উত্তম চরিত্রের সাথে সাথে এক খোদার সমীপে বিনত হতে এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করতে শিখিয়েছেন আবার উত্তম চরিত্রের এমন দৃষ্টান্ত তাদের দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়েছেন যা অনুকরণীয় হয়ে গেছে। যেভাবে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, এ বিপ্লব ছিল এ রসূল ও সচ্চরিত্রের শিক্ষক সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা ও খোদাতাআলার সাথে তাঁর সম্পর্কের কারণে যে পবিত্রকরণ শক্তি তাঁকে (সঃ) দান করা হয়েছিল এর সুফল। যেভাবে আমি বলেছি, জীবনের এমন কোন দিক নেই যাতে তিনি (সঃ) চরিত্রের উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেননি। কেবল তিনিই স্থাপন করেননি বরং নিজের মান্যকারীদের মাঝেও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর সব বর্ণনা করাতো সম্ভব নয়। তবে বিভিন্ন স্থান থেকে আমি কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি। এতে তাঁর সচ্চরিত্রের শিক্ষক হওয়ার কিছু ঝলক দেখা যাবে। আর আমাদের প্রতি আল্লাহ্‌তাআলার এ অনুগ্রহের কারণে তাঁর প্রতি আমরা মাথা নত করছি যেন আমরা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিজেদের জীবনের অংশে পরিণত করি। তিনি (সঃ) তাঁর উম্মতের কাছে এটা আশা করেছেন যেন উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি এসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিজেদের মাঝে আত্মস্থ করে নেয়।

নিরক্ষর ও মূর্খ লোকদের সচ্চরিত্রবান মানুষ বানিয়েছেন। আবার তাদের খোদাভক্ত মানুষ বানিয়েছেন। সেসব লোক যারা এক-অদ্বিতীয় খোদার চিন্তাও করতে পারতো না তাদের উত্তম চরিত্রের সাথে সাথে এক খোদার সমীপে বিনত হতে এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করতে শিখিয়েছেন আবার উত্তম চরিত্রের এমন দৃষ্টান্ত তাদের দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়েছেন যা অনুকরণীয় হয়ে গেছে।

নিজের মান্যকারীদের চরিত্রবান ও খোদাভক্ত বানানোর জন্যে তিনি (সঃ) সব সময় আল্লাহ্‌তাআলার এ আদেশের ওপর কাজ করেছেন–ওয়াযকুর ফাইন্নায্ যিকরা তানফা'উল মু'মিনীন (সূরা যারিয়্যাত ঃ ৫৬)। আর তুমি উপদেশ দিতে থাক। অতএব নিশ্চিতভাবে উপদেশ মু'মিনদের কল্যাণ দান করে থাকে। তাঁর উপদেশের ধরনও ছিল আশ্চর্য। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি এ আদেশও ছিল, কোমলতা ও ভালবাসার সাথে নিজ মান্যকারীদের সাথে আচরণ করতে হবে। তাই তিনি (সঃ) নিজের নিকটাত্মীয়দের ও শিশুদের বুঝানোর ক্ষেত্রে কোমলতা, ভালোবাসা ও হৃদ্যতার আচরণ করেছেন এবং উম্মতের অন্যান্য লোকদের সাথেও, সাহাবা (রাঃ)-এর সাথেও (এমনই করেছেন)। আর সব সময় এ আদেশের প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন, তোমার কাজ উপদেশ দেয়া ও সাচ্ছন্দ্যে উপদেশ দিতে থাকা। একজন উন্নত স্তরের শিক্ষকের এমন দৃষ্টান্তই উপস্থাপন করা আবশ্যক। তিনি (সঃ) আমাদের সামনে এ দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন, সমাজের সংশোধনের উচ্চ মান প্রতিষ্ঠা করতে হলে নিজের ঘর থেকে সংশোধন আরম্ভ কর। এর প্রভাবও সৃষ্টি হবে আর আল্লাহ্‌তাআলার আদেশও এই, নিজেকে নিজে এবং নিজের পরিবারপরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর। এসব পথে চল আর তাদেরও চালাও যা আল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে যাওয়ার পথ, উত্তম চরিত্র লাভের পথ। আর এর ওপর তাঁর (সঃ) শরীয়তি আদেশনিষেধ পূর্ণ হয়েছে। তিনি (সঃ) তো ছিলেন আখেরী নবী। তাঁর (সঃ) তো আল্লাহ্‌তাআলার আদেশের অধীন থেকে উচ্চ মান প্রতিষ্ঠা করার কথা। অতএব ছোট ছোট বিষয়ের দিকে তিনি (সঃ) নিজের ঘরের লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন এবং তাদের প্রশিক্ষণ দিতেন। কিন্তু কেবল চূড়ান্ত ধৈর্যের সাথে, সাহসিকতার সাথে এ কাজটি করতেন।

এক বর্ণনায় এসেছে। হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ৬ মাস ধরে ফজরে যাওয়ার সময় হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর দরজার কাছ দিয়ে যেতেন আর সে সময় এ কথা বলতেন ঃ হে আহলে বায়ত! নামাযের সময় হয়ে গেছে। আর এ আয়াত তেলাওয়াত করতেন, ইন্নামা ইউরিদুল্লাহু লিইউযহিবাকুম তাত্বহিরা (সূরা আহযাব ঃ ৩৪) অর্থাৎ হে আহলে বায়ত! আল্লাহ্ তোমাদের মাঝ থেকে সব রকম নোংরামী দূর করতে চান এবং তোমাদের ভালভাবে পাকপবিত্র করতে চান (তিরমিযী কিতাবুত্ তাফসীর)।

এ হলো উপদেশের উত্তম পদ্ধতি। কোন রাগ নেই তবে ধারাবাহিক উপদেশ। নিজের ঘরের লোকদের, শিশুদের তাদের মর্যাদা ও দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করানো হচ্ছে, তোমাদের আসল কাজ খোদাতাআলার প্রতি বিনত হওয়া, তাঁর ইবাদত করা আর এতে মান উন্নত রাখা।

আরও একটি হাদীসে এভাবে উপদেশ দেয়ার উল্লেখ এসেছে। এতে তাঁর (সঃ) উপদেশ দেয়ার ধরন ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদের ঘরে এলেন। আমাকে ও ফাতিমাকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগালেন। পরে তিনি (সঃ) নিজের ঘরে চলে গেলেন এবং কিছু নফল নামায পড়লেন। ইতোমধ্যে আমাদের ওঠার কোন আভাস ইত্যাদি অনুভব না করে দ্বিতীয়বার এলেন। আবার আমাদের জাগালেন এবং বললেন, ওঠ, নামায পড়। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি চোখ খুলে উঠলাম আর বল্লাম, খোদার কসম! যে নামায আমাদের জন্যে নির্ধারিত আমরা তা-ই পড়তে পারি। আমাদের প্রাণ আল্লাহ্‌র কব্জায়। তিনি যখন চান আমাদের উঠিয়ে দেন। রসূলে করীম (সঃ) চলে গেলেন। তিনি (সঃ) আশ্চর্য হয়ে নিজের উরুতে হাত মারতে মারতে আমার কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন, আমরা আমাদের জন্য নির্ধারিত নামায ছাড়া কোন নামায পড়তে পারি না। পরে তিনি (সঃ) এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন–ওয়া কানাল ইনসানু আকসারা শায়ইন জাদালা (সূরা কাহ্‌ফ ঃ ৫৫) অর্থাৎ মানুষ অধিকাংশ কথায় বিতর্ক করে থাকে (মুসনাদ আহমদ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৯১)।

তাই তিনি (সঃ) ধমকাতেও পারতেন, রাগ করতে পারতেন কিন্তু খুবই সাচ্ছন্দ্যের সাথে উপদেশ দিলেন। সন্তানদের এটাও বুঝিয়ে দিলেন, আমিতো বুঝাতে থাকবো। আমার কাজ উপদেশ দেয়া আর তোমরা যে কথা বলছো তা ঠিক নয়। মানুষ বড়ই বিতর্ক করে থাকে। বিতর্কের বদলে আল্লাহ্‌তাআলার আদেশ পালনের চেষ্টা করা আবশ্যক।

তিনি (সঃ) চাইতেন, তাঁর সন্তানেরা সাদাসিদা জীবন যাপন করুক। আল্লাহ্‌তাআলার আদেশ পালন করুক, আর এতে উঁচু মান বজায় রাখুক। পার্থিব বিষয়াদিতে তারা অনুরক্ত না হোক। কিন্তু এটা সৃষ্টি করার জন্যে তিনি (সঃ) কখনও কঠোরতা অবলম্বন করেননি। হয় সাচ্ছন্দ্যের সাথে বুঝতেন না হয়তো নিজ মনোভাব এমনভাবে প্রকাশ করতেন যেন তারা নিজেরাই উপলব্ধি করতে পারে।

তিনি (সঃ) চাইতেন, তাঁর সন্তানেরা সাদাসিদা জীবন যাপন করুক। আল্লাহ্‌তাআলার আদেশ পালন করুক, আর এতে উঁচু মান বজায় রাখুক। পার্থিব বিষয়াদিতে তারা অনুরক্ত না হোক। কিন্তু এটা সৃষ্টি করার জন্যে তিনি (সঃ) কখনও কঠোরতা অবলম্বন করেননি।

অতএব এ প্রসঙ্গে একটি বর্ণনা এসেছে। হযরত সা'বান থেকে বর্ণিত। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন কোন সফরে যেতেন তখন নিজ ঘরের লোকদের মাঝে সবার শেষে হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আবার যখন ফিরে আসতেন তখন সবার আগে হযরত ফতিমার (রাঃ)-এর ঘরে যেতেন। একবার তিনি একটি যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে ফাতিমা (রাঃ)-এর ঘরে গেলেন। যখন দরজার কাছে পৌঁছলেন তখন দরজায় একটি পর্দা টাঙ্গানো দেখতে পেলেন। আর হযরত হাসান ও হুসায়েন (রাঃ)-কে রূপার কঙ্কণ পরা অবস্থায় দেখলেন। তারা ছিলেন তাঁর (সঃ) খুবই আদরের নাতি। তিনি (সঃ) ঘরে ঢুকলেন না। বরং চলে গেলেন। হযরত ফাতিমা (রাঃ) বুঝতে পারলেন এসব জিনিস তাঁকে (সঃ) ঘরে ঢুকতে বাধা দিয়েছে। এরপর হযরত ফাতিমা (রাঃ) পর্দা ছিঁড়ে ফেল্লেন আর শিশুদের কঙ্কণ ভেঙ্গে ফেল্লেন। এরপর দুটো শিশুই কাঁদতে কাঁদতে হুযূর (সঃ)-এর কাছে গেলেন। হুযূর (সঃ) এদের একজনকে তুলে নিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমাকে বল্লেন, তার সাথে মদীনার অমুকের কাছে যাও আর ফাতিমার জন্যে এক গাছি হার ও হাতির দাঁতের তৈরী ২টি কঙ্কণ নিয়ে এসো। আরও বল্লেন, আমি আমার পরিবারের জন্যে এটা পসন্দ করি না যেন তারা এ দুনিয়াতেই সব আরামআয়েশ লাভ করে ফেলে (সুনানে আবী দাউদ, নং ৪২১৩)।

রূপা যেহেতু সেই যুগেও সৌন্দর্যের চিহ্ন মনে করা হতো তাই তিনি (সঃ) এটা পসন্দ করেননি যে, আমার সন্তানরা এসব ব্যবহার করুক। বরং অন্যান্য সাদাসিদা জিনিস আনিয়ে দিলেন।

তিনি (সঃ) তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের উন্নত চরিত্র শিখাতে চেয়েছিলেন। তাদের উত্তম চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি এটা সহ্য করতে পারছিলেন না। তাঁর কাছের কেউ এমন কিছু করুক যাতে অন্যে মনে দুঃখ পায়। তাই তিনি (সঃ) সামান্য সামান্য বিষয়েও সংশোধন করে দিতেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে হযরত সুফিয়া (রাঃ)-এর খাটো হওয়া প্রসঙ্গের দিকে ইঙ্গিত করে ঠাট্টা করি, হে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সুফিয়া সম্বন্ধে আপনার জন্যে এ বিষয়ই যথেষ্ট অর্থাৎ তার খাটো হওয়া সম্বন্ধে বিদ্রূপ করি। এতে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, এটা এমন এক কথা, সমুদ্রে যদি এটা মিশিয়ে দেয়া হয় তাহলে একেও নোংরা করে দেয় (সুনানে আবূ দাউদ)।

তাই তিনি (সঃ) খুবই স্বাচ্ছন্দ্যে তাদের এটা বুঝান, আমার সাথে যারা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে তাদের সচ্চরিত্রের মান অনেক উঁচু হওয়া আবশ্যক। এ ছোট্ট ঠাট্টা তামাশার কথায় বিদ্রূপও যুক্ত ছিল। সাধারণভাবে একে

নগণ্য মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু একেও তিনি (সঃ) দৃষ্টিতে নিয়ে আসেন। কেননা, যার প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে যখন তার কাছে এটা পৌঁছবে তখন বিরাট আকার ধারণ করবে। আর তিনি (সঃ) বিদ্রূপের প্রতি ঘৃণার প্রকাশ করে দিলেন। যিনি কথাটি বললেন, তাকে খুব ভালভাবে এদিকে দৃষ্টিও আকর্ষণ করলেন, যাকে তুমি ঠাট্টাতামাশা মনে করেছো এটা এতটাই খারাপ যাতে সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে যায়। আর আমার কাছের লোকদের চরিত্রের মান এতটা উঁচু হওয়া দরকার যেন কখনও এমন কথা না হয় যাতে কোন প্রকার ঝগড়াঝাটি সৃষ্টি হয়। আর দৃষ্টান্ত দিয়ে এটা বলেন, বাহ্যিকভাবে কথাটা খুবই ছোট কিন্তু এর মাঝে এতটা নোংরামি বহন করে, সমুদ্রের পানি বিশাল হওয়া সত্তেও এ নোংরামি এতে যদি ঢেলে দেয়া হয় তাহলে একেও খারাপ করে দেবে। সুতরাং এটা হলো উন্নত চরিত্র। আর কত সুন্দর পন্থায় তিনি (সঃ) বুঝিয়ে দিলেন!

উত্তম চরিত্র শেখানো প্রসঙ্গে আরও একটি বর্ণনা আছে। কেউ হযরত আয়েশা (রাঃ)কে বল্লেন, আমাকে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উত্তম চরিত্র সম্বন্ধে বলুন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বল্লেন, তোমরা কি কুরআনে একথা পড় নি?–ওয়া ইন্নাকা লা'আলা খুলুকিন আযীম (সূরা কলম ঃ ৫)। আবার তিনি (রাঃ) বলতে লাগলেন, একবার আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজ সাহাবাদের (রাঃ) সাথে ছিলেন। আমি তাঁর জন্যে খাবার তৈরী করলাম। হযরত হাফসাহ্ (রাঃ) আমার আগে খাবার তৈরী করে পাঠিয়ে দিলেন। আমি আমার কাজের মেয়েকে বল্লাম, যাও আর হাফসার খাবার থালা ফেলে দাও। সে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সামনে খাবার বাটি রাখতে গিয়ে ফেলে দিল। এতে বাটি ভেঙ্গে গেল আর খাবার মাটিতে পড়ে গেল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বাটির টুকরোগুলো ও খাবার জমা করলেন এবং চামড়ার দস্তরখানার ওপর রাখলেন। সেখান থেকে সেই ছড়ানো খাবার খেয়ে নেন এবং আমার বাটি হযরত হাফসা (রাঃ)-এর কাছে পাঠাতে গিয়ে বল্লেন, নিজের থালার বদলে এ বাটি রেখে নাও। আর যা এ বাটিতে রয়েছে তা খেয়ে নাও। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, কিন্তু তাঁর (সঃ) পবিত্র মুখে এমন কোন চিহ্ন দেখা যায়নি যাতে খুব অসন্তুষ্টি প্রকাশ পায় (সুনানে ইবনে মাজাহ্, কিতাবুল আহকাম, হাদীস নং ২৩৩৩)।

কিন্তু তিনি (সঃ) খুবই স্বাচ্ছন্দ্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন। অতএব নিজ ব্যবহারিক জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে এটা বলেছেন, তোমরা যে আচরণ করেছো তা অন্যায় আর তোমাদের শাস্তি এই, তোমাদের খাবার খাব না। আর এটাই খাব যা তোমরা নষ্ট করার চেষ্টা করেছো। তোমরা যে পাত্রটি ভেঙ্গেছো এর বদলাও তোমরা তোমাদের কাছ থেকে দিয়ে দাও। আর আমার জন্যে যে খাবার তৈরী করেছিলে তা এখন আমি খাব না বরং সেই স্ত্রী খাবে যার উদ্দেশ্যে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। কিন্তু খুবই সহিষ্ণুতার সাথে, রাগ না করেই সব বিষয় বুঝিয়ে দিয়েছেন। কারও মাধ্যমে বাড়াবাড়ি হওয়া উচিত নয়। আর একথাও বুঝিয়ে দিয়েছেন, নিজেদের মাঝে পরস্পর যে ঈর্ষা তা-ও দূর করে দেয়া যেতে পারে। এখন এর পদ্ধতি এই, নিজে নিজের পাত্র বন্টন কর। অন্য ভাবেও এ আদেশ রয়েছে যেন উপহার উত্তম পদ্ধতিতে বন্টন করা হয়। আর এজন্যে উত্তম পদ্ধতি এই, খাবার আমার জন্য তৈরী করা হয়েছিল তা-ও তাকে (অর্থাৎ যার পাত্র ভাঙ্গা হয়েছে) ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়া হয়। একে অন্যকে উত্তম চরিত্র প্রদর্শন কর। অতএব এভাবে কাজ করলে , মহিলারা এভাবে কাজ করলে দেখবেন প্রত্যেক পর্যায়ে আত্মীয়তা কত সুদৃঢ় হতে থাকবে। শিশুদের উত্তম চরিত্র সম্বন্ধে শিখানো এবং উপদেশ দেয়ার ধরনও তাঁর (সঃ) বড়ই আশ্চর্যজনক ও আকর্ষণীয়। দু'একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি।

আবূ রাফে' বিন আমরের চাচা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তখনও শিশুই ছিলাম। আনসারদের খেজুর গাছে ঢিল ছুঁড়ে খেজুর পাড়তাম। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সেদিক দিয়ে গেলে তাঁর (সঃ) কাছে নালিশ করা হলো। এখানে একটি ছেলে আছে। সে খেজুর গাছে ঢিল ছুঁড়ে ফল পাড়ে। আমাকে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সমীপে আনা হলো। তিনি (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে বালক! তুমি খেজুর গাছে ঢিল ছুঁড়ো কেন? আমি বললাম, খেজুর খাওয়ার জন্যে। (তিনি -সঃ) বললেন, আগামীতে আর খেজুর গাছে ঢিল ছুঁড়বে না। অবশ্য যে খেজুর পড়ে যায় তা খেও। এরপর তিনি আদর করে আমার মাথায় হাত বুলালেন আর দোয়া করলেন। হে আমার আল্লাহ্! তার পেট ভরে দাও (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩১, বৈরুতে মুদ্রিত)। ঢিল ছুঁড়লে তো কাচাপাকা সব রকম খেজুর পড়ে যায়। অন্য গাছের ফলও নষ্ট হয়ে যায়। বিনা কারণে ক্ষতি হয়ে যায়। এজন্যে তিনি (সঃ) এটা নিষেধ করেন। কিন্তু খিদে পেয়ে অবস্থা বেহাল হলে সেক্ষেত্রে বলেছেন, যা পেকে গাছ তলায় পড়ে যায় তা খাও। কিন্তু সবচেয়ে উত্তম কথা যা আমি তোমার সাথে বলছি তা হলো এই, আমি দোয়া করছি, এমন খাবারের প্রয়োজনই যেন না হয়। তোমার পেট বা লোভ অথবা লালসা যা-ই হোক, যদি থাকে তাহলে যেন ভরা থাকে যেন কখনও কোন জিনিসের প্রতি দৃষ্টি না যায়।

আর এটাই উত্তম চরিত্র। দ্বিতীয়ত দোয়া করে শিশুর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা হয়েছে, এমন অবস্থায় আল্লাহ্‌র কাছে চাওয়া আবশ্যক এবং যা বৈধ পদ্ধতি তা অবলম্বন করা দরকার।

এতে আমার একটি ঘটনা মনে এসেছে। কালই আমাকে কেউ বলেছে। আমাদের বয়তুল ফযলের কাছ দিয়ে এক মহিলা যাচ্ছিলেন। কোন বাড়ীর আপেল বাইরে পড়ে থাকতে দেখা যায়। তিনি তার শিশুকে একটি থলে দিয়ে পাঠিয়েছেন যেন সেগুলো তুলে নেয়া হয়। যখন বাড়ীর লোক বাইরে বেরিয়ে এল তখন তখনই সে অর্থাৎ মা রওয়ানা হয়ে গেল। তুমি বৈধ মনে করে

থাকলে বাধা দেয়া উচিত হয়নি। আর এভাবে শিশুর অন্যায় হয়নি। হয়েছিল মা'র।

শিশুর উত্তম চরিত্র সৃষ্টি হয়ে গেলে তার তরবিয়ত হয়ে যায়। অতএব ভবিষ্যত প্রজন্মের মাঝেও সেই চরিত্রই সৃষ্টি হতে থাকবে। আবার একটি শিশুকে খাওয়ার আদব ও নিয়ম কানুন শিখাতে গিয়ে (আঁ হযরত-সঃ) বলেছেন, (যেভাবে একটি বর্ণনায় এসেছে) হযরত উমর বিন আবী সালমা হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) পক্ষ থেকে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সৎ ছেলে। তিনি বর্ণনা করেন, শিশুকালে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ঘরে থাকতাম। খাবার খাওয়ার সময় আমার হাত থালার এদিকেসেদিকে দ্রুত বেগে হাতড়াতে থাকতো অর্থাৎ অধৈর্যের সাথে তাড়াতাড়ি খেতাম। নিজের সামনের দিকেও খেয়াল থাকতো না। হুযূর (সঃ) আমার এ অভ্যাস দেখে বলেন, খাবার খাওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ্' বল নিজের ডান হাতে খাও। আর নিজের (থালার) সামনে থেকে খাও। হুযূর (সঃ)-এর উপদেশ আমি সব সময় স্মরণ রেখেছি আর এভাবেই খাবার খাচ্ছি (বুখারী, কিতাবুত্বাআমাহ্)।

দেখুন, শিশুকালেই এ সদভ্যাসের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ উত্তম চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। খাবার আদবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এক তো আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে খাও যেন সব কিছু দেয়ার মালিক হলেন আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদের এ অনুভূতিও থাকে । আবার এটাও (শিখিয়েছেন), গোঁয়ার গোবিন্দের মত খেও না। এখন তোমরা নিরক্ষর ও মূর্খ আরবের বসিন্দা নও বরং তোমাদের মাঝে সেই নবী আবির্ভূত হয়েছেন যাঁকে উত্তম চরিত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তোমাদের খাবার খাওয়ার আদব কায়দাও জানতে হবে।

প্রাথমিক যুগে যেসব লোক মুসলমান হয়েছিলেন তারা যখন বিভিন্ন বিষয় শিখছিলেন অর্থাৎ যা কিছুই আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম শিখিয়েছেন, তাঁর (সঃ) সাহাবার (রাঃ) কাছ থেকে শিখেছেন, এর ওপর আমল করার চেষ্টা করেছেন। আর কোন কর্ম যথা সময়ে সঙ্গত কারণে বৈধ আর কোন্‌টি নয় কখনও স্বল্প জ্ঞানের কারণে তা জানা থাকতো না। কখনও অসঙ্গত কাজকর্ম হয়ে যেতো। কিন্তু আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম খুবই সহনশীলতার সাথে সংশোধন করে দিতেন। কোন্ কথা কোন সময় বলতে হবে, কিভাবে আমল করতে হবে তা বুঝিয়ে দিতেন।

হযরত মাআদিয়া বিন আল হাকাম আস্ সুলমী (রাঃ) বর্ণনা করেন। আমি যখন রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে এলাম তখন আমি হুযূর (সঃ)-এর কাছে ইসলাম প্রসঙ্গে নানা বিষয় শিখেছি। এর মাঝে একটি বিষয় আমাকে বলেছেন, তোমার যখন হাঁচি আসে তখন 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলবে আর যখন হাঁচিদাতা 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলবে তখন তুমি 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' বলবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাথে নামাযে দাঁড়িয়েছিলাম। সে সময় এক ব্যক্তি হাঁচি দিলেন আর 'আলহামদুলিল্লাহ্'বল্লেন। আমি প্রতি উত্তরে জোরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' বল্লাম। এতে লোকেরা আমাকে বিশেষ ভঙ্গিতে দেখতে লাগলেন। এটা আমার কাছে খুবই মন্দ ঠেকলো। আমি বল্লাম, তোমরা আমার প্রতি কেন এ ভাবে তাকাচ্ছ? এতে লোকেরা 'সুবহানাল্লাহ্' বল্লেন। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নামায থেকে অবসর হলে জিজ্ঞেস করলেন, এ কথা কে বলেছে? ইঙ্গিত করে বলা হলো, এ গেঁয়ো লোকটি এ কথা বলছে। এতে রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাকে ডাকলেন আর বল্লেন, নামায কুরআন মজীদের তেলাওয়াত ও আল্লাহ্‌র স্মরণের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। অতএব তুমি যখন নামায পড়তে থাকো তখন তুমি তোমার কাজ করতে থাক। বর্ণনাকারী বলেন, (যিনি বর্ণনা করছিলেন আর যার প্রতি লোকেরা বিশেষ ভঙ্গিতে তাকাচ্ছিল) আমি রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের চেয়ে অধিক কোমলতার সাথে শিখাতে আর কোন শিক্ষক আমার জীবনে কখনও দেখিনি (সুনানে আবূ দাউদ, কিতাবুস সলাহ্)। দেখুন, নতুন লোককে কি সুন্দরভাবে নামাযের আদবকায়দাও শিখিয়ে দিলেন। পবিত্রতা সম্বন্ধেও বলে দিলেন। আর এমন উত্তরের ধরন এ গ্রাম্য লোকটির ওপরও এমন প্রভাব সৃষ্টি করলো, যা জীবনভর তার মনে থাকলো। এসব লোকই ইসলামের প্রাথমিক যুগে এসব বিষয়ে বা কথা শিখেছেন। আর তাদের সাথেই কঠোর আচরণ করা হতো বা হাসি ঠাট্টা করা হতো।

সত্য কথা বলা ও সত্য প্রতিষ্ঠা করা একটি উত্তম গুণ। মিথ্যা পরিহার করাও উত্তম গুণের একটি। আল্লাহ্‌তাআলার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্যেও এর অতি প্রয়োজন। আল্লাহ্‌তাআলা শির্‌ক ও মিথ্যা পরিহার করার কথা এ স্থানে উল্লেখ করেছেন। এজন্যে তিনি (সঃ) শিশুদেরও প্রথম শিক্ষা এটাই দিতেন সত্য কথা বলো। আর মা বাবাদেরও একথাই বলতেন, তাদের সত্য কথা বলতে শিখাও। এভাবে প্রত্যেক নতুন মুসলমানদেরও এ শিক্ষাই দেয়া হতো, সত্য অবলম্বন করো, সব সময় সত্য কথা বলো। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেও শিশুদের মাঝে এটা শক্তিশালী করার জন্যে খুবই দৃষ্টি দিয়ে থাকতেন। একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়।

আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একবার আমাদের ঘরে এলেন। আমি এ সময় (বড়দের) কথা বেশি শুনতাম না। আমি খেলতে যাচ্ছিলাম। আমার মা বল্লেন, আব্দুল্লাহ্ এদিকে এসো। আমি তোমাকে কিছু দেবো। তিনি (সঃ) বল্লেন, তুমি কি সত্যিই তাকে কিছু দিতে চাচ্ছ? আমার মা উত্তর দিলেন, অবশ্যই, আমি তাকে কিছু দেবো। তিনি (সঃ) বলেন, তুমি প্রকৃতই যদি তাকে কিছু না দিতে আর কেবল তাকে ডাকার উদ্দেশ্যে এমনটি করতে তাহলে তোমার মিথ্যা কথা বলার পাপ হতো

(মুসনাদ আহমদ, ৩ খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৪৭)।

এখন দেখুন ছোট বয়সে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এ উপদেশ শিশুদের মনে কিভাবে দাগ কেটে গেছে। এখন যে শিশুর সূচনা এমন পরিবেশে ও এসব উপদেশের মাধ্যমে হয়েছে সে কি সারা জীবন কখনও মিথ্যা কথা বলতে পারবে? এমনই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিশুরাই পৃথিবীতে সত্যতার প্রদর্শনকারী হয়ে থাকে।

মিথ্যা অপসন্দ করার ব্যাপারে এভাবে উপদেশ দিয়েছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন, যে-ব্যক্তি মিথ্যা ও তদনুযায়ী কর্ম আর মূর্খতা পরিহার করে না তার খাবার পানীয় পরিহার করাতে আল্লাহ্‌র কোনই প্রয়োজন নেই (বুখারী, কিতাবুল আদব, হাদীস নং ৬০৫৭)। অর্থাৎ রোযা রেখে মিথ্যা বলতে থাকলে আল্লাহ্‌তাআলার এ রোযার কোন প্রয়োজন নেই। আসল উদ্দেশ্য তো পুণ্য পরিবর্তন সৃষ্টি করা। এটা না করা হলে, যে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে রোযা রাখা হচ্ছে তিনিই তো মিথ্যা পরিহার করতে বলেছেন। নিজেদের কর্ম দিয়ে তোমরা মিথ্যা খোদার সামনে দাঁড়াচ্ছ। অতএব আল্লাহ্‌র ইবাদত করা পরে মিথ্যা কথাও বলা এ দুটো বিষয়ে একত্রে হতে পারে না। এটা আল্লাহ্‌র খুবই অপসন্দনীয়।

একবার এক ব্যক্তিকে তিনি (সঃ) বলেন, তুমি সব রকম মন্দ পরিহার করতে না পারলে মিথ্যা কথা বলা পরিহার কর। অতএব তার একটি মন্দ পরিহার করার বদৌলতে ধীরে ধীরে তার সব মন্দ কাজ করার প্রবণতা দূর হয়ে গেল। যেভাবে আমি আগে বলে এসেছি, মিথ্যা শির্‌কের দিকে নিয়ে গিয়ে থাকে। তাই তাঁর (সঃ) মিথ্যার প্রতি খুবই ঘৃণা ছিল। এটা খুবই মন্দ অভ্যাস। এটা মানুষের ধ্বংসের গহ্বরে নিয়ে যায়। তিনি (সঃ) নিজ উম্মতকে এ থেকে সুরক্ষার জন্যে খুব জোরের সাথে উপদেশ দিতে থাকতেন।

অতএব বর্ণনায় এসেছে, আব্দুর রহমান বিন আবী বাকরাহ্ (রাঃ) নিজ মায়ের কাছ থেকে (শুনে) বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তিন বার বল্লেন, আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় পাপ সম্বন্ধে অবহিত করবো না? আমরা আবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কেন বলবেন না? তিনি (সঃ) বললেন, সবচেয়ে বড় পাপ হলোঃ আল্লাহ্‌র শরীক করা, পিতামাতার অবাধ্যতা করা। তিনি ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। উঠে বসে বললেন, গভীর মনোযোগ দিয়ে শুন, মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (সঃ) একথা বলতে থাকলেন অবশেষে আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম, হায়! হুযূর যদি চুপ হয়ে যেতেন (বুখারী কিতাবুল আদব)। তাই যেভাবে জোর দিয়ে তিনি (সঃ) এথেকে সুরক্ষার উপদেশ দিয়েছেন এতটা আগ্রহের সাথে আমাদেরও এথেকে সুরক্ষার জন্যে চেষ্টা করা আবশ্যক। আর বাহ্যত সাধারণভাবে অসত্য কথা বলা থেকেও সুরক্ষা লাভ করা আবশ্যক। যেভাবে সেই শিশুর মাকে তিনি (সঃ) বলেছিলেন, তুমি এ শিশুকে কিছু না দিলে এটাও মিথ্যা বলা হতো। এটা এমনই একট বিষয় আজকাল ব্যাপকতর হয়েছে। ঠাট্টামস্কারা করেও এত মিথ্যা কথা বলা হয়ে থাকে যার কোন সীমাপরিসীমা নেই। প্রত্যেক আহমদী, যার মাঝেই থাকুক, নিজের মাঝ থেকে এ মন্দ অভ্যাসের জড় উপড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করা দরকার।

আবার তিনি (সঃ) বড়ই উদ্দীপনার সাথে সহ্য করতে থাকতেন। কোন নিম্নস্তরের অপসন্দনীয় ব্যক্তিও তাঁর (সঃ) কাছে এসে গেলে তিনি (সঃ) কখনও তার সাথে মন্দ আচরণ করেননি। বরং কেউ কোন অন্যায় আচরণ করে গেলেও তাকে তিনি উত্তম পন্থায়ই সহ্য করে নিতে থাকতেন। কখনও গ্রামের বেদুঈন লোকেরা আসতো। তারা নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি করে যেতো। এতে সাহাবা (রাঃ)-দের খুবই রাগ হতো। কিন্তু তিনি (সঃ) খুবই উত্তম পদ্ধতিতে বুঝিয়ে দিতেন। অথচ কখনও রাগ করেননি।

একটি বর্ণনায় উল্লেখ এসেছে। হযরত আবূ হুরায়রাহ্ বর্ণনা করেন। একবার মসজিদে একজন মরুবাসী বেদুঈন এলো। সেখানেই প্রস্রাব করতে বসে গেল। লোকেরা তাকে মারতে উদ্যত হলে, হুযূর (সঃ) লোকদের নিষেধ করতে গিয়ে বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। সে যেখানে প্রস্রাব করেছে সেখানে পানি ঢেলে দাও। তোমাদের স্বাচ্ছন্দ্য দেয়ার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে কষ্ট দেয়ার জন্যে সৃষ্টি করা হয়নি (বুখারী, কিতাবুল ওযূ, হাদীস নং ২২০)।

অন্য আরেকটি বর্ণনায় এসেছে। পরে সেই মরুবাসী রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এ উত্তম চরিত্রের কথা সব সময় উল্লেখ করতেন ও বলতেন, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্যে আমার মা-বাবা উৎসর্গীত হোন। তিনি কত আদরের সাথে আমাকে বুঝালেন! আমাকে কোন বকাবকি করলেন না। ধমক দিলেন না। মারপিট করলেন না। বরং সাচ্ছন্দ্যে বুঝিয়ে দিলেন। তাই দেখুন, একজন নিরক্ষর ব্যক্তিকে ভালবাসার সাথে বুঝানোর ফলেই তার অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেল।

আবার কুধারণা এমন একটি মন্দ আচরণ বরং একটি বিষ। এটা সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে দেয়। সামান্য একটি কুধারণার দরুনও পরিবারে বিভক্তি সৃষ্টি হয়ে যায়। আত্মীয়তার মাঝে ফাঁটল সৃষ্টি হয়। কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে যায়। কর্মকর্তাদের মাঝেও লোকদের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে যায়। তাই আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন করীমে বলেন ঃ ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানূ ফাজতানিবূ কাসীরাম্ মিনায যান্ন (সূরা হুজুরাত ঃ ১৩) অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছো! অতিরিক্ত কুধারণা থেকে বিরত হও। কেননা, কুধারণা কখনও কখনও পাপের দিকে ঠেলে দেয়। তাই আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজ কর্মের ছোট থেকে ছোট পর্যায়েও কুধারণা থেকে বিরত থাকার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন যেন কোন দুর্বল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তির পদস্খলনের কারণ না হন। তিনি (সঃ) এমন ভালবাসার সাথে উপদেশ দিতেন যেন অন্য ব্যক্তি কেবল উপদেশের প্রভাবই গ্রহণ না করে বরং লজ্জিতও হয়ে যায়।

কোন বর্ণনায় একটি ঘটনার উল্লেখ এসেছে। এটা খুবই নগণ্য। কিন্তু তিনি (সঃ) মোটেও বরদাশ্‌ত করেননি। তাঁর (সঃ) মত উত্তম চরিত্রের শিক্ষক সম্বন্ধে যেন কোন বিধ্বস্ত আত্মায় এরূপ কোন ধারণা সৃষ্টি না হয় যাতে অন্যদের বা বিরোধীদের কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায়।

হযরত উম্মুল মু'মিনীন সাফীয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একবার ই'তিকাফে ছিলেন। আমি রাতের বেলা তাঁর সাথে দেখা করতে আসি। কথা বলতে বলতে দেরী হয়ে গেল। যখন ফিরে যাওয়ার জন্যে উঠলাম তখন হুযূর (সঃ)-ও কিছু দূর এগিয়ে দেয়ার জন্যে আমার সাথে সাথে এলেন। আমরা উভয়েই যাচ্ছিলাম। পাশ দিয়ে দু'জন আনসারী যাচ্ছিলেন। তারা আঁ হযরত সল্লল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দেখে দ্রুত বেগে হেঁটে যাচ্ছিলেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাদের বললেন, থামো এ আমার স্ত্রী সাফীয়া। এরপর সেই যুবক আনসারীরা বললেন, সুবহানাল্লাহ্, মায়াযাল্লাহ্ আমরা কি আপনার ব্যাপারে কুধারণা করতে পারি! তিনি (সঃ) বললেন, শয়তান মানুষের মাঝে এভাবে অনুপ্রবেশ করে চলাচল করে যেভাবে রক্ত মানুষের শিরাউপশিরায় চলাচল করে থাকে। আমার আশঙ্কা হলো, তোমাদের মনে না আবার কুধারণার সৃষ্টি হয়ে যায় আর তোমরা ধ্বংস হয়ে যাও (বুখারী, কিতাবুল ই'তিকাফ)।

তাঁর (সঃ) দূরদর্শিতার জ্যোতি নিশ্চয় জাগ্রত হয়েছিল। এসব লোকের সামনে বিষয়টা প্রকাশ করে দেয়া আবশ্যক, তা-ই করে দিলেন। নচেৎ এটা কেমন ধরনের কথা বলে দিলেন যাতে পরে পরীক্ষা আরম্ভ হতে পারতো। নিজের মান্যকারীদের শিখিয়ে দিলেন, ছোট ছোট বিষয়ই হোক না কেন যাতে সাধারণত কুধারণা সৃষ্টি হতে পারে আর এটাই সমাজে বিপর্যয়ের ভিত্তি তৈরী করতে পারে। তাই সবসময় এ থেকে রক্ষা পাওয়া দরকার।

আবার প্রতিবেশীর ব্যাপারটিও গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবেশীর সাথে প্রতিবেশীর সুসম্পর্ক থাকলে এক প্রতিবেশী অন্য প্রতিবেশীকে উন্নত চরিত্রের অধিকারী মনে করে থাকে। এজন্যে তিনি (সঃ) প্রতিবেশীর অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে অনেক উপদেশ দিয়েছেন। সাহাবা কেরাম (রাঃ)-ও সব সময় এ চেষ্টা করতেন কিভাবে প্রতিবেশীকে সন্তুষ্ট করা যায়।

একবার এক ব্যক্তি আবেদন করেন। হে আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ)! আমি কিভাবে বুঝতে পারি আমি ভাল কাজ করছি কিংবা মন্দ কাজ করছি। হুযূর (সঃ) বললেন, তুমি যখন তোমার প্রতিবেশীকে এটা বলতে শোন, তুমি খুব ভাল মানুষ, তখন মনে করবে তোমার কাজকর্ম সঠিক হচ্ছে। আর তুমি যখন প্রতিবেশীকে এটা বলতে শোন, তুমি খারাপ লোক, তখন মনে করবে তোমার কাজকর্ম মন্দ। অর্থাৎ স্বয়ং তুমি তোমার বিচারক হয়ে যেও না। কোন কোন লোক নিজেই নিজের প্রশংসা করে থাকে, আমরা ভাল মানুষ। বরং তোমাদের প্রতিবেশী সাক্ষ্য দিক, তোমরা ভাল মানুষ। প্রত্যেকেই এর ওপর কাজ করলে একটি সুন্দর সমাজ গঠিত হয়ে যাবে। আবার তিনি (সঃ) বলেছেন, প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ছোট ছোট বিষয়ই হোক না কেন যাতে সাধারণত কুধারণা সৃষ্টি হতে পারে আর এটাই সমাজে বিপর্যয়ের ভিত্তি তৈরী করতে পারে। তাই সবসময় এ থেকে রক্ষা পাওয়া দরকার।

এরপর রয়েছে শাসনকার্য বা সরকারের প্রতি আনুগত্যের বিষয়। এ প্রসেঙ্গে তিনি (সঃ) সম সময়ই তাগিদ দিতেন আর বলতেন, সরকারের প্রতি আনুগত্য করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। উত্তম চরিত্রেরও এটা চাহিদা। উত্তম নাগরিক হওয়াও এটা চাহিদা যে, নিজ এলাকায় সরকারী কর্মকর্তার আনুগত্য কর। কোন হাবশী গোলামও তোমাদের আমীর বা শাসক নিযুক্ত হলে, তারও আনুগত্য কর। যে দেশে বাস কর, যে শহরের বাসিন্দা হও, একে ভালবাসার প্রসেঙ্গে বলেছেন, দেশকে ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ। তাই যেখানে এ উত্তম চরিত্র প্রত্যাশা করে যে, নিজের শাসকের আনুগত্য কর, নিজ দেশকে ভালবাস সেখানে এ-ও স্মরণ রাখ, এসব বিষয় ঈমানের অঙ্গ। তাই একজন মুসলমান যে দেশেই বাস করে না কেন দেশে আইনকানুন পালন করে নিরাপত্তা ও স্বস্তির সাথে বসাবাস করা আবশ্যক।

আবার শাসকদের বলেছেন, তোমাদের উত্তম চরিত্র কী? তোমাদের উত্তম চরিত্র তখন প্রতিষ্ঠিত হবে যখন তোমরা নিজেদের জাতির সেবক মনে করব। আর জাতির সেবার জন্যে নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। নিজেদের ব্যক্তিগত কল্যাণ লাভের বদলে লোকদের সেবার প্রতি দৃষ্টি দিবে। তখনই তোমরা উত্তম শাসক ও উত্তম নেতা আখ্যায়িত হতে পার।

মোট কথা উত্তম চরিত্র ও আদবকায়দা সম্পর্কিত অসংখ্য কথা তিনি (সঃ) আমাদের শিখিয়েছেন। আর নিজের ব্যক্তিগত আমল দিয়ে এগুলোর সুউচ্চ মান প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পৃথিবীর এমন কোন গুণ নেই যা সেই উত্তম চরিত্রের শিক্ষক নিজ দৃষ্টান্ত দিয়ে আমাদের শিখাননি এবং লোকদের বলে দেন নি। বরং এ প্রত্যাশা রাখতেন, এ উত্তম চরিত্র কেবল নিজেদের জীবনেই কার্যকরী করবে না, এগুলো নিজেদের জীবনের অঙ্গ বানিয়ে নিবে। বরং এগুলোর উন্নত মানও প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কখনও কখনও সংশোধনের জন্যে অসন্তুষ্ট হলেও উত্তম চরিত্রের সীমার মাঝে থেকে হওয়া আবশ্যক। সংশোধনের উদ্দেশ্যে হওয়া আবশ্যক। অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি হওয়াও যেন উদ্দেশ্য না হয় বা কারও ওপর প্রতিশোধ নেয়াও যেন উদ্দেশ্য না হয়। একজন আহমদীর মাঝে এটা সমুন্নত থাকা আবশ্যক।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রসঙ্গে আরও একটি বর্ণনা এসেছে। এথেকে জানা যায়, তিনি (সঃ) মন্দ চরিত্রের লোকদের সাথে কিভাবে ভালবাসার আচরণ করতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে আসার অনুমতি চাইল। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখে বল্লেন, এ ব্যক্তি নিজ ঘরের লোকদের সাথে অনেক দুর্ব্যবহার করে আর নিজ পরিবারের কাছে খুবই অপ্রিয় হয়ে গেছে। সে যখন এসে বসে গেল আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তার সাথে প্রশস্ত অন্তরের প্রকাশ দেখিয়ে তার সাথে খুশির সাথে আলাপআলোচনা করেন। সে যখন চলে গেল তখন আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ)! আপনি যখন তাকে দেখলেন তখন এসব কথা বল্লেন। অথচ তার সাথে কথাবার্তা বলার সময় আপনি সবচেয়ে বেশি প্রফুল্ল বদনের প্রকাশ ঘটালেন? তিনি (সঃ) বল্লেন, হে আয়েশা, তুমি আমাকে কবে মন্দ কথা বলতে শুনেছো? আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে কিয়ামত দিবসে নিশ্চয় সেই ব্যক্তি সবচেয়ে খারাপ হবে যার মন্দ আচরণের ভয়ে লোকেরা তার সাথে সাক্ষাৎ করা ছেড়ে দেবে (বুখারী, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৬০৩২)।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, অবশ্য কুরআন শরীফে হযরত খাতামাল আম্বিয়া সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যে উত্তম চরিত্রের উল্লেখ এসেছে তা হযরত মূসা (আঃ)-এর চেয়ে হাজার গুণ মর্যাদাসম্পন্ন। কেননা, আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, হযরত খাতামাল আম্বিয়া সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এসব উত্তম চারিত্রিক গুণের সমষ্টি যা নবীদের মাঝে আলাদা আলাদাভাবে দেখতে পাওয়া যেতো। তদুপরি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পক্ষে বলা হয়েছে, ইন্নাকা লা আলা কুলুক্বীন আযীম অর্থাৎ [হে মুহাম্মদ (সঃ)] তুমি মহান গুণাবলীর ওপর অধিষ্ঠিত রয়েছ। আর 'আযীম বা মহান শব্দের সাথে যেসব বস্তুর প্রশংসা করা হয়ে থাকে তা আরবী ভাষার বাকরীতি অনুযায়ী সেই বস্তুর পরামোৎকৃষ্টের প্রতি ঈঙ্গিত করা হয়ে থাকে। যেমন, এটা যদি বলা হয় এ গাছটি 'আযীম (মহান বিরাট) তাহলে এর অর্থ হবে গাছের দৈর্ঘ,উচ্চতা এবং বিস্তৃতি যতটা বিশাল হওয়া সম্ভব এর সবই এ গাছে রয়েছে। এ আয়াতের তাৎপর্য এই যতটা উত্তম চরিত্র, উত্তম আচার-আচরণ মানবীয় আত্মার পক্ষে লাভ করা সম্ভব হতে পারে এর সব পরিপূর্ণ ও পূর্ণ মাত্রায় মুহাম্মদী সত্তায় মজুদ আছে। (পরিপূর্ণভাবে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মাঝে বিরজমান)।

'আরবের অশিক্ষিত মানুষগুলোর মাঝে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে পরিবর্তন সাধিত করেন আর যে গহ্বর থেকে বের করে যে উঁচু স্থান ও মর্যাদা পর্যন্ত তাদের পৌঁছে দেন এর সবটা অবস্থার চিত্র দেখার পর মানুষ অবলীলায় বলে উঠে, কী মহান বিপ্লব তিনি (সঃ) সাধন করেছিলেন! পৃথিবীর কোন ইতিহাসে আর কোন জাতিতে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতে পারে না। এ নিরেট কিচ্ছা নয়। এ বাস্তব ঘটনা। এর সত্যতা এক যুগে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হতে হয়।'

সুতরাং এ প্রশংসা এমন উচ্চ মর্যাদার যা থেকে বেশি আর হতেই পারে না (বারাহীনে আহমদীয়া, ৪র্থ খন্ড, রূহানী খাযায়েন, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬০৬ অবশিষ্ট পাদটীকার টীকা নম্বর ৩)।

আবার তিনি (সঃ) বলেন, 'আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবন এক মহাসফলতাপূর্ণ জীবন। তিনি (সঃ) নিজ চরিত্র, পবিত্রকরণ শক্তি, সাহস, শিক্ষার সৌন্দর্য ও উৎকর্ষ, পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত, দোয়ার কবুলিয়্যতের প্রতি খুবই সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। মোটকথা, প্রত্যেক দিক থেকে প্রত্যেক স্তরে উজ্জ্বল সাক্ষ্যসমূহ ও নিদর্শন নিজ সত্তায় বহন করতেন। এসব দেখে এক নিরেট মূর্খও (অর্থৎ বোকা লোকও) পরিষ্কার মেনে নিত তিনি তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ্ (অর্থাৎ তাঁর চরিত্র গুণে তোমরা গুণান্বিত হও)-এর চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত এবং পরিপূর্ণ মানব। তবে শর্ত এই, সেই লোকের অন্তর অবশ্যই জিদ (এমন জিদপরায়ণ লোক যা মাত্রা ছাড়িয়ে যায়) এবং শত্রুতা বহির্ভূত হতে হবে, (আল্‌হাকাম, ১০ এপ্রিল ১৯০২, পৃষ্ঠা ৪)।

সাহাবাদের মাঝেও উত্তম চরিত্র প্রচলন করার জন্যে চেষ্টা করেন এবং সফলতাও লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন, 'আরবের অশিক্ষিত মানুষগুলোর মাঝে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে পরিবর্তন সাধিত করেন আর যে গহ্বর থেকে বের করে যে উঁচু স্থান ও মর্যাদা পর্যন্ত তাদের পৌঁছে দেন এর সবটা অবস্থার চিত্র দেখার পর মানুষ অবলীলায় বলে উঠে, কী মহান বিপ্লব তিনি (সঃ) সাধন করেছিলেন! পৃথিবীর কোন ইতিহাসে আর কোন জাতিতে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতে পারে না। এ নিরেট কিচ্ছা নয়। এ বাস্তব ঘটনা। এর সত্যতা এক যুগে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হতে হয়।' (আল্‌হাকাম, ২৪ জানুয়ারী, ১৯০৭, পৃষ্ঠা ৫)।

আজ আমাদেরও অবশ্যকর্তব্য, যে উত্তম চরিত্র তিনি (সঃ) আমাদের শিখিয়েছেন তা যেন অবলম্বন করি এবং পৃথিবীকে বলি, এ হলো সেই উত্তম চরিত্র যা উত্তম চরিত্রের শিক্ষক আমাদের শিখিয়েছেন এবং আজও নির্মল সুস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্যে এগুলো আত্মস্থ করা আবশ্যক। অতএব নিজ দৃষ্টান্তের মাধ্যমে পৃথিবীকে আমাদের দেখাতে হবে। আল্লাহ্‌তাআলা সৌভাগ্য দিন।

(আল্‌ফযল ইন্টারন্যাশনাল-এর ৯-১৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৫তারিখের সংখ্যার সৌজন্যে)

অনুবাদ– আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

আল্লাহ্‌তাআলার রাস্তায় খরচ করার ব্যাপারে

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর পবিত্র ও তত্ত্বপূর্ণ আহ্বান

আল্লাহ্‌তাআলার রাস্তায় খরচ করাও মানুষের সৌভাগ্য ও তাকওয়ার মাপকাঠি

এ যুগ জীবন দেয়ার নয় , ধন-সম্পদ সামর্থ্য অনুযায়ী দান করার যুগ

প্রিয় বস্তু আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করা

অপ্রয়োজনীয় ও পরিত্যক্ত বস্তু খরচ করে কোন ব্যক্তি নেকী অর্জনের দাবী করতে পারে না। নেকীর দরজা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সংকীর্ণ। সুতরাং এ বিষয়টি জেনে নাও, চিন্তা-চেতনায় গেঁথে নাও যে অপ্রয়োজনীয় সম্পদ খরচ করে কেউ এটিতে প্রবেশ করতে পারে না। কেননা পবিত্র কুরআন পরিষ্কার বর্ণনা করছে–যতক্ষণ না তোমরা প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তু (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) খরচ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা (খোদার) প্রিয় হতে প্রিয়তর বান্দা হতে পারবে না। যদি কষ্ট সহ্য করতে না চাও আর প্রকৃত নেকী করতে না চাও তাহলে কিভাবে সফলতা লাভ করতে পার? সাহাবীগণ (রাঃ) কি এমনিতে এ মকাম ও মর্যাদা লাভ করেছেন? দুনিয়াবী পদবী লাভের জন্য কত কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। আর কোন কোন সময় হয়ত একটি অতি সাধারণ পদ লাভ হয় যা দ্বারা হৃদয়ও প্রশান্ত হয়না।

আর দেখ রাযিআল্লাহু আনহুম (অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্টি) পদবী যা হৃদয়ের শান্তি ও আত্মার প্রশান্তি ও দয়ালু খোদাতাআলার সন্তুষ্টির চিহ্ন। এটি কি এভাবে এত সহজেই অর্জিত হয়ে গেছে?

মোট কথা খোদাতাআলার সন্তুষ্টি যা প্রকৃত আনন্দের কারণ তা ততক্ষণ অর্জিত হতে পারে না যতক্ষণ না যথার্থ কষ্টসমূহ সহ্য না করবে। খোদাকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়। বরকতমন্ডিত ঐ সকল ব্যক্তিগণ যারা খোদার সন্তুষ্টির জন্য কষ্টের পরওয়া করে না। কেননা অনন্ত অসীম সুখ ও আরাম মুমেন দুনিয়াবী কষ্টের পরে লাভ করে থাকে। (মলফূযাত প্রথম খন্ড ৪৭পৃঃ)

কুরবানীর ব্যাপারে সর্বাত্মক চেষ্টা কর

এ সময়ের মূল্য দাও। যদি তুমি এরূপ কর যে স্থাবর অস্থাবর সম্পদ খোদার রাস্তায় খরচের জন্য বিক্রি করে দাও আর তারপর যদি এরূপ ধারণা কর যে আমি কেন খেদমত করেছি তাহলে এটিও হবে আদবের পরিপন্থী। তোমরা জাননা এ যুগে রহমান খোদা এ ধর্মের সাহায্যের ব্যাপারে উদগ্রীব আর তাঁর ফেরেশতাগণ হৃদয়ে অবতীর্ণ হচ্ছে। প্রত্যক তত্ত্ব ও তথ্য পূর্ণ কথা যা তোমার হৃদয়ে রয়েছে তা তোমার পক্ষ থেকে নয় বরং খোদাতাআলার পক্ষ থেকে। আকাশ থেকে আশ্চর্য আলো প্রবাহিত ও অবতীর্ণ হচ্ছে। সুতরাং আমি বারবার বলছি ধর্মের সেবায় সর্বাত্মক চেষ্টা কর কিন্তু এটা মনে করো না যে আমি কিছু করেছি। যদি তুমি এরূপ ধারণা কর তাহলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। এ সকল চিন্তা ধারা নিয়মের পরিপন্থী। যেভাবে অন্যায়কারী ধ্বংস হয়ে যায় তার মত তাড়াতাড়ি অন্য কেউ ধ্বংস হয় না। আর আমি এটাও বলছি যে এ সেবার জন্য অন্যান্য সেবায় অলসতা দেখিও না। বড়ই নির্বোধ সেই ব্যক্তি যে একটা নেকীর দোষ বের করে আরেকটি নেকী করতে চায়। এটি খোদার নিকট কোন মর্যাদা রাখে না বরং তুমি সেই নেকী নিজের ইচ্ছানুযায়ী করেছ। (ইশতেহারাত ৩য় খন্ড ৪৯৯ পৃঃ)

খোদা তোমাদের সেবার মুখাপেক্ষী নন

এটি সুস্পষ্ট যে তোমরা এক সাথে দুটি বস্তুকে ভালবাসতে পার না আর তোমাদের জন্য সম্ভব নয় যে তোমরা সম্পদকেও ভালবাসবে আবার খোদাকেও ভালবাসবে। কেবলমাত্র একটিকেই ভালবাসতে পার। সুতরাং সৌভাগ্যশালী সেই ব্যক্তি যে খোদাকে ভালবাসে। যদি তোমাদের মাঝে কেউ খোদাকে ভালবেসে তাঁর রাস্তায় সম্পদ খরচ করে তাহলে আমি দৃঢ়বিশ্বাস রাখি যে তার সম্পদে অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি বরকত দেয়া হবে। কেননা সম্পদ নিজে নিজে আসেনা। বরং খোদার ইচ্ছা অনুযায়ী আসে। সুতরাং যে ব্যক্তি সম্পদকে ভালবেসে খোদার রাস্তায় কুরবানী করে না যা তার করা উচিত তাহলে অবশ্যই সে তার সম্পদ হারাবে। এটি ধারণা করনা যে সম্পদ তোমাদের চেষ্টায় অর্জিত হয় বরং খোদাতাআলার পক্ষ থেকে আসে। আর কখনো এটা মন কর না যে খোদার রাস্তায় কিছু খরচ করে বা অন্য কোনভাবে খেদমত করে তুমি খোদা ও তাঁর ফেরেশ্‌তাগণের উপর অনুগ্রহ করছো বরং এটা তাঁর অনুগ্রহ যে তিনি তোমাকে এই সেবার জন্য বেছে নিয়েছেন। আমি সত্যি সত্যি বলছি যদি তোমরা সবাই আমাকে ছেড়ে দাও এবং সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা থেকে বিরত হও তাহলে তিনি (আল্লাহ্) আরেক জাতি সৃষ্টি করবেন যারা তাঁর সেবা করবে। তুমি নিশ্চিত জেনে নাও যে এ কাজ ঐশী আর তোমার খেদমত শুধু তোমার ভালোর জন্য। সুতরাং এমনটি যেন না হয় যে তুমি অহংকার কর বা এটা মনে কর যে আমি আর্থিক কুরবানী বা অন্য কোন খেদমত করেছি। আমি তোমাদের বারবার বলছি যে খোদা তোমাদের সেবার বিন্দু পরিমাণও মুখাপেক্ষী নন। হ্যাঁ এটা তাঁর অনুগ্রহ যে তিনি তোমাকে তাঁর খেদমতের সুযোগ দেন। (ইশতেহার ৩য় খন্ড ৩৯৭পৃঃ)

সামর্থ্যকে উপস্থাপন কর

প্রতিটি বিষয়ে খোদার আনুগত্য কর আর প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে নিজেকে এ জামাতের সদস্য মনে করে তার জন্য এখন সময় হল যে সে যেন এ জামাতের খেদমতে নিজের সম্পদ থেকে কিছু দেয়। যে ব্যক্তি এক পয়সা দেয়ার সামর্থ্য রাখে সে জামাতের খরচের জন্য প্রতি মাসে এক পয়সা দিবে। আর যে ব্যক্তি এক টাকার সামর্থ্য রাখে সে যেন মাসওয়ারী এক টাকা আদায় করে দেয়। (কিশতিয়ে নুহ রূহানী খাযায়েন ৯মখন্ড-৮৩ পৃঃ)

স্বর্ণের পাহাড়

যদি কেউ আমার জীবদ্দশায় আমার ইচ্ছা অনুযায়ী আমার প্রয়োজনে সাহায্য করে তাহলে আমি আশা রাখি কেয়ামত দিবসেও সে আমার সাথী হবে। আর যে ব্যক্তি কোন প্রয়োজনের সময় ধন সম্পদ খরচ করবে আমি আশা রাখি যে তার ধন সম্পদ কমবে না বরং আল্লাহ্‌তাআলা তার ধন সম্পদে অনেক বরকত দিবেন। সুতরাং খোদাতাআলার উপর ভরসা করে পূর্ণ আন্তরিকতা, উদ্যম ও সাহসিকতার সাথে কাজ কর কেননা এটিই খেদমত করার সময়। অতঃপর এমন এক সময় আসবে যখন পাহাড় সমান সোনার অর্থ আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করলেও এ সময়ের এক পয়সার সমান হবে না। এটা এমন এক কল্যাণ মন্ডিত সময় যে তোমাদের মধ্যে খোদার ফেরেশতা উপস্থিত যার জন্য উম্মত হাজার বছর ধরে অপেক্ষা করছিল। আর প্রত্যেহ খোদার পক্ষ থেকে তাজা ওহী তাজা সুসংবাদ বৃষ্টির ন্যায় অবতীর্ণ হচ্ছে। খোদাতাআলা ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, সত্যি সত্যিই সেই ব্যক্তি এ জামাতের সদস্য বলে পরিগণিত হবে যে নিজের প্রিয় বস্তুকে এ (আল্লাহ্‌র) রাস্তায় খরচ করবে। (ইশতেহার ৩য় খন্ড ৪৯৭ পৃঃ)

সম্পদের প্রতি ভালবাসা রেখো না

হে নিষ্ঠাবানগণ! খোদাতাআলা তোমাদের হৃদয়ে শক্তি দান করুন। খোদাতাআলা তোমাদেরকে নেকী অর্জনের এবং পরীক্ষায় পাশ করার সুযোগ দিয়েছেন। তোমরা সম্পদকে ভালবেস না কেননা সেই সময় আসছে যদি তোমরা সম্পদকে না ছাড় তাহলে সেটি (সম্পদ) তোমাদের ছেড়ে দিবে। (ইশতেহার ৩য় খন্ড ৩১৮ পৃষ্ঠা)

কৃপণতা ও ঈমান একত্রে থাকতে পারে না

আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে কৃপণতা ও ঈমান একই হৃদয়ে এক সাথে থাকতে পারে না। যে ব্যক্তি সত্যিকার হৃদয়ে খোদার উপর ঈমান আনয়ন করে সে নিজের সিন্দুকে জমা সম্পদকে শুধু নিজের সম্পদ বলে মনে করে না। বরং খোদাতাআলার সকল ধন ভান্ডারকে নিজের ধনভান্ডার বলে মনে করে। দারিদ্রতা তার থেকে এভাবে দূরীভূত হয়ে যায় যেভাবে আলো দ্বারা অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায়। জেনে রাখ শুধু এটিই পাপ নয় যে আমি কোন কাজের কথা বলি আর আমার জামাতের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও সে সেই কাজ করে না বরং খোদাতাআলার নিকট এটাও পাপ যে কেউ কোন খেদমত করে মনে করে আমি কিছু একটা করেছি। যদি তুমি কোন নেক কাজ কর বা কোন সেবা কর তাহলে সেই সময় তুমি নিজের হৃদয়ে মোহর মেরে দাও। তাহলে তোমার জীবন দীর্ঘায়িত হবে আর দৈনন্দিন ধন সম্পদে বরকত দেয়া হবে। [ইশতেহার ৩য় খন্ড ৪৯৮পৃঃ]

কৃপন ব্যক্তি প্রতিদান থেকে বঞ্চিত থাকে

হে বুদ্ধিমানগণ! খোদাকে সন্তুষ্টি করার এটি সময় যা পরে মিলবে না। খোদাতাআলার রাস্তায় নিষ্ঠার সাথে খেদমতের জন্য উপস্থিত হওয়া এমন আশীষমন্ডিত কাজ যা প্রকৃতপক্ষে সকল বিপদ আপদের চিকিৎসা। সুতরাং যে বিশ্বাস করে যে খোদা সত্য আর সে মনে করে যে দ্বীন ও দুনিয়ায় খোদার সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে তাহলে তার উচিত সে যেন এ সুযোগকে হাত ছাড়া না করে। আর কৃপণতায় নিমজ্জিত হয়ে এ নেকী থেকে বঞ্চিত না থাকে। এ মহান জামাতের সদস্য হবার জন্য সেই ব্যক্তি যোগ্য যে উচ্চ ধারণা রাখে আর নিজে পরবর্তীতে খোদাতাআলার সাথে সত্যিকারের ওয়াদা করে নেয় যে ধর্মীয় সমস্যা দূর করার ব্যাপারে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কোন শর্ত ছাড়া প্রতি মাসে নিজের আয় থেকে দিতে থাকবে। যখন কোন বিপদ আসবে তখন খোদাকে স্মরণ করবে এটা মোনাফেকের অবস্থা। আর যখন আরাম আয়েশে থাকে খোদাকে ভুলে যায়। খোদাতাআলা (তোমাদের) অমুখাপেক্ষী ও স্বাধীন, তাঁকে ভয় কর আর তাঁর ফযল পাবার জন্য নিজের সততাকে দেখাও। আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদের সাথী হউন (ইশতেহার ৩য় খন্ড ১৬৫পৃঃ)

চাঁদার গুরুত্ব

জাতির উচিত প্রত্যেক দিক থেকে এ জামাতের সাহায্য করা। আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রেও যেন কোন প্রকারের ত্রুটি বিচ্যুতি না থাকে। দেখ পৃথিবীতে কোন সংগঠনই নেই চাঁদা ব্যতিরেকে চলতে পারে না। রসূল করীম (সঃ), হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) সকল রসূলের যুগেই চাঁদার ব্যবস্থা ছিল। সুতরাং আমাদের জামাতের লোকদেরও এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া জরুরী। যদি এ লোকেরা সততা ও আন্তরিকতার সাথে এক এক পয়সাও চাঁদা দেয় তবু অনেক কিছু হতে পারে। যারা এক পয়সাও চাঁদা দেয় না তাদের এ জামাতে থাকার কি দরকার।

এ যুগে এ জামাতের অনেক সাহায্যকারী দরকার। মানুষ যদি বাজারে যায় তাহলে বাচ্চাদের খেলনা ক্রয়ের জন্য অনেক অনেক টাকা খরচ করে। তাহলে এখানে এক এক পয়সা দিতে কি সমস্যা? খাবারের জন্য খরচ হয়, কাপড় চোপড়ের জন্য খরচ হয় আরো অন্যান্য প্রয়োজনে খরচ হয়। তাহলে ধর্মের জন্য সম্পদ খরচ করা বোঝা মনে হয় কেন? দেখা গেছে যে এ কয়েকদিনে অনেক বয়াত হয়েছে কিন্তু আফসোস যে তাদেরকে কেউ চাঁদার কথা বলেনি। ধর্মের সেবা বড় লাভজনক হয়ে থাকে। যার ঈমান যত মজবুত সে ততটুকু খরচ করে। আর যে (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) খরচ করে না তার ঈমানের ব্যাপারে তো আমার ভয় হয়। (মলফূযাত ৩য় খন্ড ৩৫৮ পৃঃ)

রিযিকের মধ্যে বরকত

আমাদের জামাতের প্রতিটি লোক যেন এ ওয়াদা করে যে আমি আমার চাঁদা দেব। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তাআলার জন্য অঙ্গীকার করে আল্লাহ্‌তাআলা তার রিযিকের মধ্যে বরকত দেন। এবার দাওয়াতে ইলাল্লাহ্‌র যে সফর করা হবে সেখানে একটি রেজিষ্টার রাখা দরকার। যেখানেই কেউ বয়াত করবে সাথে সাথে তার নাম ও চাঁদার ওয়াদা লিখা হবে। প্রত্যেকের ওয়াদা করা উচিত যে এ পরিমাণ চাঁদা মাদ্রাসায় ও এ পরিমাণ লঙ্গরখানায় দিব।

অনেক লোক এমন রয়েছে যে যারা জানে না যে চাঁদাও জমা হয়। এ সকল লোকদের বুঝানো উচিত যে যদি তুমি সত্যিকারের সম্পর্ক রাখ তাহলে খোদাতাআলার সাথে দৃঢ় অঙ্গীকার করে নাও যে এ পরিমাণ চাঁদা অবশ্যই দেব। যারা অবগত নয় তাদের বুঝানো উচিত তারা যেন পরিপূর্ণভাবে আনুগত্য করে। যদি কেউ এতটুকু অঙ্গীকারও না করে তাহলে জামাতে প্রবেশ করে কি লাভ? খুব কৃপণ ব্যক্তিও যদি প্রত্যেহ নিজের খরচ থেকে এক পয়সা করেও বাঁচিয়ে রাখে তাহলেও সে অনেক কিছু দিতে পারে। এক এক ফোটা পানি দ্বারা নদী সৃষ্টি হয়ে যায়। যদি কেউ চারটি রুটি খায় তাহলে তার উচিত সেখান থেকে একটি রুটি এ জামাতের জন্য আলাদা করে রাখা। আর নিজের মধ্যে এ অভ্যাস গড়ে তোলা যে এ কাজের জন্য এভাবেই বের করে রাখা উচিত। (মলফূযাত, ৩য় খন্ড ৩৬০পৃঃ)

চাঁদার সূচনা

চাঁদার রীতি জামাত থেকে শুরু হয়নি বরং নবীগণের যুগ থেকেই আর্থিক প্রয়োজনের সময় চাঁদা একত্রিত করা হত। এক সময় এমন ছিল চাঁদার ইঙ্গিত পেলেই ঘরের সমস্ত জিনিস এনে সামনে রেখে দিতেন। খোদাতাআলার নবী (সঃ) বলেন, প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী দেয়া উচিত। উদ্দেশ্যে ছিল কে কতটুকু সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হয় এটা দেখা। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর সমস্ত সম্পদ সামনে এনে রেখে দেন। আর হযরত ওমর (রাঃ) অর্ধেক সম্পদ। আঁ হযরত (সঃ) বলেন, তোমাদের দুজনের মধ্যে এটাই হচ্ছে পার্থক্য। আজকাল মানুষ জানেই না যে ধর্মের সেবার প্রযোজন রয়েছে। অথচ নিজেদের দিনাতিপাত বড় ভালভাবেই করে। অপরদিকে হিন্দুদের দেখ লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে তারা কারখানা বানায় আর বড় বড় উপাসনালয় তৈরী করে। তারা অন্যান্য কাজেও অপব্যয় করে অথচ এখানে তো বড় অল্প চাঁদা সুতরাং যদি কেউ এ ওয়াদা না করে তাহলে তাকে (জামাত থেকে) বের করে দেয়া দরকার কারণ সে মোনাফেক আর তার হৃদয় কালিমাযুক্ত। আমি কখনো বলি না যে মাসিক ভাতা পুরোটা দাও বরং আমি তো এটা বলি যে ওয়াদাকৃত টাকা দাও যাতে কোন কষ্ট হবে না।

এ অস্বীকার খোদার সাথে কৃত অঙ্গীকার হয়ে থাকে, এটাকে পুরা করা উচিত। এটার বরখেলাফ করা খেয়ানতের শামিল। সাধারণ রাজার খেয়ানত করে পরে তার সামনে দাঁড়াতে পার না; তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব যে সবচেয়ে বড় বিচারক খোদার খেয়ানত করে তাঁর সামনে চেহারা দেখাবে। এক ব্যক্তি দ্বারা কিছু হতে পারে না, তবে যৌথ সহযোগিতায় বরকত নিহিত রয়েছে। বড় বড় দেশ চাঁদা

দ্বারাই পরিচালিত হয়। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে দুনিয়াবী রাজত্ব জোর জবরদস্তি করে ট্যাক্স লাগিয়ে আদায় করে আর এখানে তাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়। চাঁদা দিলে ঈমানের উন্নতি হয়ে থাকে আর এটা ভালবাসা ও নিষ্ঠার কাজ।

সুতরাং হাজার হাজার লোক যারা বয়াত করে তাদেরকে অবশ্যই বলা উচিত যে নিজের উপর যেন কিছু নির্দিষ্ট করে আর এ ব্যাপারে যেন অলসতা না দেখায়। (মলফূযাত, ৩য় খন্ড ৩৬১ পৃঃ)

সামর্থ্য অনুযায়ী খরচের যুগ

আল্লাহ্তাআলা বলেন, যতক্ষণ না তুমি তোমার সবচে' প্রিয় বস্তু মহান সম্মানিত খোদার রাস্তায় খরচ না কর ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি নেকী অর্জন করতে পারবে না।

এ যুগে [মসীহ মাওউদ (আঃ)র যুগে] আমাদের জামাতের লোক সংখ্যা তিন লাখের মত। যদি এক এক পয়সা এ জামাতের সাহায্যে লঙ্গরখানা, মাদ্রাসা এবং অন্যান্য কাজের জন্য দেয় তাহলে লক্ষ লক্ষ টাকা হতে পারে। এক এক ফোটা পানি দ্বারা নদী হয়ে যায় তাহলে কি এক এক পয়সা দ্বারা লক্ষ লক্ষ টাকা হতে পারে না আর জামাতের চাহিদা কি পুরা হতে পারে না?

যদি কোন ব্যক্তি চারটি রুটি খায় আর সেখান থেকে সে অর্ধেক রুটিও যদি বাঁচিয়ে রাখে তাহলেও সে ওয়াদা পূর্ণকারী হতে পারে। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে অধিকাংশ লোককে এখন পর্যন্ত এটা বলা যায়না যে আমাদের জামাতের জন্য কিছু চাঁদার প্রয়োজন। অনেক ব্যক্তি কাঁদতে কাঁদতে বয়াত করে যায়। যদি তাদেরকে চাঁদার কথা বলা যায় তাহলে তারা অবশ্যই চাঁদা দিবে। কিন্তু তাগাদা দেয়া জরুরী। সুতরাং আমি তোমাদের উপস্থিত অনুপস্থিত সবাইকে জোর নসিহত করছি যে, নিজের ভাইদেরকে চাঁদার ব্যাপারে অবগত কর। প্রত্যেক দুর্বল আহমদীকে চাঁদায় অন্তর্ভুক্ত কর। এ সুযোগ হাতে আসার নয়। কত বরকতময় এ যুগ যে কারো কাছে তার জীবন চাওয়া হচ্ছে না আর এ যুগ জীবন দেয়ার নয় বরং কেবল সম্পদ সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ করার যুগ। [মলফূযত, ৩য় খন্ড ৩৬০পৃঃ]

সবকিছু আল্লাহ্তাআলার

মুত্তাকীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে "মিম্মা রাজাকনাহুম ইউনফিকুন" [আমরা যা কিছু তাদের রিযিকরূপে দিয়েছি তা হতে তারা খরচ করে]। এখানে মুত্তাকীর জন্য মিম্মা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা সেই সময়ে সে অন্ধের মত থাকে তাই যা কিছু খোদা তাকে দিয়েছে তা থেকে খোদাকে কিছু দেয়। যদি সে চক্ষুষ্মান হত তাহলে সে দেখত তার নিজের কিছুই নাই। সবকিছু খোদাতাআলারই। এটা একটা পর্দা যা তাকওয়ার জন্য জরুরী। এ অবস্থায় তাকওয়ার শক্তি মুত্তাকীকে খোদার দেয়া সম্পদ হতে কিছু খোদার রাস্তায় দিয়ে দেওয়ায়।

রসূলে করীম (সঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)কে মৃত্যুর সময়ের দিনগুলোতে জিজ্ঞেস করেন ঘরে কিছু আছে, জানা গেল এক দিনার ছিল। তিনি (সঃ) বলেন একটি জিনিস ঘরে রাখার অর্থ হচ্ছে খোদার সাথে সম্পর্ক থেকে দূরে থাকা। রসূল করীম (সঃ) মুত্তাকীর দরজা পার হয়ে চরমত্বে পৌছেছেন এজন্য মিম্মা তাঁর বৈশিষ্ট্যে আসেনি। কেননা সেই ব্যক্তি অন্ধ যে নিজের নিকট কিছু রেখেছে আর খোদাকে কিছু দিয়েছে। কিন্তু তিনি (সঃ) অতুলনীয় মুত্তাকী ছিলেন। কেননা খোদার রাস্তায় দেয়ার জন্য মানুষকে নিজের সাথে যুদ্ধ করতে হয় আর তাই তো সে নিজের নিকট কিছু রাখে আর কিছু খোদাকে দেয়। হ্যাঁ রসূল করীম (সঃ) সব কিছু খোদার রাস্তায় দিয়েছেন আর নিজের নিকট কিছুই রাখেন নি। (মলফূযাত, ১ম খন্ড ১৯পৃঃ)

এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে মানুষ নিজের প্রিয় সম্পদ থেকে আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করে বরং আশ্চর্য তো সেটি যে মানুষ তার সম্পদ থেকে পুরা আলাদা হয়ে যা কিছু তার সেটা খোদার হয়ে যায় এমন কি জীবন পর্যন্ত খোদার রাস্তায় দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। [হাকিকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২ খন্ড ১৩৯-১৪০পৃঃ]

গ্রহণীয় দু'টি দল

আমি দেখি যে যদি লাখ লাখ লোক এ জামাতে প্রবেশ করে আর করতে থাকবে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেবল ২টি দল (খোদার নিকট) গ্রহণীয়।

প্রথম হচ্ছে এ সকল ব্যক্তি যারা আমাকে জেনে নিয়েছে যে আমি খোদার পক্ষ থেকে। অনেক ক্ষতি উঠিয়ে নিজের মাতৃভূমি থেকে হিজরত করে কাদিয়ানে নিজের ঘর বানিয়ে নিয়েছে আর সেই কষ্টকে বরদাশত করেছে যা দেশ ছাড়ার ও আত্মীয় স্বজনদের ত্যাগ করার কষ্ট। এরা হচ্ছে মোহাজেরিনের দল আর আমি জানি খোদাতাআলার নিকট এদের বড় মর্যাদা রয়েছে। কেননা খোদাতাআলার জন্য নিজের দেশকে ছেড়ে দেয় আর নিজের দৈনন্দিন চলার উপকরণকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়া আর নিজের প্রিয় জন্মভূমিকে চির বিদায় দেয়া এটা কোন ছোট বিষয় নয়। গরীব মোহাজেরিনদের জন্য বিজয়। দ্বিতীয় দল হচ্ছে আনসার। যদিও তারা নিজেদের জন্মভূমিতে থাকে কিন্তু প্রতিটি অবস্থায় তাদের হৃদয় আমাদের সাথে থাকে আর তারা সম্পদ দিয়ে শুধু খোদাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সাহায্য করে থাকে।

আমার জ্যোতির্ময় হৃদয় আমাকে সেই সময় সেই দিকে আহ্বান করে। এমন বরকতমন্ডিত কাজের জন্য নিজের নিষ্ঠাবান জামাতকে এ আর্থিক সাহায্যের বদলে জান্নাতের হকদার বানায়। আমি খুব ভাল করে জানি যদি মানুষ বৃথা অজুহাত না দেখায় তাহলে এ সামান্য টাকা তাদের জন্য কোন সমস্যার কারণ নয়। যে কিনা চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা আয় করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ যদি নিষ্ঠাবান হন তাহলে তাদের অলংকার কাজে আসতে পারে। বরং দেখা গেছে যে যখন নেক মহিলাগণ নিজেদের দ্বীনদার স্বামী, ভাই বা পিতার কাছ থেকে এ ধরনের (নেকীর) কথা শুনে তো নিজেদের ঈমানী অবস্থা প্রকাশ পেতে থাকে। অনেক সময় নিজের স্বামীর আকাংখা থেকে অনেক বেশি দান করে থাকে। বরং কতিপয় মহিলা পুরুষদের থেকে অনেক উচু মর্যাদার অধিকরী হয় আর তারা মৃত্যুকে স্মরণ করতে থাকে। তারা খুব ভাল করেই জানে যে যদি কখনো চোর চুরি করে নিয়ে যায় বা অন্য কোনভাবে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে (খোদার রাস্তায়) দেয়া থেকে কি উত্তম হতে পারে? যখন কিনা শীঘ্রই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন হবে আর কেন না অলংকার (আল্লাহ্র রাস্তায়) খরচ করি। (ইশতেহার, ৩য় খন্ড-৩১৬পৃঃ)

আমার বৃক্ষের সবুজ শাখা

আর হে আমার প্রিয়গণ! আমার বৃক্ষের সবুজ শাখা, যারা খোদাতাআলার রহমতে আমার জামাতে প্রবেশ করেছো, নিজের জীবনের আরাম আয়েশ, নিজের ধনসম্পদ এ (খোদার) রাস্তায় উৎসর্গ করছো। আমি জানি যে আমি যা কিছু বলব তা পালন করার ব্যাপারে তোমরা সৌভাগ্য মনে করবে যা যতদূর তোমাদের সামর্থ্য আছে তোমরা অস্বীকার করবে না। কিন্তু আমি এ খেদমতের জন্য নিজের কথা দ্বারা তোমাদের উপর নির্দিষ্টভাবে কিছু ফরয করতে পারি না। কেননা এমনটি যেন না হয় যে তোমাদের খেদমত আমার কথার জন্য হয় বরং (আমি চাই) নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী যেন হয়। (ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খন্ড ৩৩ পৃঃ)

মাওলানা জাফর আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

পঞ্চম খেলাফতের যুগে ঐতিহাসিক আহ্বান এবং ওসীয়্যতের ঐশী নেযামে শামিলের যুগান্তকারী ঘোষণা

২০০৪ সালের ১লা আগষ্ট ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত জলসা সালানায় সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) কর্তৃক প্রদত্ত সমাপনী বক্তব্যের শেষের অংশ।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, শোন! আর মনে রেখো আমার আগমনের মূল উদ্দেশ্য, আমি যাতে এমন একটি জামাত প্রতিষ্ঠা করি যারা শুধু দুনিয়ার প্রতিই নিমগ্ন থাকবে না বরং আখেরাত সম্পর্কেও চিন্তা করবে। মৃত্যুর পর আমাদেরকে আল্লাহতাআলার দরবারে উপস্থিত হতে হবে, তারা এটাও ভাববে, আমাদের আমল যাতে এমন হয় যা উত্তম পরিণতির দিকে নিয়ে যায় আর আল্লাহ্তাআলার দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময় যেন খালি হাতে উপস্থিত না হই। [মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন–আমল সুন্দর করার জন্য দুটি বিষয় মনে রাখবে, আর যদি এভাবে আমল কর তবে আল্লাহতাআলার সন্তুষ্টি অর্জনকারী বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর সেই কথা দু'টি কি? হুকুকুল্লা অর্থাৎ আল্লাহ্র ইবাদত করা, তাঁর একত্ববাদের ঘোষণা করা, নিজের মাঝে তাঁর ভয় জারি রাখা, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টা করা, দ্বিতীয়তঃ তাঁর বান্দার হক আদায় করা এবং সমাজ থেকে যে ফাসাদ দূর করা। এর শেষ ফলাফল এমনই হবে যে, তোমরা আদায়কারী হয়ে যাবে। এভাবে আল্লাহ্তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনকারীতে পরিণত হবে।

হুকুকুল্লাহ্ ও হুকুকুল ইবাদ সম্পর্কে তোমরা শুনেও থাক আর জানও কিন্তু তাঁর প্রাপ্য অনুযায়ী আমল করার তৌফীক তোমাদের হয়না। তাই বলেছেন এর তিনটি পদ্ধতি আছে। এক তো মনে রাখবে, প্রতিটি কাজ করতে চেষ্টা প্রচেষ্টা করতে হয়। দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে সফলতা লাভ করতে পরিশ্রম করতে হয়, দুনিয়াবী পরীক্ষার জন্যেও এক সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত প্রস্তুতি নিতে হয় এরপরেই তোমরা কোথাও সফলতা পেয়ে থাক। আর যদি কোন বিশেষ বিভাগে (যেমন মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি–অনুবাদক) যাওয়ার জন্য কাঙ্খিত নম্বর বা গ্রেড না পাও তবে চেষ্টা থাকে যেন গ্রেডিং-এ মান উন্নয়ন করা যায়। কাজেই স্মরণ রেখ আল্লাহ্তাআলার হুকুম সমূহের উপর চলার জন্যেও তোমাদের চেষ্টা করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ এটাতো আল্লাহ্তাআলার হুকুম আহকামের উপর আমল করার বিষয়, এজন্য শুধুমাত্র তোমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টাতেই এ মর্যাদা অর্জিত হবে না বরং আল্লাহ্তাআলার ফযল ও রহমতের মাধ্যমেই তোমরা এ মর্যাদার অধিকারী হতে পার। আর এ জন্য তোমাদেরকে খোদাতাআলার সামনে ঝুকতে হবে, তাঁর দরবারে আকুতি-মিনতি করতে হবে, তাঁর কাছে দোয়া করতে হবে, আর যখন তোমরা চেষ্টার সাথে সাথে দোয়া করতে থাকবে তখন তোমরা এমন লোকদের দিকে পা বাড়াবে যারা আল্লাহ্তাআলার আহকামের উপর আমলকারী বান্দাগণের শামিল হয়েছে। কিন্তু স্মরণ রেখো, এখানেও শয়তান তোমাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে থাকবে, তোমাদেরকে ফুসলাতে থাকবে। সুতরাং চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও দোয়া করার পাশাপাশি সৎসঙ্গের যে সুফল লাভ করতে চেষ্টা করতে হবে। যারা তোমাদের নেকীর কাজে অনুপ্রেরণা যোগাবে, এমন মজলিসেও লোকদের সাথে উঠা-বসা করার চেষ্টা কর যাতে নেক কাজ করতে পার। এভাবেই তোমরা নেকীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে থাকবে এবং আল্লাহ্তাআলা সন্তুষ্টি অর্জনকারী বান্দা বলে পরিগণিত হবে।

এ বর্ণনাসমূহ যা আমি সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করলাম, তা ১৯০৪ সালের সালানা জলসায় হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং খুব দরদের সাথে তাঁর জামাতকে (আনজাম বিল খায়ের) উত্তম পরিণতির দিকে অগ্রগামী হওয়ার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু ঠিক এক বছর পরে, যেভাবে আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আল্লাহ্তাআলা তাঁকে বললেন–"জামাতকে নেকীর উপর প্রতিষ্ঠিত হতে বল" আর আল্লাহ্তাআলার নৈকট্য পাওয়ার ও আনজাম বিলখায়ের (উত্তম পরিণতি) লাভের জন্য একটি মাধ্যমও রয়েছে যা তোমাদের নেকীর উপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে এবং নিজের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করতে সাহায্য করবে, এর মাধ্যমে আল্লাহ্তাআলার ধর্মের প্রচার-প্রসারের উপকরণও তৈরী হতে থাকবে এবং হুকুকুল ইবাদ আদায় করার উপকরণও তৈরী হতে থাকবে আর সেই মাধ্যমের নাম, "নেযামে ওসীয়্যত"। এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি (আঃ) বলেন, তোমাদের জন্য সুসংবাদ, কেননা নৈকট্য পাওয়ার মাঠ খালি, প্রত্যেক জাতি দুনিয়ার ভালবাসায় ব্যস্ত আর খোদা যে বিষয়ে সন্তুষ্ট হন সে দিকে দুনিয়ার কারো মনোযোগ নেই। যে সকল লোক (আল্লাহ্তাআলার নৈকট্যের) দরজা দিয়ে পূর্ণ উদ্যম সহকারে প্রবেশ করতে চায় তাদের জন্য এটাই সুযোগ যেন তারা নিজেদের সদগুণাবলীসমূহ দেখায় এবং খোদার পক্ষ থেকে এক বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত হয়। (আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, খন্ড ২০ পৃষ্ঠা ৩০৮)

অতঃপর তিনি ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনা জারি করার সময়ই সুসংবাদ দিয়েছিলেন, এ ব্যবস্থাপনা খোদাতাআলার নৈকট্য পাওয়ার মাধ্যম আর এজন্য যদি খোদাতাআলার পক্ষ হতে বিশেষ পুরস্কার পেতে চাও তবে এই ব্যবস্থাপনার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে নাও এবং (খোদাতাআলার নৈকট্যের) দরজা

দিয়ে প্রবেশ কর। এক জায়গায় তিনি (আঃ) বলেছেন দুনিয়ার কাজ কেউ কোন দিন পুরোপুরি করতে পারেওনি পারবেও না। দুনিয়াদার লোকেরা (কখনো) বুঝতে চেষ্টা করেনা যে কেনইবা আমরা দুনিয়াতে এসেছি আর কেনইবা চলে যাব। খোদাতাআলাই যদি (এ বিষয়টি) না বুঝিয়ে থাকেন তবে কে বুঝাবে? দুনিয়ার কাজ করা গুনা না কিন্তু মুমিন সেই ব্যক্তি যে প্রকৃতপক্ষে ধর্মকে প্রাধান্য দেয় এবং সাধারণ মানুষ যেভাবে তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সফলতার জন্য দিন রাত চিন্তামগ্ন থাকে এমনকি মহা ভোগ-বিলাসের মাঝে থেকেও দুনিয়ার) চিন্তায় মত্ত আর এর (দুনিয়ার) অসফলতায় খুব দুঃখিত হয়, ঠিক সেভাবে ধর্মীয় সফলতার চিন্তায় নিজেকে ব্যস্ত রাখে। দুনিয়ার ভালবাসায় মত্ত হওয়া বড়ই ধোকার কাজ যারা দুনিয়ার ভালবাসায় মগ্ন তাদের মৃত্যুর বিষয়ে কোন বিশ্বাস নাই। (মকতুবাতে আহমদীয়া ৪র্থ-৫ম খন্ড চিঠি নম্বর ৯ পৃষ্ঠা ৭২-৭৩)

কতক লোক তো শুধু দুনিয়ার পিছনে ছুটে এবং নফসানি কামনা বাসনার দিকে চেয়ে থাকে কিন্তু আল্লাহ্‌র আহ্বান অনুযায়ী চলতে এবং ধর্মীয় বিষয়াদি সম্পর্কে কোন চিন্তাই করে না। তিনি (প্রকৃতপক্ষে এখানে এটাই) বুঝাতে চেয়েছেন যে, মৃত্যুর জন্যও যে একটা সময় নির্ধারিত আছে মানুষ তা ভুলে যায়। এজন্য আন্‌জাম বিল খায়ের (উত্তম পরিণতি প্রাপ্ত) হওয়া এবং আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টি লাভের দিকে ভ্রুক্ষেপই করে না।

এক স্থানে তিনি (আঃ) বলেছেন– তোমাদেরকেও পারস্পরিক সহমর্মিতা ও নিজেদের আত্মার পবিত্রতা অর্জনের শক্তি রহুল কুদ্দুস হতে নেওয়া উচিৎ কেননা রুহুল কুদ্দুসের অংশীদারিত্ব ছাড়া প্রকৃত তাকওয়া অর্জন সম্ভব না, প্রবৃত্তির বাসনাসমূহকে পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে খোদার সন্তুষ্টির সে রাস্তায় চলো, যে পথ অপেক্ষা অধিকতর সংকীর্ণ পথ আর নাই। দুনিয়ার ভোগ বিলাসের প্রেমিক হয়ো না, এটা খোদার (নৈকট্য) হতে দূরে সরিয়ে দেয়। খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কঠোর জীবনযাপন কর। যে দুঃখে খোদা সন্তুষ্ট হন, ঐ পরিতৃপ্তি পাওয়ার চেয়ে উত্তম যার কারণে খোদা অসন্তুষ্ট হন আর যে পরাজয়ে খোদা সন্তুষ্ট হন তা ঐ বিজয় হতে উত্তম যা খোদাতাআলাকে রাগান্বিত করে। সেই ভালবাসাকে ত্যাগ কর যা খোদাতাআলার গযবের (ক্রোধের) নিকটবর্তী করে। যদি তোমরা স্বচ্ছ হৃদয়ে তাঁর দিকে আস তবে তিনি তোমাদেরকে সকল পথে সাহায্য করবেন আর শত্রু তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। কিছুতেই তোমরা খোদাতাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পার না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের নিজেদের সন্তুষ্টি, নিজেদের সুখ- শান্তি নিজেদের মান সম্মান, ধন সম্পদ ও জীবনকে উৎসর্গ করে তাঁর পথে এমন কষ্ট বরণ করে নাও, যা তোমাদের সামনে মৃত্যুর দৃশ্য উপস্থাপন করে। কিন্তু যদি তোমরা এ কষ্টকে বরণ করে নাও তবে এক প্রিয় শিশুর মতো খোদার কোলে স্থান পাবে। তোমরা সেই নেক ব্যক্তিগণের উত্তরাধিকারী বলে বিবেচিত হবে যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে। সকল প্রকারের নেয়ামতের দরজা তোমাদের জন্য খুলে দেয়া হবে কিন্তু এমন লোক খুব অল্পই হয়। খোদা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, তাকওয়া এক এক গাছ বিশেষ যা হৃদয়ে রোপন করা উচিত। সেই পানি যার মাধ্যমে তাকওয়া লালিতপালিত হয়, সমগ্র বাগানকে সিক্ত করে। তাকওয়া এমন এক মূল যদি এটা না থাকে তবে সবই বথা আর যদি এটা বজায় থাকে তবে সব কিছু বজায় থাকে। মানুষের সেই বৃথা আশফালনে কি লাভ যাতে শুধু মৌখিকভাবে খোদা অন্বেষণের দাবী করে, কিন্তু সত্যের উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকে না? শোন আমি সত্য সত্য বলছি সে ব্যক্তি ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত, যে ধর্মের সাথে দুনিয়ার সংমিশ্রণ ঘটায়। সেই আত্মা জাহান্নামের অতি নিকটে যার সকল ইচ্ছা-আকাঙ্খা একমাত্র খোদাতাআলার জন্য নয় বরং কিছুটা খোদার জন্য আর কিছুটা দুনিয়ার জন্য। সুতরাং যদি তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে বিন্দু মাত্রও দুনিয়ার সংমিশ্রণ রাখ তবে তোমাদের সকল ইবাদত বৃথা। এমতাবস্থায় খোদার অনুবর্তিতা কর না বরং শয়তানের অনুবর্তিতা করে থাক। তোমরা কখনো এমন আশা কর না যে, এ অবস্থাতেও খোদা তোমাদের সাহায্য করবেন বরং এমতাবস্থায় তোমরা তো জমিনের কীট মাত্র আর অল্প দিনেই তোমরা এমনভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে যেভাবে কীট পতঙ্গ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। খোদাতাআলা তোমাদের সাহায্যকারী হবেন না বরং তোমাদের ধ্বংস করেই খোদা খুশি হবেন। কিন্তু যদি তোমরা তোমাদের প্রবৃত্তির কামনা বাসনার ক্ষেত্রে প্রকৃতই মৃত্যুকে বরণ করে নাও তবে তোমরা খোদার মাঝে প্রকাশিত হবে এবং খোদা তোমাদের সাথী হবেন। আর সেই ঘর কল্যাণমন্ডিত হবে যে ঘরে তোমরা থাকবে, সেই দরজাসমূহে খোদার রহমত বর্ষিত হবে যা তোমাদের ঘরের দরজা হবে। সেই শহর কল্যাণমন্ডিত হবে যে শহরে এমন লোক বাস করবে। যদি তোমাদের জীবন মরণ, তোমাদের সকল চাল-চলন নমনীয়তা, কঠোরতা শুধু মাত্র খোদার জন্য হয়ে যায় এবং সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদের সময়, তোমরা খোদাকে পরীক্ষা না কর এবং তাঁর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ না কর বরং সামনে অগ্রসর হও তবে আমি সত্যসত্য বলছি, তোমরা খোদাতাআলার এক বিশেষ জাতিতে পরিণত হবে। আমি যেভাবে একজন মানুষ সেভাবে তোমরাও মানুষ আর তিনিই আমার খোদা যিনি তোমাদের (খোদা), সুতরাং পবিত্র শক্তিসমূহ নষ্ট করো না। যদি তোমরা পুরোপুরি খোদাতাআলার দিকে ঝুকে যাও, তবে দেখ, খোদার ইচ্ছানুযায়ী তোমাদেরকে বলছি, তোমরা খোদাতাআলার একটি জাতিতে পরিণত হবে। খোদার মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বকে নিজেদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত কর। তাঁর তৌহিদ (একত্ব)কে শুধু মৌখিকভাবে স্বীকার করো না বরং ব্যবহারিক জীবনেও এর প্রকাশ কর যাতে খোদাও কার্যতঃ তোমাদের উপর তাঁর দয়া ও অনুগ্রহরাজি প্রকাশিত করেন। প্রতিহিংসা পরায়ণতা হতে বিরত থাকার এবং মানবজাতির সাথে অকৃত্রিম সহানুভূতির ব্যবহার করবে। তোমরা নেকীর সকল পকে অবলম্বন কর, বলা যায় না কোন পথে তোমরা তাঁর নিকট গৃহীত হবে। (আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন ২০৩তম খন্ড, ৩০৭-৩০৮ পৃষ্ঠা)

সুতরাং তিনি (আঃ) যখন নেযামে ওসীয়্যত জারি করেন তখন তাঁর এই এরশাদ (দিকনির্দেশনা) ছিল

এক হাদীসে এসেছে, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার মূল্য

এমন যে, তোমাদের কেউ যেন তার আঙ্গুল সমুদ্রে ডুবিয়ে তুলে এনে দেখে তাতে (আঙ্গুলে) কতটুকু পানি রয়েছে। (তিরমিযী, কিতাবুয যুহদ)

সুতরাং যখন দুনিয়ার এতটুকুও মূল্য নাই তখন খোদাতাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমাদের কতটুকু সচেষ্ট হওয়া উচিত, যা হতে আমরা পিছনে পরে আছি, ওটার (অর্থাৎ দুনিয়ার) তো কোন মূল্যই নেই আর যা প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সে দিকে কোন মনোযোগ নেই। একমাত্র আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টিই আন্‌জাম বিলখায়ের-এর দিকে নিয়ে যেতে পারে।

এরপর হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আঃ) আল ওসীয়্যত পুস্তকে এ বলেছেন "খোদা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, যেন আমি আমার জামাতকে অবগত করি যে, যারা ঈমান এনেছে, এমন ঈমান যার সাথে দুনিয়ার কোন সংমিশ্রণ নেই এবং সেই ঈমান কপটতা অথবা ভীরুতা পূর্ণও নয়, এমন ঈমান যা আনুগত্যের কোন স্তর হতে বঞ্চিতও নয়, এমন লোক খোদার নিকট পছন্দনীয়, তাদের পদক্ষেপই সত্যনিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত। (আল ওসীয়্যত; রূহানী খাযায়েন ২০তম খন্ড, ৩০৯ পৃষ্ঠা)

সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এ আদেশ নামা অনুযায়ী, তাঁর দিকনির্দেশনা শুনে, তাঁর আকাঙ্খাসমূহ দেখে যে ব্যক্তি নিজের মাঝে পরিবর্তন সাধন করে না, তিনি বলেছেন, তার মাঝে কপটতা (মুনাফেকাত) রয়েছে। যে (ব্যক্তি) বলে এক, করে আর এক। যদি (কেউ) পূর্ণ এতায়াতগুযার (আনুগত্যপরায়ণ) ও সকল বিষয় মান্যকারী হয় তবে সে-ই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র দিকে সত্যনিষ্ঠ পদচারণাকারী এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের সব কিছু পরিত্যাগকারী বলে বিবেচিত হবে।

অতঃপর এ পুস্তকে-ই তিনি (আঃ) আল্লাহ্‌তাআলার কাছ থেকে অবগত হয়ে খোদার প্রিয় পাত্র ও পরিপূর্ণ ঈমানদার লোকদের সম্পর্কে বলেছেন, এঁরা প্রকৃতপক্ষে বেহেশ্‌তী লোক হবেন।

১৯০৫ সালে যখন ওসীয়্যতের নেযাম (অর্থৎ ওসীয়্যত পদ্ধতি) চালু করেন তখন তিনি (আঃ)-এ পুস্তকটি লিখেছিলেন। তিনি (আঃ) এ পুস্তক লেখার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, "খোদাতাআলা আমাকে বলেছেন, আমার মৃত্যু নিকটবর্তী আর এখন এক তো খিলাফত পদ্ধতি চালু হবে, যারা আমার পরে আমার কাজসমূহের পূর্ণতা দান করবেন এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে, এ সিলসিলাকে চালানোর (একনিষ্ঠ) সদস্য তৈরী হতে থাকবে যাদের উল্লেখ প্রথমেই করা হয়েছে, যারা আত্মিকভাবে (রূহানী)ও উচ্চ মর্যদায় অধিষ্ঠিত হবেন এবং ধনসম্পদ কুরবানীর ক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ মানদন্ডে পৌঁছবেন। যারা এমন মুখলেসীন হবেন তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্য আল্লাহ্‌তাআলা তাদেরকে বেহেশ্‌তী বলে উল্লেখ করছেন আর এ কারণেই তাঁদের জন্য আলাদা এক কবরস্থানও হবে যেখানে তারা দাফন হবেন। এজন্যই কার্যতঃ বেহেশ্‌তী মাকবেরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সুতরাং এটি সেই নেযাম (পদ্ধতি) যা এ যুগে খোদাতাআলার নৈকট্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দানকারী নেযাম। এটা সেই নেযাম যা একমাত্র ধর্মের জন্য (নিজেদের প্রিয় বস্তুগুলো) কুরবানীকারী জামাতের নেযাম, এ জামাত যারা দুঃখী মানবজাতির সাহায্য করে। সুতরাং এ সব কথা শুনে প্রত্যেক আহমদী গভীরভাবে চিন্তা করুন, এবং দেখুন কতটা উদগ্রীব হয়ে ও কতটা সচেষ্ট হয়ে এ নিযামের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। কতক লোক বলে থাকেন, আমাদের নেকী সেই উচ্চতায় পৌঁছতে পারে না যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মানদন্ডের শর্তসমূহ পূর্ণ করতে পারে। সুতরাং সেই ব্যক্তি শুনে নিক, যদি নেক নিয়্যতে এতে শামিল হওয়া যায় তবে এ নিযাম এমন একটি নিযাম যা (মানব স্বভাবে অভাবনীয়) পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখে। আর এই অন্তর্ভুক্তির পর, তিনি (আঃ) যেভাবে বলেছেন, নিজের মাঝে তুলনামূলকভাবে ভালো হওয়ার চেষ্টাও যদি থাকে, তবে তার এ নিযামের বরকতে, যে রূহানী পরিবর্তন এক বছরে হতো তা একদিনে এবং একদিনের (পরিবর্তন) এক ঘন্টায় হবে। সুতরাং নিজের সংশোধনের জন্যে হলেও আহমদীদেরকে এই নিযামে শামিল হওয়া উচিত। এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর এ নিযামে অন্তর্ভুক্ত হওয়া ব্যক্তিগণের জন্য যে সকল দোয়া করে গেছেন সেগুলো হতে অংশ নেওয়া উচিত।

তিনি (আঃ) ১৯০৫ সালে বলেছেন– "আমাকে একটি জায়গা দেখিয়ে বলা হয়েছে, এটা তোমার কবরের জায়গা। আমি এক ফিরিশ্‌তাকে দেখলাম জমি যা মাপছে, তখন সে এক স্থানে পৌঁছে আমাকে বলল, এটা তোমার কবরের জায়গা, অতঃপর এক স্থানে আমাকে একটি কবর দেখানো হল যার (জমি) রূপার চাইতেও বেশি চমকাচ্ছিল এবং সেটার সমস্ত মাটি রূপার ছিল, তখন আমাকে বলা হল এটি তোমার কবর। আরো একটি জায়গা দেখানো হয়েছে এর নাম রাখা হয়েছে "বেহেশ্‌তী মাকবেরা" এবং প্রকাশ করা হয়েছে এটা জামাতের ঐ সকল মনোনীত ব্যক্তিগণের কবরস্থান যাঁরা বেহেশ্‌তী"।

অতঃপর বলেছেন–আমি দোয়া করছি যেন খোদা এতে বরকত দান করেন এবং একেই বেহেশতী মাকবেরা বানান। এ জামাতের পবিত্র আত্মা লোকদের জন্য যেন নিদ্রাস্থল হয়, যারা প্রকৃতই ধর্মকে দুনিয়ার সকল বিষয়ের উপর স্থান দিয়েছেন। দুনিয়ার ভালবাসা ছেড়ে দিয়েছেন, একমাত্র খোদার হয়ে গেছেন, নিজের মাঝে এক পবিত্র পরিবর্তন সাধন করেছেন এবং রসূল করীম (সঃ)-এর সাহাবাগণের মত বিশ্বস্ততা ও সত্য নিষ্ঠার আদর্শ স্থাপন করেছেন। আমীন।

আবার আমি দোয়া করছি হে আমার সর্ব শক্তিমান খোদা, এ জমিকে আমার জামাতের ঐ সকল পবিত্র আত্মাসমূহের কবর বানিয়ে দাও যারা প্রকৃতপক্ষেই তোমার হয়ে গেছেন এবং যাদের কার্যক্রমে পার্থিব স্বার্থের কোন সংমিশ্রণ নেই। আমীন।

আবার বলেছেন, আমি আবারও দোয়া করছি হে আমার সর্বশক্তিমান, দয়ালু! হে আমার ক্ষমাশীল ও দয়াময় খোদা! তুমি শুধু সেই লোকদের এ জায়গায় সমাহিত কর যারা তোমার এ প্রেরিতের উপর সত্যিকার ঈমান রাখে এবং কোন কপটতা, স্বার্থপরতা ও মন্দ ধারনা নিজের মাঝে পোষণ করে না। ঈমান ও আনুবির্ততার দাবিসমূহ পূরণ করে। তোমারই জন্য ও তোমারই পথে

আন্তরিকতার সাথে জীবন উৎসর্গ করে রেখেছেন। যাদের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট, এবং যাদের সম্পর্কে তুমি জান যে, এরা পুরোপরি তোমার ভালবাসায় বিভোর আর তোমার প্রেরিত সত্ত্বার সাথে বিশ্বস্ততা পূর্ণ শিষ্টাচার, অকপট ঈমানের সাথে প্রেম ও আন্তরিকতার সর্বোচ্চ সম্পর্ক রাখেন। (আমীন)

আবার বলেন–সুতরাং যেহেতু এ কবরস্থান সম্পর্কে আমি খুব বড় ধরনের সুসংবাদ পেয়েছি আর খোদা শুধু এটাই বলেননি যে, এটা বেহেশ্‌তী মাকবেরা বরং এটাও বলেছেন যে সকল প্রকার রহমত এ কবরস্থানে অবতীর্ণ করা হবে এবং এমন কোন রহমত নাই যা হতে এ কবরবাসীগণ অংশ পাবে না। এজন্য খোদা গোপন বাণীর মাধ্যমে আমার হৃদয়/মনোযোগকে এদিকে আকৃষ্ট করেছেন যে, এমন কবরস্থানের জন্য এমন শর্তসমূহ আরোপ করা হোক যাতে করে শুধু তারাই এতে স্থান করে নিতে পারে যারা তাদের সততা ও পূর্ণ নেকীর কারণে এ শর্তসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত হবেন। সুতরাং সেই শর্ত সংখ্যা হচ্ছে তিনটি, আর সবাইকে এগুলো পূর্ণ করতে হবে/পালন করতে হবে। প্রথম শর্ত হচ্ছে–যারা এ কবরস্থানে সমাহিত হতে চান তাদের প্রত্যেককে তাঁর যোগ্যতা অনুযায়ী এর (বিভিন্ন) খরচাদির জন্য চাঁদা দেবেন এবং এ চাঁদা শুধু সে সব লোকদের নিকট থেকেই নেয়া হবে (যারা এ কবরস্থানে সমাহিত হওয়ার বাসনা রাখেন) অন্যদের কাছে নয়। বিভিন্ন সময়ে জমা হওয়া চাঁদার টাকা হতে আল্লাহ্‌তাআলার পয়গাম ও একত্ববাদের প্রকাশ ও প্রচারের জন্য প্রয়োজনমতে খরচ করবে। দ্বিতীয়ত শর্ত–সমগ্র জামাতের শুধু সেই ব্যক্তিই এ কবরস্থানে সমাহিত হবেন, যিনি এই বলে ওসীয়্যত করবেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত সম্পত্তির এক দশামাংশ এ সিলসিলার দিকনির্দেশনা অনুযায়ী ইসলাম ও কুরআনের হুকুমসমূহের প্রচার ও প্রসারের জন্য ব্যয় হবে। প্রত্যেক সত্যবাদী পূর্ণ ঈমানদার তাঁর ওসীয়্যতে এর চাইতে বেশি লিখে দিতে পারবে কিন্তু এর কম হবে না।

মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন–"খোদাতাআলার অঙ্গীকার রয়েছে যে, তিনি এ সিলসিলাহ্ (জামাত)কে উন্নতি দিবেন। এ কারণে আশা করা যায় ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য এমন অনেক সম্পদ একত্রিত হবে। প্রত্যেক এমন বিষয় যা ইসলামের প্রচারের উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কিন্তু যে সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনার সময় এখনও আসেনি, সে সব বিষয়াদিতে ঐ অর্থ খরচ করবে।

এখন এমন সময় (যুগ) আসছে যখন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যে সব বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছিলেন ঐসব বিষয় ছাড়াও এমন সব বিষয় প্রকাশিত হওয়া শুরু করেছে যার মাধ্যমে বুঝা যাচ্ছে কোথায় কোথায় বেশি খরচ করতে হবে। কেননা যেভাবে তিনি (আঃ) বলেছিলেন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের সাথে সাথে মানব সেবার জন্যও খরচ হতে পারে। তিনি (আঃ) বলেছেন–তোমরা এমন মনে করো না যে, এটা কেবল কল্পনাতীত কথা বরং এটা ঐ কাদির খোদার ইচ্ছা যিনি আকাশ ও জমিনের বাদশাহ। এত সম্পদ কোথায় থেকে আসবে এবং এমন জামাত (দল) কিভাবে সৃষ্টি হবে যারা ঈমানের উদ্দীপনায় এমন বীরত্বের কাজ করে দেখাবে, এ ব্যাপার নিয়ে আমার কোন দুঃচিন্তা নেই।

অতএব, হযরত আকদাস (আঃ) নিজের (সাথে খোদার ওয়াদার–অনুবাদক)উপর এমন পূর্ণ ভরসা রাখতেন যে, হ্যাঁ এমন জামাত সৃষ্টি হবে এবং অবশ্যই সৃষ্টি হবে, যারা এমন বীরত্ব পূর্ণ কাজ করে দেখাবেন যারা জোশ ও উদ্দীপনার সাথে এ নেযামের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং কুরবানীর (উন্নত) দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট হবেন।

এরপর তিনি (আঃ) বলেছেন–তৃতীয় শর্ত হচ্ছে, যারা এ কবরস্থানে সমাহিত হবেন তাঁরা মুত্তাকী হবেন, সকল প্রকার হারাম বিষয় হতে আত্মরক্ষা করবেন, কোন প্রকার শিরক ও বেদাআতের কাজ করবেন না। তাঁরা খাঁটি ও পরিচ্ছন্ন মুসলমান হবেন।"

আর চতুর্থ শর্ত–আসলে এটা একটা টীম, আর তা হচ্ছে প্রত্যক এমন সালেহ্ ব্যক্তি যার কোন সম্পত্তি নেই, কোন আর্থিক সাহায্য সহযোগীতাও করতে পারবে না, এমন লোকদের ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা তাদের জীবন ধর্মের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন এবং সালেহ্ ছিলেন তবে তাঁরা এ কবরস্থানে সমাহিত হতে পারবেন। (রিসালা আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খন্ড, ৩১৬-৩২০ পৃষ্ঠা)

ইনশাআল্লাহ্ ২০০৫ সালে এ নিযাম প্রতিষ্ঠার ১০০ (একশত) বছর পূর্ণ হবে। আমি প্রথমেই বর্ণনা করেছি তিনি (আঃ) ১৯০৫ সালে এ (নেযাম) চালু করেছিলেন কিন্তু হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আঃ) যেভাবে এ নেযামে শামিল হওয়া ব্যক্তিবর্গদের বিভিন্ন স্থানে সুসংবাদ দিয়েছেন, তাঁর জামাতের প্রতি সুধারণা পোষণ করেছেন যে, মুমিনদের একটি দল হতে থাকবে এবং অবশ্যই হতে থাকবে, যারা আল্লাহ্‌তাআলার জন্য নিজেদের (সম্পদ হতে) বেশি বেশি মালী কুরবানী পেশ করবে। আর আধ্যাত্মিকতাতে উন্নতি করতে থাকবে কিন্তু যে গতিতে জামাতের লোকদের এ নিযামে অর্ন্তভুক্ত হওয়া উচিত ছিল সেভাবে হচ্ছে না। যার কারণে আমাকে ভাবনায় পরতে হয়েছে। চিন্তা করে দেখলাম আপনারাও যদি এ সংখ্যা ও পরিসংখ্যান দেখেন তবে আপনারাও পেরেশান ও অস্থির হয়ে যাবেন। আজ নিরান্নব্বই বছর পূর্ণ হওয়ার কাছাকাছি হলেও এর সংখ্যাও পরিসংখ্যান হচ্ছে–১৯০৫ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মাত্র ৩৮,০০০ (আটত্রিশ) হাজারের কাছাকাছি আহমদী ওসীয়্যত করছেন। আগামী বছর ইনশাআল্লাহ্ নেযামে ওসীয়্যত প্রতিষ্ঠার ১০০ (একশত) বছর পূর্ণ হবে। আমার ইচ্ছা এবং আমি এ তাহরীক (ঘোষণা) করতে চাই যে, আপনারা আপনাদের নিজের জীবনকে পবিত্র করতে, নিজেদের বংশধরদের জীবনকে পবিত্র করতে এ ঐশী নিযামে শামিল হয়ে যান। এগিয়ে আসুন এবং এ এক বছরে কমপক্ষে (১৫০০০) পনের হাজার নতুন ওসীয়্যতকারী হয়ে যান, যাতে আমরা বলতে পারি, শত বছরে কমপক্ষে (৫০,০০০) পঞ্চাশ হাজার ওসীয়্যতকারী হয়েছেন। ফলে এমন মুমিন বেরিয়ে আসুক যাতে করে বলা যায়, তাঁরা খোদার মসীহের ডাকে সাড়া দিয়ে (লাব্বায়িক) বলে কুরবানীর সর্বোচ্চ মানদন্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

উপরোন্ত অনেক লোকের কাছ থেকে এ প্রস্তাব আসছে যে, ২০০৮ সালে খেলাফতেরও শতবার্ষিকী পূর্ণ হতে যাচ্ছে,

তখন খেলাফতের শতবার্ষিকী জুবিলী পালন করা দরকার, তো যাইহোক এর জন্য তো একটি কমিটি কাজ করছে তাঁরা কি করছেন রিপোর্ট দিলে বুঝা যাবে। কিন্তু আমার আকাঙ্খা ২০০৮ সালে খেলাফত প্রতিষ্ঠার শত বছর হবে ইনশাআল্লাহ্। তখন পৃথিবীর প্রত্যেক জামাতে উপার্জনশীল লোকদের মধ্য থেকে যে সংখ্যক চাঁদাদাতা সদস্য রয়েছে তাদের মধ্যে থেকে কমপক্ষে পঞ্চাশ শতাংশ লোক এমন হবে যারা হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর আযিমুশ্শান (মহান) নিযামে শামিল হয়ে যাবে। এবং আধ্যাত্মিকতায় অগ্রগামী হবে ও কুরবানীর এ সর্বোচ্চ মানদন্ড প্রতিষ্ঠকারী হবে। আর এটাও জামাতের পক্ষ থেকে আল্লাহ্তাআলার দরবারে ক্ষুদ্রতর উপহার হবে যা জামাত খেলাফতের শতবর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে শুকরিয়া স্বরূপ উপস্থাপন করবে। হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন এতে এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত যারা উত্তম পরিণতির আকাঙ্খা এবং ইবাদতগুযার হবে। যেভাবে প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে, এজন্য খোদ্দামুল আহমদীয়া, আনসারুল্লাহ-এর যারা সফেদওম, এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্-এর সদস্যাদের বেশি বেশি অংশ নিতে হবে। কেননা সত্তর-পচাত্তর বছর বয়সে, যখন কিনা এক পা কবরে আরেক পা বাইরে এমতাবস্থায় ওসীয়্যত করা তো উৎছিষ্ট জিনিস দেয়ার মত। আশাকরি আহমদী যুবক এবং যুবতীরাও এ বিষয়ে তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। আর এর সাথে সাথে বিশেষ করে আমি মহিলাদের বলছি আপনাদের নিজেদের সাথে নিজেদের স্বামী সন্তানদেরকেও এমন আযীমুশ্শান ইনকিলাবী নিযাম (অর্থাৎ অভুত্থানকারী নেযামে)-এ শামিল করার চেষ্টা করুন। দুনিয়াবী দৃষ্টিকোন থেকেও যদি এ নিযামের সুরত অনুমান করতে হয় তবে আজ হতে সত্তর বছর পূর্বে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) জলসার সময় একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন যা পরে "নিযামে নও" নামে পুস্তক আকারে ছাপা হয়, সেটা পড়লে অনুমান করা যাবে। আজ-কাল পৃথিবীর নেতাগণ এবং বিভিন্ন নিযামের পক্ষ হতে যে (নারা) বুলি আওড়ানো হচ্ছে সেগুলোর সব ফাঁকা বুলি। এ যুগে যদি কোন যুগান্তকারী নিযাম থেকে থাকে যা দুনিয়ার জন্য শান্তির কারণ হতে পারে, যা আত্মার জন্য শান্তির কারণ হতে পারে, যা মানবতার খেদমতের প্রকৃত দাবী করতে পারে, তবে তা হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক উত্থাপিত নিযামে ওসীয়্যত-ই। যারা এ নিযামের মর্যাদা দিবে না তাদেরকে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) সতর্কবাণীও শুনিয়েছেন এবং অনেক ভয়ও দেখিয়েছেন।

মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন–নিঃসন্দেহে তিনি (আল্লাহ) ইচ্ছা পোষণ করেছেন যাতে তিনি এ নিযামের মাধ্যমে মুনাফেক ও মুমিনদের পৃথক করেন। আমরা নিজেরাও অনুভব করছি, যে সকল লোক এ ঐশী নিযাম সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরেই কোন প্রকার দ্বিধা না করে চিন্তিত না হয়ে সমস্ত সম্পত্তির দশের এক অংশ আল্লাহ্র পথে দিয়ে দেন বরং এ চেয়েও বেশি উৎসাহ দেখিয়ে থাকেন তারা তাদের বিশ্বস্ততার চরম উৎর্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। আল্লাহ্তাআলা বলেন ..... লোকেরা কি মনে করেছে, আমরা ঈমান এনেছি এ কথা বললেই আমরা সন্তুষ্ট হব আর তাদের কোন পরীক্ষা করা হবে না? (আনকাবূত ঃ ২-৩) এ পরীক্ষা তো কিছুই না। সাহাবাগণের (রাঃ)- পরীক্ষা তো জীবন চাওয়ার মাধ্যমে করা হয়েছিল আর তাঁরা তাদের মাথা খোদার পথে রেখে দিয়ে দিয়েছিলেন। তবে এমন ধারণা করা যে, এ কবরস্থানে সর্বসাধারণকে কবর দেয়ার সাধারণ অনুমতি দেয়া হয় না,কতদূর বাস্তবতার কথা। যদি এটাই যুক্তি হয়ে থাকে তবে খোদাতাআলা কেন প্রত্যেক যুগে পরীক্ষা ব্যবস্থা রেখেছিলেন? প্রত্যেক যুগেই তিনি চেয়েছিলেন যেন অপবিত্রআত্মা ও পবিত্রআত্মাগুলোকে পৃথক করে দেখান, এজন্য তিনি এবারও এরূপ করেছেন।"

(আল ওসীয়্যত রূহানী খাযায়েন, ২০তম খন্ড, ৩২৭-৩২৮ পৃষ্ঠা)

তিনি (আঃ) আরো বলেছেন–"এটাও স্মরণ রাখতে হবে, বিপদের দিন আসন্ন আর এক ভয়াবহ ভূমিকম্প সন্নিকটে যা পৃথিবীকে ওলট পালট করে দিবে, সুতরাং যিনি এ আযাব দেয়ার আগেই নিজেকে দুনিয়ার প্রেম হতে বিমুখী প্রমাণ করবেন এবং এটাও প্রমাণ করে দিবেন যে, কিভাবে তাঁরা আমার আদেশ পালন করেছে, এমন লোকেরাই খোদার দৃষ্টিতে প্রকৃত মুমিন এবং তাঁর দরবারে তাঁরা অগ্রগামী ও শীর্ষস্থানীয় বলে লিখিত হবেন। আর আমি সত্য সত্য বলছি সে সময় সন্নিকটে যখন এক মুনাফেক যে কিনা দুনিয়ার ভালবাসায় এই অধমকে উপেক্ষা করেছিল, সে-ই এ আযাব এলে আফসোস করে বলবে হায়! যদি আমি আমার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আল্লাহ্র রাস্তায় দিয়ে দিয়েও এ আযাব থেকে রক্ষা পেতাম। স্মরণ রেখো! এ আযাব প্রত্যক্ষ করার পর ঈমান আনা নিষ্ফল হবে আর সদকা-খয়রাত একদম বৃথা হবে। দেখ! আমি তোমাদেরকে অতি নিকটবর্তী আযাব সম্পর্কে খবর দিচ্ছি। (তাই) নিজের জন্য সেই পাথেয় অতি সত্বর জমা কর যা কাজে আসবে। আমি তোমাদের কাছ থেকে সম্পদ নিয়ে করায়ত্ব করে রাখতে চাই না বরং তোমরা তোমাদের সম্পদ ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য এক আঞ্জুমানের কাছে অর্পন করবে এবং জান্নাতী জীবন লাভ করবে। অনেকে এমনও হবে যারা দুনিয়ার প্রেমে মত্ত হয়ে আমার এ আদেশকে উপেক্ষা করবে কিন্তু অতি শীঘ্রই (তাদেরকে) দুনিয়া থেকে পৃথক করা হবে তখন (তারা) শেষ মুহূর্তে বলবে–এতো তাই যার ওয়াদা রহমান খোদা করেছিলেন। (সূরা ইয়াসিন-৫৩) (রিসালাহ্ আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন ২০তম খন্ড, ৩২৮-৩২৯ পৃষ্ঠা)

সুতরাং, গভীরভাবে চিন্তা করুন, ভাবুন! যতটুকু অলসতা, লোকসান হয়ে গেছে এ জন্য এস্তেগফার করতে করতে এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ডাকে লাব্বায়েক (আমি হাজির) বলতে বলতে দ্রুত থেকে দ্রুত এ নেযামে ওসীয়্যত-এ শামিল হয়ে যান। আপনারা নিজেরাও বাঁচুন এবং আপনাদের বংশধরদেরকেও বাঁচান আর আল্লাহ্তাআলার ফযলেরও ভাগীদার হোন। আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে এর তৌফীক দান করুন।(আমীন)

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল ৩.১০ ডিসেম্বর ২০০৪ইং)

অনুবাদ– মাওলানা আক্রামুল ইসলাম

১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বাগান সংলগ্ন স্থানে হযরত মাওলানা আব্দুল করীম সিয়ালকোটি সাহেবের দাফনের মাধ্যমে বেহেশ্‌তী মাকবেরার আরম্ভ হয়।

বেহেশ্‌তী মাকবেরা কাদিয়ান ও রাবওয়া এবং মুসীয়ানদের সম্বন্ধে কিছু জরুরী তথ্য

দেশ বিভাগের পরে ১৯৪৯ সালে রাবওয়াতে বেহেশ্‌তী মাকবেরা কায়েম হয়। দুনিয়ার কয়েকটি দেশে মুসীয়ানদের কবরস্থান তৈরী হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ১৯০৫ সনে ওসীয়্যতের ব্যবস্থাপনা চালু করেন। এর বিবরণ তাঁর আল ওসীয়্যত পুস্তকে বর্ণনা করা হয়েছে। এ ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য পৃথক কবরস্থান স্থাপন করা হয়। আল্লাহ্‌তাআলা এজন্য তাঁকে সুসংবাদ দান করেন। কাদিয়ান ও রাবওয়ার বেহেশ্‌তী মাকবেরা এবং মুসীয়ানদের কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য ও বর্ণনা নীচে দেয়া হলো।

বেহেশ্‌তী মাকবেরাতে প্রথম সমাধি

হযরত মাওলানা আব্দুল করিম সিয়ালকোটি ১৯০৫ সালের ১১ই অক্টোবর ৪৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। হযরত আকদাসের আদেশে ১২ অক্টোবর তাঁর লাশ সিন্ধুকে আমানত হিসেবে দাফন করা হয়। কারণ আল্লাহ্‌তাআলার আদেশ ও হুযূরের ইচ্ছা ছিল বেহেশ্‌তী মাকবেরার স্থাপন করা। আর হুযূর সবার আগে হযরত মৌলভী সাহেবকে এ কবরস্থানে দাফন করতে চান। সে বছর জলসা সালানায় যখন সকল বন্ধুরা বাইরের জামাত থেকে এখানে আসেন তখন ২৭শে ডিসেম্বর ১৯০৫ তারিখে হযরত আকদস (আঃ) জানাযার নামায পড়ান। আর বেহেশ্‌তী মাকবেরাতে দাফন করা হয়। এভাবে হযরত মাওলানা আব্দুল করিম সাহেব সিয়ালকোটির পবিত্র অস্তিত্বের দ্বারা বেহেশ্‌তী মাকবেরা আরম্ভ হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হযরত মৌলভী সাহেবের কবর ফলকের জন্য একটি বেদনাপূর্ণ শোকগাথা লেখেন যা তাঁর পবিত্র মাজারের প্লেটে এখনও পর্যন্ত খোদাই করা আছে।

সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া কাদিয়ান এর ট্রাষ্ট বোর্ড (মজলিস মোতামেদীন) গঠন

সৈয়্যদনা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আল ওসীয়্যত পুস্তক লেখার পর সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া কাদিয়ানের জন্য ট্রাষ্টী বোর্ড (মজলিসে মোতামেদীন) গঠন করেন। এ মজলিসের প্রথম সভা ১৯০৬ সালের ২৯ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়। এ সভার কার্য বিবরণী আল ওসীয়্যত পুস্তকের পরিশিষ্ট হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। ট্রাষ্টী বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী ছাড়া ১২জন সদস্য ছিলেন, ক্রম অনুসারে তাদের নাম নিচে দেয়া হল।

১। হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন, ভেরবী–প্রেসিডেন্ট।

২। মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব, এম.এ.এল.এল.বি–জেনারেল সেক্রেটারী

৩। খাজা কামাল উদ্দিন সাহেব, উকিল চীপকোর্ট, পাঞ্জাব।

৪। সাহেবযাদা মিয়া বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ।

৫। মৌলভী সৈয়্যদ মোহাম্মদ আহসান সাহেব।

৬। খান সাহেব মোহাম্মদ আলী খান, রইস মালীরকোটলা।

৭। সেট আব্দুর রহমান সাহেব, মাদ্রাজ।

৮। মৌলভী গোলাম হাসান সাহেব সাব-রেজিষ্টার, পেশওয়ার।

৯। মীর হামদ শাহ সাহেব, সিয়ালকোটি।

১০। শেখ রহমতুল্লাহ সাহেব, লাহোর।

১১। ডাক্তার মিয়া ইয়াকুব বেগ সাহেব এসিসটেন্ট সার্জন।

১২। ডাক্তার খলীফা রশীদ উদ্দিন সাহেব, এসিসটেন্ট সার্জন।

১৩। ডাক্তার মীর মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব, এসিসটেন্ট সার্জন।

১৪। ডাক্তার সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন সাহেব,এসিসটেন্ট সার্জন।

কাদিয়ানের বেহেশ্‌তী মাকবেরার পবিত্র স্থানসমূহ

হুযূরের বাগান

হুযূর নিজরে বাগান সংলগ্ন নিজস্ব জমিতে মাকবেরা স্থাপন করেন। তিনি প্রায় নিজের বন্ধুদের সাথে বাগানে যেতেন। বাগানের ফলের দ্বারা নিজের মেহমানদের আতিথেয়তা করতেন। আর এখানে শিক্ষা ও তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হত।

১৯০৫ সালের এপ্রিল মাসের ভূমিকম্প এক কেয়ামতের নমুনা ছিল। সে সময় হুযূর আকদাস নিজের সাহাবীদের সাথে এ বাগানে অবস্থান করেন। বাগানে এক ছোট বস্তী তৈরী হয়ে যায়। খবরের কাগজ ও অন্য কিছু কিছু দপ্তর এখানে চলে আসে। তিনিও তাঁর সাহাবীগণ ৩ (তিন মাস) এখানে থাকেন। বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকের পঞ্চম খন্ড তিনি এই বাগানে রচনা করেন। হুযূর আম্মাজানের জন্য এ বাগানে ঘর তৈরী করে দেন।

জানাযা গা

১৯০৮ সালের ২৬শে মে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর মৃত্যু হয় লাহোরে। লাহোর থেকে তাঁর জানাযা বেহেশ্‌তী মাকবেরা সংলগ্ন বাগানে আম্মাজানের ঘরে আনা হয়। কাদিনয়ানের বেহেশ্‌তী মাকবেরার উত্তর পশ্চিম কোনে জানাযা গা (জানাযার স্থান) অবস্থিত। এ স্থানে হযরত মসীহ আওওয়াল (রাঃ) খেলাফত নির্বাচনের পর তাঁর (আঃ)-এর জানাযা পড়ান। ২৭শে মে বেহেশ্‌তী মাকবেরাতে তাঁকে দাফন করা হয়।

দ্বিতীয় কুদরতের প্রকাশস্থল

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়ালের নির্বাচন ১৯০৮ সনের ২৭শে মে বেহেশ্‌তী মাকবেরা সংলগ্ন বাগানে হয়। এই স্থানকে নির্ধারণ করে এখানে শ্বেত পাথরের প্লেট লাগানো হয়। যাতে দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশস্থল কথাটি লেখা আছে।

শাহ্‌নশীন

বাগানের যে স্থানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বসতেন তা পাকা চত্বরের আকারে তৈরী করা ছিল। যাকে শাহ্‌নশীন হযরত মসীহ্ মাওউদ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখন শাহ্‌নশীনকে যথারীতি পাকা তৈরী করা হয়েছে।

প্রথম মুসী

সংখ্যা গণনা অনুসারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবী হযরত বাবা মোহাম্মদ হোসেন সাহেব আওজালী হলেন প্রথম ওসীয়্যতকারী। তিনি ইন্দোনেশীয়ার মুরব্বী হযরত মাওলানা রহমত আলি সাহেবের পিতা ছিলেন। তাঁকে বাবা মোহাম্মদ নামে স্মরণ করা হয়।

হযরত বাবা মোহাম্মদ হোসেন জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭০ সালের ১১ই জুলাই। তিনি গুরুদাসপুর জেলার আওজালা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। যা কাদিয়ান থেকে ১৭ মাইল দূরে ছিল। এই গ্রাম থেকে হযরত মসীহ মাওউদের অভিজাত সাহাবীরা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৯৫ সালে বয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন। আর ১৯০২ সালে স্থায়ীভাবে হিজরত করে কাদিয়ান বসবাস করতে থাকেন। কাদিয়ানের রিভিউ অফ রিলিজিওনের দপ্তরে কাজ করতেন। তিনি বই বাঁধাইয়ের ঠিকাদারী নেন। তিনি বলতেন, "হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আল ওসীয়্যত পুস্তক লিখে লিপিকারদের সব কাজ ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি এ পুস্তক লেখার আদেশ দেন। যাতে লেখা তাড়াতাড়ি ছাপানো যায়। সুতরাং আমি সে রাতে এর কপি পড়ি আর সকালে হুযূর আকদাসের নিকট ওসীয়্যতের দরখাস্ত লিখে পাঠিয়ে দেই। আর সাথে কিছু টাকা পাঠাই। যা আমার রীতি ছিল। যখন হুযূরের খেদমতে কোন আবেদন পত্র লিখতাম তখন কিছু টাকাও পাঠাতাম। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আমার ওসীয়্যত কবুল করেন। আর ঐ টাকাকে শর্তে আওওয়াল হিসেবে গণ্য করে নেন। আর রেজিষ্টারে আমার ওসীয়্যত এক নম্বর হিসেবে লেখা হয়।"

হযরত বাবা মোহাম্মদ হোসেন সাহেব নিজের একমাত্র পুত্র হযরত মৌলভী রহমত আলি সাহেবকে ৯/১০ বছর বয়সে হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর নিকট মাদ্রাসা আহমদীয়াতে ভর্তি করানোর জন্য পেশ করেন। হযরত আকদাস এ বাচ্চাকে গ্রহণ করেন এবং মাদ্রাসা আহমদীয়াতে ভর্তি করার আদেশ দেন। আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে এ বাচ্চা অসাধারণভাবে ধর্মের সেবা করার সৌভাগ্য পান। তিনি ইন্দোনেশীয়ায় মিশনারী ইনচার্জ ছিলেন এবং রাবওয়ার বেহেশ্‌তী মাকবেরাতে সমাহিত হন।

হযরত বাবা মোহাম্মদ হোসেন সাহেব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর চিনিউট চলে আসেন। আর ১৯৫০ সনের ২০শে জুলাই তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে রাবওয়ার বেহেশ্‌তী মাকবেরাতে সমাহিত করা হয়। ওসীয়্যত নং ১ প্রাপ্ত হওয়ার কারণে তিনি ইতিহাসেও অনন্য সম্মানের অধিকারী।

বেহেশ্‌তী মাকরেরায় 'কত্‌বা'র (কবর ফলক) আবশ্যকীয়তা

কাদিয়ান ও রাবওয়ার বেহেশ্‌তী মাকবেরায় অবস্থিত সমস্ত কবরের ওপর কত্‌বা লাগানো হয়। যা সব মুসীয়ানদের (ওসীয়্যতকারীদের) ঐতিহাসিকভাবে জীবিত রেখেছে। এই কত্‌বার গুরুত্বের বিষয় বর্ণনা প্রসংগে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, "আমি পছন্দ করেছি যে এমন লোক যারা হৃদয়ে ধর্ম প্রচারের আবেগ রাখেন আর যারা সততা ও পাক পবিত্র কাজের নমুনা দেখিয়ে মৃত্যুর পর এ কবরস্থানে সমাধিস্থ হবেন, তাদের কবরের ওপর এক কত্‌বা লাগানো হোক। যাতে তার সংক্ষিপ্ত জীবনী থাকবে এবং সততা ও পাক-পবিত্র কাজের কিছু উল্লেখ থাকবে যা তিনি নিজের জীবনে করেছেন। যেন যেসব লোক কবরস্থানে আসবে আর কত্‌বা পড়বে তাদের ওপর প্রভাব পড়ে। আর বিরোধী জাতির ওপরও যেন সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের উদাহরণ দেখে এক বিশেষ প্রভাব পড়ে। [মলফূযাত, ৪র্থ-খন্ড, ৬১৭-পৃষ্ঠা]

রাবওয়ার বেহেশ্‌তী মাকবেরা স্থাপন

ভারত পাকিস্তান বিভাগের সময় জামাত হিজরত করে। নতুন কেন্দ্রের জন্য জায়গার খোঁজ করা হয়। ১৯৪৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর দোয়ার সাথে রাবওয়ার বেহেশ্‌তী মাকবেরার উদ্বোধন করা হয়। রাবওয়ার নকশা ১৯৪৯ সনে তৈরী করা হয়। রাবওয়ার ম্যাপের উত্তরদিকে পাহাড়ের পাদদেশে সমান্তরাল ক্ষেত্রের আকারে বেহেশ্‌তী মাকবেরার জন্য স্থান নির্ধারণ করা হয়। বেহেশ্‌তী মাকবেরার জন্য সংরক্ষিত জমির পরিমাণ ছিল ৭৫ ক্যানেল। ১৯৮৯ সালে এটা প্রশস্ত করা হয়। আর অতিরিক্ত ২৪ ক্যানেল জমি এর সাথে যোগ করা হয়। এভাবে রাবওয়ার বেহেশ্‌তী মাকবেরার জমির পরিমাণ হয় ৯৯ ক্যানাল। এটা মোট ৩০ খন্ডে বিভক্ত। বেহেশ্‌তী মাকবেরায় সুন্দর পাকা সড়ক, চারাগাছ ও ঠান্ডা পানির ব্যবস্থা আছে। অভ্যর্থনা কক্ষে সমাহিত ব্যক্তিদের তালিকা সংরক্ষিত আছে। সেখান থেকে যে কোন কবর সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। ১৯৫২ সালে বেহেশ্‌তী মাকবেরাকে বর্তমানের ব্লক ও সারিতে ভাগ করা হয়।

রাবওয়ার বেহেশ্‌তী মাকবেরাতে প্রথম কবর

১৯৪৯ সনে বেহেশ্‌তী মাকবেরা স্থাপনের পূর্বেও অনেক মুসীদের মৃত্যু হয়েছিল। যাদের আমানত হিসেবে দাফন করা হয়। যেমন হযরত মাওলানা শের আলি সাহেব ১৯৪৭ সালের ১৩ই নভেম্বর লাহোরে মৃত্যুবরণ করেন। হযরত মাওলানা আব্দুর রহিম সাহেব নাইয়ার ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ তারিখে

গুজরানওয়ালাতে মারা যান। হযরত হাফেয সুফি গোলাম মোহাম্মদ সাহেব ১৯৪৭ সালের ১৭অক্টোবর ওফাত পান। এ সব ব্যক্তিদের লাশ রাবওয়ার বেহেশ্‌তী মাকবেরা স্থাপনের পরে সেখানে সমাহিত করা হয়। রাবওয়ার বেহেশ্‌তী মাকবেরাতে প্রথম সমাহিত হওয়ার তৌফীক পান একজন মহিলা মুসি। এ সৌভাগ্যবতী মহিলা হলেন তাহ্‌রীক জাদীদের উকীলে মাল আউয়াল চৌধুরী বরকত আলী সাহেবের স্ত্রী মোহতরমা ফাতেমা বেগম সাহেবা। তাঁর মৃত্যু হয় ২৭ এপ্রিল ১৯৪৯ তারিখ। ওসীয়্যত নং-৪৫৩৮।

চার দেওয়ারী-বেহেশ্‌তী মাকবেরা, রাবওয়া

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর স্ত্রী হযরত আম্মাজান সৈয়্যদনা নূসরত জাহাঁ বেগম সাহেবার মৃত্যু হয় ১৯৫২ সালের ২০শে এপ্রিল। এরপর সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর আদেশে বেহেশ্‌তী মাকবেরার প্রায় মাঝ বরাবর পূর্ব দিকে বর্তমানের চার দেয়াল বেষ্টিত স্থান তৈরী করা হয়। এভাবে স্থান সংরক্ষিত করা হয় যেন এর আশেপাশে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবীদের কবর হয়। যাকে কিত্‌আ সাহাবা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। চার দেয়ারীর মধ্যে প্রথমে হযরত আম্মাজানকে সমাহিত করা হয়। এই বরকতপূর্ণ স্থানে দুজন খলীফা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) শায়িত আছেন। এমনকি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর শুসংবাদ প্রাপ্ত ৫ জন বংশধর এখানে সমাহিত আছেন। সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) এবং তার স্ত্রী হযরত সৈয়্যদনা আসফা বেগম সাহেবা (ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড, গ্রেটবৃটেনে সমাহিত হন) এর ইয়াদগার কত্‌বাও চার দেওয়ারীর মধ্যে আছে। এই চার দেওয়ারীকে প্রথমবার প্রশস্ত করা হয় হযরত সৈয়্যদা আমাতুল হাফেয বেগম সাহেবার মৃত্যুর সময় (৬ মে ১৯৮৭সনে)। চার দেওয়ারীর পূর্ব দিকে একটি কবরের জায়গা বাহিরের দিকে বাড়িয়ে দেয়া হয়। পরে দক্ষিণ দিকে প্রশস্ত করা হয়। যেমন বর্তমানে চার দেওয়ারীর আকৃতি আছে। এখানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌র আদেশে কবর দেয়া হয়। এই চার দেওয়ারীর মধ্যে সমাধিস্থ সৌভাগ্যবান ব্যক্তিগণের নাম নিচে দেয়া হল।

১। হযরত সৈয়্যদা মনসুরা বেগম সাহেবা, সহধর্মিনী হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহেঃ)

২। হযরত মির্যা নাসের আহমদ খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহেঃ)

৩। হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

৪। হযরত সৈয়্যদা নূসরত জাঁহা বেগম সাহেবা (আম্মাজান)

৫। হযরত সৈয়্যদা উম্মে নাসের সাহেবা স্ত্রী হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী।

৬। হযরত সৈয়্যদা উম্মে ওয়াসীম সাহেবা স্ত্রী হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী।

৭। হযরত সৈয়্যদা বুশরা বেগম সাহেবা মেহের আপা স্ত্রী হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী

৮। হযরত সৈয়্যদা মরিয়ম সিদ্দিকা সাহেবা ছোটি আপা স্ত্রী খলীফাতুল মসীহ সানী।

৯। হযরত মির্যা মনসুর আহমদ সাহেব।

১০। হযরত সৈয়্যদা আমাতুল হাফেয বেগম সাহেবা।

১১। হযরত সৈয়্যদা মোবারাকা বেগম সাহেবা।

১২। হযরত সরদার জাঁহা সাহেবা বেগম হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব।

১৩। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব।

১৪। হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব।

১৫। হযরত নওয়াব আব্দুল্লাহ্ খান সাহেব।

১৬। হযরত মির্যা আজিজ আহমদ সাহেব।

১৭। হযরত মির্যা মোবারক আহমদ সাহেব।

১৮। সাহেবযাদী উম্মে তৈয়্যবা সাহেবা স্ত্রী মির্যা মোবারক আহমদ।

১৯। সাহেযাদী উম্মে সামাদ তালয়াত সাহেবা কন্যা সাহেবযাদা মির্যা জাফর আহমদ সাহেব।

২০। সাহেবযাদা ডাক্তার মির্যা মানোয়ার আহমদ সাহেব।

২১। মোহতরম মির্যা শামিম আহমদ।

২২। মোহতরমা সাহেবযাদী আমাতুস সালাম সাহেবা।

২৩। মোহতরমা নওয়াব মোহাম্মদ আহমদ খান সাহেব।

২৪। মোহতরম সাহেযাদা মির্যা খলীল আহমদ সাহেব।

২৫। মোহতরম সৈয়্যদ মীর দাউদ আহমদ সাহেব।

২৬। মোহতরম সৈয়্যদ মীর মাসুদ আহমদ সাহেব।

২৭। হযরত সাহেবযাদা মির্যা মোজাফ্‌ফর আহমদ সাহেব (এম, এম আহমদ)

২৮। হযরত চৌধুরী মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ খান সাহেব।

২৯। মোহতরমা সাহেবযাদী আমাতুল হামীদ বেগম সাহেবা।

৩০। মোহতরম আমাতুল হাকিম বেগম সাহেবা।

৩১। মোহতরম সাহেবযাদা মির্যা গোলাম কাদের সাহেব।

চার দেওয়ারীর মধ্যে অবস্থিত পশ্চিমদিকের কবরগুলো নিম্নরূপ

৩২। মোহতরমা নাসেরা বেগম সাহেবা- স্ত্রী হযরত মির্যা আলিম আহমদ

৩৩। মোহতরমা শওকত জাঁহা সাহেবা-স্ত্রী হযরত ডাক্তার মীর ইসমাইল সাহেব।

৩৪। মোহতরমা সৈয়্যদা আমাতুল লতিফ সাহেবা-স্ত্রী ডাক্তার মীর ইসমাইল সাহেব।

৩৫। মোহতরম মৌলভী আব্দুস সালাম ওমর সাহেব পুত্র-হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল।

৩৬। হযরত যোহরা বেগম (আম্মাজী) স্ত্রী-হযরত খলীফা হল মসীহ্ আওওয়াল।

৩৭। হযরত সালেহা বেগম সাহেবা-স্ত্রী হযরত মীর ইসহাক সাহেব।

৩৮। হযরত যয়নব বেগম সাহেবা স্ত্রী- হযরত মির্যা শরীফ আহমদ।

৩৯। মোহতরম সাহেবযাদা মির্যা জাফর আহমদ।

৪০। মোহতরম সৈয়্যদ আহমদ নাসের সাহেব।

৪১। মোহতরম সাহেযাদা কর্নেল মির্যা দাউদ আহমদ সাহেব।

৪২। মোহতরম সেয়্যদা নাসের বেগম সাহেবা স্ত্রী মোহতরম সাহেবযাদা মির্যা জাফর আহমদ সাহেব।

৪৩। মোহতরম সৈয়্যদা বেগম সাহেবা।

৪৪। মোহতরম মিয়া আব্দুর রহিম সাহেব।

৪৫। মোহতরম সৈয়্যদা বুশরা বেগম সাহেবা স্ত্রী মোহতরম মেজর সাইদ আহমদ সাহেব।

রাবওয়ার সাহাবীদের কিত্আ

রাবওয়ার বেহেশ্তী মাকবেরার চার দেওয়ারীর আশপাশে চারদিকে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এ সাহাবীদের কবর আছে। একে সাহাবীদের কিত্আ (আউশ) বলা হয়। এদের মধ্যে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) একনিষ্ঠ, মর্যাদাশালী, নির্বাচিত সাহাবীরা আছেন। যাঁরা স্বীকৃতভাবে ধর্মীয় সেবার অস্বাভাবিক সুযোগ পান। কয়েকজন খালেস সাহাবীদের নাম নিচে দেয়া হলো।

হযরত মুফতী মোহাম্মদ সাদেক সাহেব, হযরত মাওলানা শের আলী সাহেব, হযরত বাবা মোহাম্মদ হোসেন সাহেব, হযরত মাওলানা আব্দুর রহিম সাহেব, দারদ। হযরত মাওলানা আব্দুর রহিম সাহেব নাইয়ার, হযরত মাওলানা জুলফিকার আলি খান গওহর। হযরত মাওলানা গোলাম রসূল সাহেব রাযেকী, হযরত মাওলানা ইব্রাহীম সাহেব বাকাপুরী, হযরত সৈয়্যদ যয়নুল আবেদীন ওলিউল্লাহ্ শাহ সাহেব, হযরত চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মদ সাইয়াল সাহেব, হযরত হাফেয সৈয়দ মুখতার আহমদ সাহেব শাহজাহানপুরী, হযরত ডাক্তার হাসমত উল্লাহ খান সাহেব, হযরত পীর ইফতেখার আহমদ সাহেব, হযরত পীর মঞ্জুর মোহাম্মদ সাহেব, হযরত ডাক্তার গোলাম গউস সাহেব, হযরত মীয়া ফযল মোহাম্মদ সাহেব, হরিয়ানাওয়ালা,হযরত মৌলভী মোহম্মদ দীন সাহেব, হযরত মাওলানা রহমত আলী সাহেব, হযরত হেকীম ফজলুর রহমান সাহেব, হযরত নওয়াব মোহাম্মদ দীন সাহেব, হযরত মাষ্টার ফকীর উল্লাহ্ সাহেব, হযরত মাওলানা জালাল উদ্দিন শামস্ সাহেব, হযরত আবু ফকির আলী সাহেব প্রমুখ।

রাবওয়ার বিশেষ কিত্আ

বেহেশ্তী মাকবেরার মাঝখানে চার দেয়ারীর প্রায় সামনের পশ্চিম দিকে এক বিশেষ কিত্আ আছে। একে বিশেষ কিত্আ বলা হয়। হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেবের মৃত্যুর (৫ আগষ্ট ১৯৮৩) পর হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহেঃ)-এর নির্দেশে এ বিশেষ কিত্আ করা হয়। যেখানে জামাতের ঐসব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা দাফন হবে যারা সুস্পষ্টভাবে জামাতের সেবা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এ কিত্আর শুরু হয় হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেবের দাফনের মাধ্যমে। যে সব ব্যক্তিরা উল্লেখযোগ্য ভাবে জামাতের সেবা করার সৌভাগ্য পেয়েছেন এবং এখানে সমাহিত আছেন তাদের নাম নিচে দেয়া হলো।

১। হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেব,

২। হযরত চৌধুরী আব্দুল হামীদ খান সাহেব,

৩। হযরত সুফি গোলাম মোহাম্মদ সাহেব সাবেক নায়ের আলা (দ্বিতীয়)

৪। মোকাররম কোরেশী মোহাম্মদ শাহ সাহেব শহীদ, মুরব্বী সিলসিলাহ,

৫। মোকাররম কোরেশী আব্দুর রহমান সাহেব শহীদ শিখ,

৬। মোকাররম চৌধুরী আসাদুল্লাহ্ খান সাহেব আমীর লাহোর,

৭। হযরত বাবু কাসেম দীন সাহেব সিয়ালকোট।

৮। হযরত মালেক সাইফুর রহমান সাহেব, মুফতি সিলসিলাহ্,

৯। মোকাররম চৌধুরী শাহনেওয়ায সাহেব সিজান ইন্টারন্যাশনাল।

১০। মোকাররম কমর উদ্দিন সাহেব প্রথম সদর খোদ্দামুল আহমদীয়া

১১। মোকাররম মাওলানা চৌধুরী মোহাম্মদ শরীফ সাহেব মুরব্বী আরব দেশ ও গাম্বিয়া

১২। মোকাররম আব্দুল হক সাহেব মুরব্বী ইন্দোনেশীয়া

১৩। মোকাররম সৈয়্যদ মাসুদ মোবারক শাহ সাহব, নায়েব মাল (খরচ)

১৪। মোকাররম চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মদ সাহেব, লাহোর,

১৫। মোকাররম প্রফেসর সুফী বাসারাতুর রহমান সাহেব।

১৬। মোকাররম হাকীম শেখ খুরশিদ আহমদ সাহেব সদর উমুমী রাবওয়া

১৭। মোহতরমা মজিদা শাহ বানু সাহেবা,

১৮। মোহতরম চৌধুরী জহুর আহমদ বাজওয়া সাহেব সদর, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া'

১৯। মোহতরম মাওলানা শেখ মোবারক আহমদ সাহেব মুরব্বী সিলসিলা

২০। মোহতরম মাওলানা নাসিম শফি সাহেব, এডিটর আল ফযল

২১। মোহতরম নাসিম আহমদ মুবাশ্বের মুরব্বী সাহেব।

২২। মোহতরম চৌধুরী মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সাহেব, আমীর শেখূপুরা

২৩। মোহতরম চৌধুরী আহমদ মুখতার সাহেব, আমীর করাচী।

২৪। মোহতরম মাওলানা আব্দুল মনীর নূরুল হক সাহেব।

২৫। মোহতরম মাওলানা মোহাম্মদ আহমদ জলিল সাহেব মুফতী সিলসিলাহ্।

২৬। মোহতরম শেখ ইয়াকুব আলম খালেদ সাহেব সদর সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া

২৭। মোহতরম মাওলানা সৈয়দ আহমদ আলী শাহ সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ্।

২৮। মোহতরম চৌধূরী আব্দুর রহমান সাহেব এডভোকেট, সদর কাযা বোর্ড

২৯। মোহতরম মাওলানা আতাউল্লাহ কলিম সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ্।

৩০। মোহতরম খাজা সরফরাজ আহমদ সাহেব, এডভোকেট, সিয়ালকোট

৩১। মোহতরম মির্যা আব্দুর রহিম বেগ সাহেব এডভোকেট, করাচী

৩২। মোহতরম সাহেবযাদা মির্যা মুনির আহমদ সাহেব ছেলে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব।

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুস সালাম সাহেবও খোদার ফযলে নেযামে ওসীয়্যতের সাথে সংযুক্ত ছিলেন। তিনি ঐ কিত্আতে সমাহিত হন সেখানে তাঁর পিতা মাতার দাফন হয়েছেন। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেসের নিকট তাঁর মা বাবার কিত্আতে

দাফন হওয়ার জন্য দরখাস্ত করেন। এটা তার জন্য এক বিশেষ অনুমতি ছিল।

ইয়াদগারী কতবা

যে সব মুসী বাহিরের দেশে মারা যান তারা পাকিস্তানের অধিবাসী হলে তাদের স্মৃতি ফলক বেহেশ্‌তী মাকবেরা রাবওয়াতে লাগানো হয়। অন্য দেশের মুসীদের ইয়াদগারী কতবা বেহেশ্‌তী মাকবেরা কদিয়ানে স্থাপন করা হয়। পাকিস্তানে কোন কারণে কোন মুসীয়ান বেহেশ্‌তী মাকবেরাতে সমাধিস্ত না হলে তাদের ইয়াদগার কতবা বেহেশ্‌তী মাকবেরা রাবওয়াতে তাদের ত্যাগকে জীবন্ত রেখেছে।

৪নং শর্ত অনুসারে দাফন

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বেহেশ্‌তী মাকবেরাতে সমাহিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জনকারীদের জন্য ৪টি শর্ত বর্ণনা করেন। যা আল ওসীয়্যত পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে। যার ৪নং শর্ত হল ঃ "প্রত্যেক সালেহ ব্যক্তি যার কোন সম্পত্তি নাই এবং যিনি কোন প্রকার আর্থিক সেবা করতে পারেন না কিন্তু যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে,তিনি ধর্মের জন্য নিজের জীবন ওয়াকফ (উৎসর্গ) করে রেখেছিলেন এবং সালেহ্ (পুণ্যবান) ছিলেন। তবে তিনিও এই কবরস্থানে সমাহিত হতে পারবেন।

[আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন. ২০ খন্ড ৩২০পৃঃ]

এই শর্ত অনুসারে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কিছু ব্যক্তির জন্য ওসীয়্যত ছাড়া বেহেশ্‌তী মাকবেরাতে দাফন হওয়ার রাস্তা খোলা রেখেছেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁর সময়ে কিছু নিষ্ঠাবান সাহাবীদের ওসীয়্যত ছাড়া বেহেশ্‌তী মাকবেরাতে দাফন করার অনুমতি দেন। হযরত সাহেবযাদা আবদুল লতিফ সাহেব কাবুল, হযরত আব্দুর রহমান সাহেব শহীদ, কাবুলের কতবা স্থাপন করে। হযরত মাওলানা আব্দুল করিম সাহেব সিয়ালকোটির সমাহিত করার মাধ্যমে বেহেশ্‌তী মাকবেরার উদ্বোধন করেন।

এখন খলীফাতুল মসীহ এর অধিকার আছে যে তিনি যাকে চান ৪নং শর্ত মোতাবেক বেহেশ্‌তী মাকবেরাতে দাফন করার আদেশ দিতে পারেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর আদেশে কিছু ব্যক্তির দাফন করা হয় যেমন

* হযরত সাহেবযাদা পীর সিরাজুল হক সাহেব নোমানীর দাফন ও হুযূরের আদেশে বেহেশ্‌তী মাকবেরাতে হয়।

সাহেবযাদা মির্যা আজিজ আহমদ সাহেবের পুত্র সাহেযাদা মির্যা মোবারক আহমদ সাহেব মৃত্যুর পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানীর আদেশে বেহেশ্‌তী মাকবেরাতে সমাহিত হন। তিনি মৃত্যুরোগে আক্রান্ত অবস্থায় ওসীয়্যত ফরম পূরণ করেন। রীতি অনুসারে মজলিসে কারপরদাজ তা মঞ্জুর করেনি।

* মোকাররম আব্দুর রহমান সুমতি, ইন্দোনেশীয়া, শিক্ষা অর্জনের জন্য কাদিয়ানে আসেন। অসুস্থ হয়ে মাত্র ২৪ বছর বয়সে কাদিয়ানে মারা যান। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর আদেশে তিনি মুসী না হওয়া সত্ত্বেও তাকে বেহেশ্‌তী মাকবেরা কাদিয়ানে দাফন করা হয়।

* লাহোরের ভাট্টি গেট এলাকার মিস্ত্রি নজীর মোহাম্মদের ছেলে মোকাররম মিয়া জামাল আহমদ সাহেবে লাহোরের টি আই কলেজের Fsc ক্লাসের ছাত্র এবং খোদ্দামুল আহমদীয়ার ভাল কর্মী ছিলেন। ৬ মার্চ ১৯৫৩তে গন্ডগোলের সময় মাত্র ১৭ বছর বয়সে তাকে শহীদ করে দেয়া হয়। শাহাদাতের আগে তাকে লোভ দেখানো হয় যে যদি তুমি বল যে তুমি মির্যায়ী নও তবে তুমি বেঁচে যাবে। তিনি তা অস্বীকার করেন। তাকে শহীদ করা হয়। তাকে বেহেশ্‌তী মাকবেরাতে দাফন করা হয়।

* সুদানের খার্তুমের অধিবাসী সৈয়্যদ আমর আবু বকর আফিন্দি সাহেবের ছেলে মোকাররম সৈয়্যদ রেজওয়ান আব্দুল্লাহ্ সাহেব ১৯৫০ সনে জামেয়ায় ভর্তি হন। ১৯৫৩ সালের ২৬শে আগষ্ট তিনি ছাত্রদের সাথে চিনাব নদীতে যান। ওজু করার সময় পা পিছলে পড়ে গিয়ে নদীতে ডুবে মারা যান। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর অনুমতিক্রমে মুসী না হওয়া সত্ত্বেও বেহেশ্‌তী মাকবেরা রাবওয়াতে সাহাবাদের কিত্‌আতে সমাহিত হন।

বিদেশে মুসীয়ানদের জন্য কবরস্থান

ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনার বিস্তৃতি হওয়াতে এবং বিদেশে মুসীয়ানদের বর্দ্ধিত সংখ্যার প্রেক্ষিতে ১৯৯৩ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহেঃ) বাহিরের দেশে মুসীয়ানদের কবরস্থান তৈরী করার আদেশ দেন। এসব দেশের কবরস্থান বেহেশ্‌তী মাকবেরা নাম দেয়া হয়নি। মাকবেরা মুসীয়ান বলা হয়। অর্থাৎ এরূপ কিত্‌আ যেখানে মুসীয়ানদের কবর দেয়া হয়েছে। হুযূরের এই আদেশের প্রেক্ষিতে অনেক দেশে মুসীয়ানদের কিতআ বানানো হয়েছে। আরও অনেক দেশে তৈরী করার চেষ্টা হচ্ছে। যেসব দেশে মুসীয়ানদের কবরস্থান (মাকবেরা মুসিয়ান) বানানো হয়েছে সেগুলো হল, গ্রেট বৃটেন, আমেরিকা, (আমেরিকাতে ৪ স্থানে মকবেরা মুসিয়ান তৈরী করা হয়েছে)। অষ্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ঘানা, নাইজেরিয়া, সুইডেন, নরওয়ে, সিয়েরালিয়ন, মরিসাস এবং কেনিয়া।

ইন্দোনেশিয়াতে মুসীয়ানদের কিত্‌আ

খোদার ফযলে ইন্দোনেশিয়ায় অনেক মুসিয়ান আছেন। আর উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে আহমদীয়া ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন। ১৯৯৬ সনে এখানে মুসীয়ানদের কিত্‌আ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এর পরিমাণ ২০১৪ বর্গ মিটার। [সাপ্তাহিক বদর, কাদিয়ান ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৪]

মুসীয়ানদের সংখ্যা ও গণনা

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার পর সৌভাগ্যবান আহমদীরা আন্তরিকতার সাথে এতে সাড়া দেয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এরপর থেকে এ পর্যন্ত ওসীয়্যতের পরিসংখ্যান নিচে দেয়া হলো।

* হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সময় এ ব্যবস্থাপনায় ৩০৩জন সাহাবী অন্তর্ভুক্ত হন,

* হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) পবিত্র সময় কালে (১৯০৮–১৯১৪) পর্যন্ত নেযামে ওসীয়্যতে ৪৯২ জন একনিষ্ঠ ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন।

* হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) এর খেলাফত কালে (১৯১৪–১৯৬৫) পর্যন্ত ১৭,২৯৪ জন নিখাদ ব্যক্তিত্ব নেযামে ওসীয়্যতে সামিল হন।

* হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহেঃ)-এর খেলাফতের সময় (১৯৬৫–১৯৮২) পর্যন্ত

মোট ৭,১০৪ জন ওসীয়্যতের বরকতময় ব্যবস্থাপনায় শরীক হন।

* হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহেঃ) এর খেলাফত কাল (১৯৮২-২০০৩) পর্যন্ত ১০,২৯৩ জন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি এ বরকতময় নেযামে সামিল হন।

* হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)-এর পক্ষ থেকে ২০০৪ সালের লন্ডনের সালানা জলসার সময়ে ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্তি জন্য বিশেষ তাহ্রীক করা হয়। এর মাত্র ১১ মাসের পর ১৩ই জুলাই ২০০৫ পর্যন্ত মোট ১১,২৪২ নতুন ওসীয়্যতের দরখাস্ত মজলিসে কারপরদাজে জমা হয়। এর মধ্যে ৯৪৫৫টি দরখাস্ত পাকিস্তান থেকে আর ১৭৬২টি দরখাস্ত অন্য সব দেশ থেকে আসে। আর খোদাতাআলার ফযলে হাজারো দরখাস্ত এখন পাওয়া যাচ্ছে।

দশ বছরের সংক্ষিপ্ত হিসাব

গত দশ বছর ৭ নভেম্বর ১৯৯৪-৯৫ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত লোকদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

সালের নাম	ওসীয়্যতকারীর সংখ্যা
১৯৯৪-৯৫	৫৬২ জন
১৯৯৫-৯৬	৫৬৫ জন
১৯৯৬-৯৭	৫৮০ জন
১৯৯৭-৯৮	৫১২ জন
১৯৯৮-৯৯	৫৫৪ জন
১৯৯৯-২০০০	৫৫৪ জন
২০০০-২০০১	৫৯৯ জন
২০০২-২০০৩	৯২০ জন
২০০৩-২০০৪	২৭৩৪ জন
২০০৪-থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত	১৫২০০ জন

নোট ঃ যাদের নিয়ম মাফিক মিসেল নম্বর দিয়ে দেয়া হয়েছে।

রাবওয়াতে মজলিসে কারপরদাজের সদর সাহেবানদের তালিকা

১। মোকাররম আব্দুল বারি সাহেব [১৯৪৮-৪৯ থেকে ১৯৫৩-৫৪ পর্যন্ত]

২। হযরত মাওলানা জালাল উদ্দিন শামস [১৯৫৪-৫৫থেকে ১৯৬৫-৬৬ পর্যন্ত]

৩। হযরত মাওলানা আবুল আতা সাহেব [১৯৬৬-৬৭ থেকে১৯৭৫-৭৬ পর্যন্ত]

৪। মোকাররম সুফী বাশারাতুর রহমান সাহেব [১৯৭৬-৭৭ থেকে ১৯৮১-৮২ পর্যন্ত]

৫। হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেব [১৯৮৩-৮৪]

৬। মোকাররম মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেব [১৯৯৭-৯৮ থেকে ১৯৯৬-৯৭ পর্যন্ত]

৭। হযরত সাহেবযাদা মিয়া মাসরুর আহমদ সাহেব [১৯৯৭-৯৮থেকে ২০০২-২০০৩ পর্যন্ত]

৮। মোকাররম মালেক খালেদ মাসুদ সাহেব [২০০৩-০৪-তখন পর্যন্ত]

রাবওয়ার মজলিসে কারপরদাজের সেক্রেটারীগণের নাম

১। মোকাররম আব্দুল আজিজ সাহেব ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত

২। মোকাররম কাযী আব্দুর রহমান সাহেব ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত

৩। মোকাররম মসউদ মোবারক শাহ সাহেব স১৯৬৯ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত

৪। মোকাররম প্রফেসর হাবিবুল্লাহ্ খান সাহেব ১৯৮০ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত

৫। মোকাররম মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেব ১৯৮২ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত

৬। মোকাররম মোবারক আহমদ সাহেব ১৯৮৩

৭। মোকাররম বশির সাদ সাহেব ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত

৮। মোকাররম সাহেবযাদা মির্যা আব্দুস সামাদ আহমদ সাহেব ১৯৮৭ থেকে আজ পর্যন্ত

মজলিসে কারপরদাজ সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া পাকিস্তান ২০০৫

মজলিসে কারপরদাজ সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া পাকিস্তানের-২০০৫ সালের কর্মকর্তা বৃন্দের নাম নীচে দেয়া হল

১। মোহতরম মালেক খালেদ মাসুদ সাহেব-সদর

২। মোহতরম মির্যা আব্দুস সামাদ আহমদ সাহেব-সেক্রেটারী

৩। মোহতরম চৌধুরী মোবারক মুসলেহ উদ্দীন সাহেব-সদস্য

৪। মোহতরম জামিলুর রহমান রফিক সাহেব-সদস্য

৫। মোহতরম সৈয়দ খালেদ আহমদ শাহ সাহেব-সদস্য

৬। মোহতরম মাওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব-সদস্য

৭। মোহতরম সৈয়দ কমর সোলায়মান আহমদ সাহেব- সদস্য

৮। মোহতরম সৈয়দ মাহমুদ আহমদ শাহ সাহেব-সদস্য

৯। মোহতরম মির্যা ফযল আহমদ সাহেব-সদস্য

কাদিয়ানের মজলিসে কারপরদাজের সেক্রেটারীগনের নাম

দেশ বিভাগের পর কাদিয়ানের মজলিসে কারপরদাযের জন্য ১৯৫০ সাল পর্যন্ত মোহতরম হযরত আব্দুর রহমান জাট সাহেব কাদিয়ানের নাযের আলা এ দায়িত্ব পালন করেন। আর পৃথকভাবে কোন সেক্রেটারী মনোনয়ন দেয়া হয়নি। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত সেক্রেটারী মজলিসে কারপরদাজের নাম নিচে দেয়া হলো ঃ

১। মোকাররম মালেক সালাহ উদ্দিন সাহেব দরবেশ।

২। মোকাররম মুন্সি আতাউর রহমান সাহেব দররেশ।

৩। মোকাররম মৌলভী মোহম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেব দরবেশ।

৪। মোকাররম চৌধুরী ফয়েয আহমদ আকবর সাহেব।

৫। মোকাররম মৌলভী আব্দুল কাদের সাহেব দেহ্লী, দরবেশ।

৬। মোকাররম মৌলভী মোহম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেব দরবেশ।

৭। মোকাররম মোমতাজ আহমদ হাসমী সাহেব দরবেশ।

৮। মোকাররম চৌধুরী মোহাম্মদ আকবর সাহেব।

৯। মোকাররম ইদরিশ আহমদ সাহেব।

১০। মোকাররম খালেদ হোসেন সাহেব।

১১। মোকাররম জাবেদ ইকবাল আখতার চিমা সাহেব (বর্তমান সেক্রেটারী)

[সৌজন্যে দৈনিক আল ফযল ১০ ডিসেম্বর ২০০৫]

সংকলন ও বিন্যাসে ঃ **মুহাম্মদ মাহমুদ তাহের সাহেব**

অনুবাদ ঃ **কওসার আলি মোল্লা**

এক দৃষ্টিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আর্থিক ঘোষণাসমূহ ও এগুলোতে তাঁর অনুসারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ

সিলসিলা আহমদীয়ার আর্থিক ব্যবস্থাপনার মূলস্তম্ভ

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁর মসীহ হবার দাবীর পর হতে নিজ মৃত্যু পর্যন্ত (জানুয়ারী ১৮৯১-২৬শে মে ১৯০৮) সতেরটি মালী তাহ্রীক করেছেন। এর প্রতিটি সুদূর প্রসারি ফলাফলের সমষ্টি এবং ইতিহাসও নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সুউচ্চ অট্টালিকার মূল ইট, এই আর্থিক তাহরীকাতের মাধ্যমে গঠিত। আর্থিক ব্যবস্থাপনা খেলাফতের আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানের তদারকিতে কেয়ামত পর্যন্ত পূর্ণ মর্যাদা ও দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর এটাই হলো খোদাতাআলার অমোঘ বিধান যাকে কেউই বদলাতে পারবে না।

(১) সত্যের সাহায্যের পাঁচটি শাখা

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ১৮৯১ সনের জানুয়ারীতে তাঁর প্রণিত পুস্তক 'ফতেহ ইসলামে' খোদা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ সিলসিলার পাঁচটি মহান উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ ঐশী তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন প্রণয়ন ও প্রকাশনা কার্যক্রম, অন্যান্য জাতিসমূহের মাঝে সত্যতার যুক্তি প্রমাণাদির চূড়ান্ত দলীলাদি উপস্থাপনের জন্য বিজ্ঞাপন ও প্রকাশনা কার্যক্রম, অতিথি ও সত্যের অন্বেষণ এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আগমনকারী ব্যক্তিদের জন্য আপ্যায়ন কার্যক্রম, চিঠি পত্রের কার্যক্রম, এ শাখার মাধ্যমে সত্যান্বেষীগণকে বা সত্যের বিরোধীদের চিঠিপত্র ও প্রশ্নের উত্তর দেয়া, পঞ্চম শাখা হলো শিষ্য ও বায়াত গ্রহণকারীদের ধারা, এটি খোদাতাআলা তাঁর বিশেষ ওহী ইলহাম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এ পুস্তকে তিনি জানান গত সাত বছরে ষাট হাজারের অধিক মেহমানের আগমন ঘটেছে। বিশ হাজার সংখ্যায় ইংরেজী উর্দূ ভাষার বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে শুধু এদেশে নয় বরং ইউরোপ ও আমেরিকার বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিকট পাঠানো হয়েছে।

প্রকাশনার ব্যাপারে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বারাহীনে আহমদীয়ার প্রণয়ন ছাড়া আরো গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা প্রণয়নের পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। এবং বেদনাভরে লিখেন "হে ভারত বর্ষ তোমার মাঝে কি এমন কোন সাহসী সম্পদশালী ব্যক্তি নেই, যে আর কিছু না হলেও অন্তত এ একটি শাখার ব্যয় বহন করতে পারে?"

পুস্তকটির শেষাংশে হুযূর কৃতজ্ঞতা ভরে পাঠকদের অবগত করেন আল্লাহ্ তাঁকে নিঃসঙ্গ রাখেন নি, বরং নিষ্ঠাবান সৎ আত্মাসমূহ তাঁকে দান করেছেন, এ প্রসঙ্গে তিনি (আঃ) বিশেষভাবে প্রথম বয়াতকারী হযরত হেকীম মাওলানা নূরুদ্দীন ভেরবী সাহেবের উল্লেখ করেন।

(২) জলসাতে যোগদানের উদ্দেশ্যে অর্থ সঞ্চয় করার তাহ্রীক

হযরত আকদাস (আঃ) ১৮৯১ সনের ৩০শে ডিসেম্বর একটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষণা দেন 'কম উপার্জনকারী যেন পূর্ব থেকেই এ জলসাতে যোগদান করার চিন্তা করেন। কৃচ্ছতা সাধন করে প্রতি মাসে অল্প অল্প করে সঞ্চয় করে রাখেন.....ফলে এ সফর সহজে হয়ে যাবে'। (মজমুআয়ে ইশতেহারাত, প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ৩০৩)

(৩) মক্কার এক ধার্মিক বুযুর্গ ব্যক্তির সফর খরচ

১৭ই মার্চ ১৯৮২ সনে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) জলন্ধর হতে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন এতে তিনি (আঃ) বলেন,

'এ অধমের বয়াতকারী মক্কার অধিবাসী এক নিষ্ঠাবান বন্ধু চার বছর ধরে অপেক্ষায় আছেন কিছু সফর খরচ একত্রিত করে পবিত্র দেশের জন্য যাত্রা করবেন। কিন্তু মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে আজও এমন উপকরণ সৃষ্টি হয়নি.....সুতরাং আমি আমার সকল ভাইদের নিকট আবেদন করছি, আমাদের নেতা ও প্রভু রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর দেশের এই গরীব মুসাফির ও পরিবার হতে দূরে অবস্থানরত ভাইকে নিজ সাধ্য ও সামর্থ্যানুযয়ী সহানুভূতি প্রদর্শন ও সেবা করুন। এ ব্যাপারে চাঁদা একত্রিত করার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপনার জন্য আমি পাঞ্জাব রেলওয়ে লাহোরের ডিপুটি পুলিশ ইনসপেক্টর রুস্তম আলী সাহেবকে নিযুক্ত করেছি।

(মজমুআয়ে ইশতেহারাত, প্রথম খন্ড, পৃঃ ৩১৬-৩৮১)

মক্কার এ বুযুর্গের নাম ছিল হযরত শেখ মোহাম্মদ বিন শেখ আহমদ যিনি শে'বে বানু আমরে বসবাস করতেন। এখানেই হযরত নবী করীম (সঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। বানু হাশেমের ঘরবাড়ীও এখানেই ছিল। হযরত শেখ মোহাম্মদ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ভারত বর্ষে এসেছিলেন। জম্মুতে (কাশ্মীরে) তিনি আহমদীয়াতের সংবাদ পান। ১০ জুলাই ১৮৯১ সনে যুগ ইমামের হাতে বয়াত করেন। কিছু সময় হুযূর (আঃ)-এর পবিত্র সাহচর্যে থেকে ১৮৯৩ সনের মধ্য দিকে মক্কাশরীফে নিরাপদে পৌছে যান। হজ্জ পালন করে ৪ঠা আগষ্ট ১৮৯৩ সনে হুযূর (আঃ)-কে বিস্তারিতভাবে চিঠি লিখে ওখানকার অবস্থা বর্ণনা করেন। তিনি বনু আমরের এক পুস্ত কে ব্যবসায়ী আসসায়্যেদ আলী তালেকে তবলীগ করার ব্যাপারে অবহিত করেন ও তাকে আরবিতে পুস্তক পাঠানোর অনুরোধ জানান। (হামামাতুল বুশরা প্রথম সংস্করণ)

(৪) ভারতবর্ষে ধর্ম প্রচারের জন্য প্রচারকদের নিয়োগ দান

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) ২৬শে মে ১৮৯২ সনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞাপনে তাঁর

(আঃ) এ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে "খোদার বান্দাদের সত্য ধর্মের দিকে আহ্বানের জন্য ভারতবর্ষের প্রতিটি স্থানে আমাদের প্রচারক নিযুক্ত করার কাজ এক সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গৃহীত হোক"। এ পরিপ্রেক্ষিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হোসেন আমরোহীকে প্রথম প্রচারক হিসেবে স্বয়ং নিয়োগ দেন। এরপর তিনি (আঃ) ঘোষণা দেন "আমাদের জামাতের প্রত্যেক স্বচ্ছ ব্যক্তি তার ভরন পোষণের জন্য স্থায়ী চাঁদা হিসেবে একটি অংশ নির্ধারণ করবেন এবং পরবর্তীতে তা তার নিকট পাঠিয়ে দিবেন'। (নিশানে আসমানী, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খন্ড, ৪১০ পৃষ্ঠা)

(৫) কাদিয়ানে দুটি প্রেস একজন লিপিকার ও কাগজের ব্যবস্থা

ফেব্রুয়ারী ১৮৯৩ সনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "হে নিষ্ঠাবানদের জামাত..... এ সময়ে তিনটি বিষয়ে আমাদের ঐক্যের প্রয়োজন, এর উপরই আমাদের ধর্মের সত্যতা নিগূঢ় তত্ত্বাবলীর প্রচার নির্ভরশীল, প্রথমতঃ আমাদের দুটি ছাপা খানা থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ একজন ভাল লিপিকার, তৃতীয়তঃ কাগজ। এসবের ব্যয়ভার মাসিক আনুমানিক ২৫০ টাকা ধরা হয়েছে। তাই প্রত্যেক বন্ধুর এ খাতে নিজ ক্ষমতা ও সামর্থ্যানুযায়ী সত্বর এ চাঁদায় অংশগ্রহণ করা উচিত। এ চাঁদা প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে পৌঁছানো প্রয়োজন।' (মযমুআয়ে ইশতেহারাত ২য় খন্ড ৬৩৭পৃষ্ঠা)

(৬) "আদদার" এ (হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ঘর) কূপ খননের ঘোষণা

শুরুতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অনুসারী ও অন্যান্যরা তাঁর (আঃ) চাচাতো ভাই মির্যা নিজামুদ্দিন সাহেবও মির্যা ইমামুদ্দিন সাহেবের কূপ হতে পানি ব্যবহার করতেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ঘরেও এখান হতে পানি যেতো। এরা যখন দেখলো জলসা নিকটে ও দূর দূরান্ত হতে অনেক মেহমান আসতে শুরু করেছে তখন তারা বিদ্বেষবশত কূপের পানি নিতে নিষেধ করে দিল। (নূর আহমদ, পৃষ্ঠা ৪৫)

এ কারণে হুযূর (আঃ) "আদদার" [তাঁর (আঃ) ঘর] কূপ খননের সিদ্ধান্ত নিলেন। নিজ হাতে নিজের নিষ্ঠাবান অনুসারীদের তালিকা প্রস্তুত করলেন এবং তাদের নামে চিঠি লিখে পাঠালেন যে বিনা সময় ব্যয়ে এজন্যে চাঁদা পাঠান। এ বিষয়ে ডাঃ খলীফা রশীদুদ্দিন সাহেবকে ৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৬ সনে নিম্নের চিঠিটি লিখেন।

' প্রিয় ডাঃ খলীফা রশীদুদ্দীন সাহেব

কোহ চাকরাতা, জিলাঃ সাহারানপুর

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

কষ্ট দেবার কারণ হলো, মেহমানখানায় দিন দিন বহু মেহমানের আগমন ঘটছে। পানির কষ্ট হচ্ছে। একটি কূপ আছে কিন্তু তাতে আমার বিধমী আত্মীয়দের অংশীদারিত্ব রয়েছে। এ কারণে প্রায়ই তারা ফিৎনা ফাসাদ করে থাকে। এ ছাড়া ভেস্তি ওয়ালাদের মজুরী খুব বেশি। এদর পিছনে খরচকৃত তিন বছরের বেতন দ্বারা একটি কূপ খনন করা যাবে। তাই বর্তমানে এজন্যে কূপ খনন করিয়ে নেয়াই যথাযথ বলে মনে হচ্ছে। সুতরাং এ কাজের চাঁদা সংগ্রহের জন্য নিষ্ঠাবান বন্ধুদের একটি তালিকা আজ প্রস্তুত করেছি, এতে আপনারও নাম আছে। এ চাঁদা কারো সামর্থ্যের বাইরে দেবার জন্য নয়, বরং অন্যান্য চাঁদার মতই যতটুকু সামর্থ্যে কুলায় খুশী মনে যেন তা পাঠানো হয়। সাধ্যের বাইরে দিতে গিয়ে মানুষ অনেক সময় চাঁদা দেয়া হতে বঞ্চিত হয়ে যায়, এ কাজটি দ্রুত আরম্ভ হবে। এতে ২৫০ টাকা খরচ হবে। আল্লাহ্ চাইলে এ খরচ বন্ধুদের চাঁদা হতে সংগ্রহ হবে।

খাকসার

গোলাম আহমদ

৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৬

নোট ঃ আপনি সর্বদা ভালবাসা ও আন্তরিকতার সাথে ধর্মের সেবা করে থাকেন.। শুধু মাত্র এজন্য এ খাতে অংগ্রহণ করার জন্য আপনার নাম তালিকভুক্ত করা হয়েছে, আপনার উপর ২ টাকা ধার্য করা হলো। গোলাম আহমদ

হযরত আকদাসের নির্দেশে পীর সিরাজুল হক নোমানী সাহেব "আযব চাশমায়ে ফেয়য" নামক পুস্তকতে এই কূপের ইতি বৃত্তান্ত লিখেন।

(৭) মেহমানখানার নির্মাণ ও কূপ খননের ব্যয়ভার বহনের আহ্বান

১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯৭ সনে এক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর অনুসারীদের অবগত করেন, "অনেক দিন হলো আমার উপর ইলহাম হয়েছিল নিজ গৃহকে প্রসস্ত কর দূর দূরান্ত হতে লোকেরা তোমার নিকট আসবে। আমি এই ইলহামকে পেশওয়ার হতে মাদ্রাজ পর্যন্ত (আগত মেহমানদের মাধ্যমে) পূর্ণ হতে দেখেছি। এখন আবার সেই ইলহামটি হয়েছে। আমি বুঝতে পারছি এ ইলহামটি ব্যাপক লোকদের সমাগমের মাধ্যমে পূর্ণ হবে।"

সুতরাং হুযূর (আঃ) আগত মেহমানদের সাথে পরামর্শ করে এ ঘোষণা দেন নতুন ঘর বানানো হবে ও এর সাথে একটি কূপ ও খনন করা হবে। দুই হাজার টাকা এগুলোর ব্যায়ভার নির্ধারণ করা হয়। আর বলেন, সত্ত্বর যেন এ খাতের চাঁদা কেন্দ্রে পাঠানো হয়। এ বিজ্ঞাপনে হুযূর (আঃ) কপুরথলা, আম্রোহা, মাদ্রাজ, বাংলোর, মালিরকোটলা, ভেরা, লাহোর, শিমলা, ও ওজীরাবাদের ঐ সকল নিষ্ঠাবানদের নামের তালিকাও প্রকাশ করেন যারা এ কল্যাণের কাজে সে সময় পর্যন্ত চাঁদা দিয়েছিল। 'রিয়াজে হিন্দ প্রেসের মালিক হযরত শেখ নূর আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন যে এ কাজের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন নানা জান (হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর শ্বশুর) হযরত মীর নাসের নবাব সাহেব দেহলবী।

মসজিদে মুবারক কাদিয়ানের সম্প্রসারণ

শুরুতে মসজিদে মুবারক খুবই ছোট ছিল, মাত্র কয়েকজন নামায পড়তে পারতো।

অধিকাংশ নামাযীদের মসজিদ আকসায় যেতে হতো। অথবা "আদদার" [হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)ঘর] এর কোন কামরায় নামায পড়তে হতো। আর অনেক সময় ছাদেও নামায পড়তে হতো। এ কারণে মসজিদের ডান দিকের খালি স্থানটি মসজিদের সাথে মিলিয়ে দেয়া হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ইচ্ছা ছিল। যাতে মসজিদে নুন্যতম চল্লিশজন নামায পড়তে পারে। এ কাজের জন্য আনুমানিক ৫০০ টাকা খরচ হবে বলে ধরা হলো। এ উদ্দেশ্যে হুযূর (আঃ) ২৯শে জুলাই ১৮৯৭ সনে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। জামাতের নিষ্ঠাবান ব্যক্তিবর্গ যথারীতি এ আহ্বানে সাড়া দেন ও কাজ সম্পন্ন হয়।

(৯) কাদিয়ানে মাধ্যমিক স্কুল চালু করা

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৭ সনে একটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জামাতের পক্ষ হতে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। তিনি (আঃ) এ বিজ্ঞাপনে বলেন, "একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হোক, যেখানে বাচ্চাদের সিলেবাসে এমন পাঠ্যপুস্তক আবশ্যকীয় থাকবে যাতে তারা বুঝতে পারে সত্য ধর্ম নিজের মধ্যে কি কি বৈশিষ্ট রাখে? আর তারা যেন এ জানতে পারে যারা সত্য ধর্মের উপর আক্রমণ করেছে তারা কেমন মিথ্যা ও বেঈমানীর কাজ করেছে।"

তিনি (আঃ) এ-ও বলেন 'প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সামর্থ্যানুযায়ী স্থায়ীভাবে চাঁদার ব্যাপারে অবগত করবেন.....তিনি কত দিতে পারবেন। এটা যেন প্রকাশ থাকে এখাতে সর্বপ্রথম আমার ভাই হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব চাঁদা দিয়েছেন।'

'প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ সন্তানকে শিক্ষার জন্য কাদিয়ান পাঠাতে পারবেন। চাঁদাদাতাদের তালিকা পাবার পর বোর্ডিং ও ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া হবে।'

জামাতে আহমদীয়ার পক্ষ হতে কেন্দ্রে প্রাইমারী স্কুলরূপে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ৩রা জানুয়ারী ১৮৯৮ সনে নিজ হাতে রেখেছিলেন। এই স্কুলের প্রথম হেড মাষ্টার 'আলহাকাম' পত্রিকার এডিটর হযরত শেখ ইয়াকুব আলী তুরাব সাহেব ছিলেন।

(১০) আর্থিক সাহায্যকারী নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের বিশেষভাবে উল্লেখীকরণ, প্রথম আর্থিক ঘোষণার ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দেয়া ও 'নসীবন' সফরের ব্যয়ভার নির্বাহের চাঁদার ঘোষণা

১০ই অক্টোবর ১৮৯৯ সনে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) নিজ হাতে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। তিনি (আঃ) এতে মালী জেহাদে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের নাম লিপিবদ্ধ করেন। এর ছাড়াও এ বিজ্ঞাপনে তিনি (আঃ) পূর্বের ঘোষণাকৃত আর্থিক তাহরিকাতের উল্লেখ করেন। আর তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি দলের ঘোষণা দেন যারা "নসীবন" এর ঐতিহাসিক স্থান দেখতে যাবেন। হুযূর (আঃ) বলেন, 'আমার কাছে এটি যুক্তিমূলক মনে হয় আমাদের জামাতের তিন জন সাহসী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের "নসীবন" প্রেরণ করা হোক। সুতরাং তাদের আসা যাবার ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য অর্থের প্রয়োজন। এদের মধ্য হতে একজন হলেন মির্যা খোদা বখশ সাহেব।একজন সামর্থ্যবান নিষ্ঠাবান ব্যক্তি মির্যা সাহেবের সফর খরচ বহন করবেন বলে জানিয়েছেন। দাতা চান না তার নাম প্রকাশ করা হোক। কিন্তু দুই জন আরো আছেন যারা মির্যা সাহেবের সফর সঙ্গী হবেন তাদের সফর খরচের ব্যবস্থা এখনো বাকী আছে।' (মাযমুআয়ে ইশতেহারাত, ৩য় খন্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা)

এই দলের অপর দুজন হলেন হযরত মির্যা জামালউদ্দিন সখওয়ানী সাহেব ও অপরজন হলেন হযরত মৌলভী হেকীম কুতুবউদ্দিন বাদ্দুমালহী সাহেব। মির্যা খোদাবখশ সাহেবের সফর খরচ হযরত হেকীন নূরুদ্দীন সাহেব (রাঃ) বহন করেছিলেন। অপর দুজনের ব্যয়ভার বহন করেছিলেন হযরত নবাব মোহাম্মদ আলী খান সাহব। হুযূর (আঃ) পরিকল্পনা ছিল এ প্রতিনিধি দলটি ঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত পরিদর্শন ও খোঁজ খবর নেবার সাথে সাথে তবলীগও করবে। তখন ভারতবর্ষে ইউরোপ হতে নতুন নতুন ফোনোগ্রাফ পৌঁছেছিল। তাঁর (আঃ)-এর ইচ্ছা ছিল আরবী ভাষার চার ঘন্টার এক বক্তৃতা রেকর্ড করবেন। এবং আরবী ভাষাভাষীদের নিজ (আঃ) কণ্ঠে সত্যের দিকে আহ্বান করবেন। পরবর্তীতে বিশেষ কারণে এ পরিকল্পনাটি স্থগিত হয়ে যায়।

(১১) "মিনারাতুল মসীহ্"র জন্য চাঁদার বিজ্ঞাপন

২৮শে মে ১৯০০ সনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর পুস্তক "খুতবা ইলহামীয়া" এর পরিশিষ্টে জামাতের নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের আহ্বান করে লিখেন "এ আহ্বান মিনারার জন্য করা হয়েছে, মনে রাখবেন মসজিদের ইমারতের অনেক অংশ এখনো ঠিক করা বাকী আছে। তাই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে "মিনারাতুল মসীহ" নির্মাণের ব্যয়ভার বহন করার পর যা বাঁচবে তা মসজিদ সংস্কারের কাজে খরচ করা হবে। এ মিনারা নির্মাণের আমার এ উদ্দেশ্যও আছে মিনারার ভিতরে অথবা অন্যস্থানে একটি গোল কক্ষ বানানো হবে যেখানে একশত লোক বসতে পারে। এ কক্ষটি ওয়াজ নসিহত বা ধর্মীয় বক্তৃতার জন্য ব্যবহার করা হবে। আমার ইচ্ছা কাদিয়ানে বছরে ধর্মীয় বক্তৃতার অন্তত একটি বা দুটি জলসা অনুষ্ঠিত হবে। যেখানে আর্য হিন্দু, শিখ ও খৃষ্টান ধর্মের অনুসারী বৃন্দ নিজ নিজ ধর্মের বৈশিষ্টাবলী বর্ণনা করবে। (মযমুআয়ে ইশতেহারাত, ৩য় খন্ড, ২৯৬২৯৭পৃষ্ঠা)

একমাস পর, পহেলা জুলাই ১৯০০ সনে হুযূর (আঃ) আরো একটি বিজ্ঞাপন দেন তাতে লিখেন "মানুষের ঈমান যদি পূর্ণ থাকে তবে তার আর্থিক অবস্থা খারাপ হলেও কল্যাণের কাজ হতে পিছ পা হয় না। উদাহরণস্বরূপ আমার জামাতের দুইজন বন্ধুর কথা উল্লেখ করছি যারা বর্তমানে এ কাজের জন্য চাঁদা দিয়েছেন। তারা অন্য বন্ধুদের জন্য দৃষ্টান্ত। এদের মধ্যে একজন হলেন মুনশী আব্দুল আযীয সাহেব, তিনি গুরুদাসপুরে কাজ করেন। তিনি বিত্তবান না

হওয়া সত্ত্বেও একশত টাকা চাঁদা দিয়েছেন। আমি মনে করি এটি তার কয়েক বছরের সঞ্চয়। এটা প্রশংসনীয়। এর পূর্বে তিনি অন্য কাজের জন্য একশত টাকা চাঁদা দিয়েছেন। আর বর্তমানে তিনি তার পরিবারের পরওয়া না করে উপরোক্ত চাঁদা দিয়েছেন। "জাযাকুমুল্লাহু খায়রাল যাযা" (আল্লাহ্ তাদের উত্তম প্রতিদান দিন)। দ্বিতীয়জন যিনি বড় সাহস দেখিয়েছেন তিনি হলেন সিয়ালকোট নিবাসী মিয়া শাদী খান সাহেব। তিনি কাঠ ব্যবসায়ী। কিছু পূর্বে এক কাজের জন্য দেড়শত টাকা দিয়েছেন। আর বর্তমানে এ কাজের জন্য দুইশত টাকা পাঠিয়েছেন। তিনি হলেন আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকারী সেই ব্যক্তি যার ঘরের আসবাব পত্রের মূল্য সাকল্যে পঞ্চাশ টাকার বেশি হবে না। তিনি লিখেছেন "এখন দুর্ভিক্ষের সময় আর জাগতিক ব্যবসায়ে ক্ষতি দেখছি। তাই দ্বীনি ব্যবসা করাটাই উত্তম বলে মনে করি। তাই আমার কাছে যা ছিল তা সব পাঠিয়ে দিলাম।"বস্তুতঃ তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ) এর ন্যায় কাজ করেছেন।"

হুযূর (আঃ) বিজ্ঞাপনের শেষাংশে লিখেন "যে নূন্যতম একশত টাকা দিবেন তার নাম মিনারার ফলকে লেখা হবে। পরবর্তীতে বংশধর যেন এ ত্যাগের কথা স্মরণ রাখে।" পরে হুযূর (আঃ) ১০১ ব্যক্তির নামের তালিকা ফলকে লেখেন।

(১২) রিভিউ অব রিলিজিয়নস নামী পত্রিকা শুরু করার আহ্বান

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ১৫ই জানুয়ারী ১৯০১ সনে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। এতে তিনি লিখেন, "মানুষের হৃদয়কে প্রশান্তিদানকারী যে সব অকাট্য যুক্তি, প্রমাণ এবং ধর্মের (অর্থাৎ ইসলাম) সত্যতা, নিগূঢ় তত্ত্ব যা আমার উপরে প্রকাশিত করা হয়েছে এবং করা হচ্ছে তা সর্বদা আমাকে চিন্তিত করে ও কষ্ট দেয়, সন্তুষ্টকারী এসব প্রমাণ ও দলীলাদি দেশের শিক্ষিত ও ইউরোপের সত্যান্বেষীদের কোন কল্যাণ দিতে পরছে না। হৃদয়ের এ তীব্র ব্যাথা সহ্য করা কঠিন হচ্ছিল। কিন্তু খোদার ইচ্ছা এ অস্থায়ী জগত ছেড়ে দেয়ার পূর্বে তিনি আমার উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ করে দিবেন। তিনি চান না এ দুঃখ নিয়ে আমি ইহলোক ত্যাগ করি। সুতরাং আমার জীবনের এ মূল উদ্দেশ্য পূরণের এক দ্বার উন্মোচন হয়েছে। আর সেটা এভাবে, আজ কয়েকজন নিষ্ঠার সাথে আমাকে পরামর্শ দিয়েছে এ উদ্দেশ্য পূরণে যেন ইংরেজী ভাষায় একটি পত্রিকা বের করা হয়। এ পত্রিকায় বিশেষ করে আমার রচিত ঐ সকল লেখা প্রকাশিত হয় যা আমি সত্য ধর্ম সম্বন্ধে রচনা করেছি।.....এ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে মৌলভী মোহাম্মদ আলী প্লীডার ও খাজা কামালউদ্দিন প্লীডারকে নিযুক্ত করেছি।" (মাযমুআয়ে ইশতেহারাত, ৩য় খন্ড)

এ আহ্বানের পর ২৫শে জানুয়ারী ১৯০২ সনে ইংরজী ভাষায় ও মার্চ ১৯০২ সনে উর্দু ভাষায় রিভিউ অব রিলিজিয়নস পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয়।

(১৩) লংগরখানার ব্যবস্থাপনার জন্য বিশেষ তাহ্‌রীক

১৯০২ সনের মার্চ মাসে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। এত তিনি (আঃ) লিখেন "যেহেতু মেহমান বেশি বেশি আসছেন তাই লংগরখানার খরচ বেড়ে গেছে।.....এ সময়ে খরচ হচ্ছে মাসিক প্রায় আট শত টাকা। অপরদিকে এ খাতে মাসে ষাট টাকার মত একত্রিত হচ্ছে।.....সুতরাং প্রত্যেকের উচিত, নতুন ব্যবস্থাপনায় নিয়মিতভাবে মাসিক আবশ্যকীয়ভাবে চাঁদা দেবার অঙ্গীকার করে খাকসারকে লিখিতভাবে অবগত করবেন।" (মযমুআয়ে ইশতেহারাত, ৩য় খন্ড)

(১৪) "আদদার"এর সম্প্রসারণের জন্য তাহ্‌রীক

১৯০২ সনের ৫ই অক্টোবর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর পুস্তক কিশতিয়ে নূহ্ প্রকাশ করেন, এর শেষাংশে "আদদার" (হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ঘর) এর সম্প্রসারণের জন্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মালী কুরবানীর তাহ্‌রীক করেন।

(১৫) "রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স" পত্রিকার গ্রাহক দশ হাজারে উন্নত করার তাহ্‌রীক

সেপ্টেম্বর ১৯০৩ সনে উক্ত পত্রিকায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)এর একটি পয়গাম প্রকাশিত হয়। এতে তিনি (আঃ) বলেন,

"এ পত্রিকার সাহায্যার্থে এ জামাত হতে যদি দশ হাজার গ্রাহক উর্দু বা ইংরেজী পত্রিকার হয়ে যায় তবে এ পত্রিকাটি ভালভাবে চলতে পারবে। আমার মতে বয়াত গ্রহণকারীগণ নিজেদের বয়াতের (শর্তাবলীর) উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে চেষ্টা করলে এ সংখ্যা খুব বেশি নয়, বরং জামাতের বর্তমান (সদস্য) সংখ্যার তুলনায় এটি খুবই নগণ্য।

অতএব হে জামাতের নিষ্ঠাবান সদস্যগণ খোদা তোমাদের সহায় হোন, তোমরা এ কাজে সাহস দেখাও, খোদা যেন তোমাদের হৃদয়ে এ ধারণার উদ্রেক করেন, এটিই হলো সাহস দেখানোর সময়।'

এরপরে জামাতের সদস্যবৃন্দ আনন্দের সাথে এ তাহ্‌রীকে অংশগ্রহণ করেন। অনেকে একাই দশ দশটি পত্রিকার গ্রাহক হয়ে এ তাহ্‌রীকে অংশগ্রহণ করেন।

(১৬) কাদিয়ানের মাদ্রাসার জন্য চাঁদার তাহ্‌রীক

১৬ই অক্টোবর ১৯০৩ সনে কাদিয়ানের স্কুলের জন্য নিয়মিতভাবে মাসিক চাঁদার তাহ্‌রীক করে একটি বিজ্ঞাপন দেন।

(১৭) নেযামে "আল ওসীয়্যত"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) মালী কুরবানীর যে ভিত্তি ১৮৯১ সনে রেখেছিলেন, ২৪শে নভেম্বর ১৯০৫ সনে এর চূড়ান্ত মার্গ নেযামে আল ওসীয়্যতের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, ঐশী নির্দেশে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এ ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন করেন।

[মাওলানা দোস্ত মুহাম্মদ শাহেদ সাহেবের লেখা একটি প্রবন্ধ হতে সংকলন, দৈনিক আল ফযল ১০ ডিসেম্বর ২০০৫ এর সৌজন্যে]

-মাওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলা

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর
সাহাবীগণের মালী কুরবানী

[সৈয়্যদনা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কে আল্লাহ্‌তাআলা এমন সত্যবাদী, মুখলেস, যোগ্য, ফিদায়ী ও কুরবানীকারী দিয়েছিলেন যাঁরা প্রতি মুহূর্তে নিজের শরীর, আত্মা ও সম্পদ তাঁর (আঃ) এক ইশারায় কুরবান করার জন্য তৈরী থাকতেন ।]

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন,-"আমি কসম খেয়ে বলতে পারি যে, আমার জামাতে কমপক্ষে এক লাখ লোক এমন আছে যারা সত্য অন্তকরণে আমার উপর ঈমান এনেছে এবং সৎকর্মের উপর জীবন অতিবাহিত করছে..... আমি দেখছি যে আমার জামাত যেভাবে নেকী ও সততায় বৃদ্ধি পেয়েছে এটাও একটা মোযেজা, হাজার হাজার লোক মনের দিক দিয়ে ফিদায়ী। যদি এখন তাদেরকে বলা হয়, সমস্ত সম্পত্তি ছেড়ে দাও তাহলে তারা ছেড়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। (সিরাতুল মাহদী, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৬৫)

হযরত হাকীম মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব ভেরী (রাঃ)

সাইয়্যদনা হযরত হাকীম মাওলানা নূরুদ্দীন সাহেব সর্বক্ষণ জীবন, সম্পদ এবং সম্মান উৎসর্গ করে মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর দরবারে উপস্থিত থাকতেন। দেহ, মন ও সম্পদ সব কিছু খোদার রাস্তায় কুরবান করে দিয়েছিলেন। তাঁর (রাঃ) এই ত্যাগের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন-"তাঁর অর্থ দ্বারা যেভাবে আমি উপকৃত হয়েছি, আমি এর কোন নজির দেখি না, যা এর মোকাবেলায় বর্ণনা করবো। আমি তাকে চরিত্রের দিক থেকে অত্যন্ত প্রশস্থ হৃদয় নিয়ে ধর্মের খেদমতে ত্যাগী পেয়েছি। যদিও তার জীবনের প্রত্যেক দিন এ রাস্তায় ওয়াকফ, সে প্রত্যেক দিক থেকে 'দ্বীনে হক্ব' ও আত্মত্যাগের' প্রকৃত সেবক। এ জামাতের সাহায্যকারীদের মধ্যে সে প্রথম স্থানে। মৌলভী সাহেবের পূর্বোল্লিখিত গুণগুলো যদিও নিজের উদারতার কারণে, এই বাক্যটি তার সত্যায়ন করে কিন্তু তারপরও তিনি বারোশত টাকা নগদ বিভিন্ন প্রয়োজনের সময় এ জামাতের সাহায্যে দিয়েছেন। আর এখন বিশ টাকা মাসিক হিসাবে দেওয়া নিজের উপর ওয়াজিব করে নিয়েছেন। আর এটা ছাড়াও আরো অন্যান্য মালি খেদমতে বিভিন্ন সময়ে তার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। (ইযালায়ে আওহাম-রূহানী খাযায়েন, খন্ড- ৩ পৃষ্ঠা - ৫২০)

তারপর হুযূর (আঃ) আরও বলেন-আমি তাঁর কিছু ধর্মের খেদমতকে, যা তিনি সবার উপরে স্থান পাওয়া জন্য হালাল সম্পদ থেকে খরচ করেন সবসময় অবাকের সাথে দেখি। হায়! যদি এই খেদমত আমার দ্বারা হতো। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ সমস্ত শক্তি এবং আসবাবপত্র দ্বারা যা তার সামর্থ্য এবং সহজ লভ্য ছিল সব সময় আল্লাহ্ রসূলের আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত থাকেন। আর আমি অভিজ্ঞতা থেকে, শুধুমাত্র সু-ধারণা থেকে নয়, এ জানা প্রকৃত সত্যতা রাখে যে, তিনি আমার জন্য সম্পদ কেন বরং জীবন ও ইজ্জত দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। আর যদি আমি অনুমতি দিতাম তাহলে সব কিছুই এ রাস্তায় কুরবানী করে দিয়ে নিজের রূহানী বন্ধুত্বের ন্যায় প্রতিটি ক্ষণ সান্নিধ্যে থাকার হক আদায় করতেন। (ফতেহ ইসলাম-রূহানী খাযায়েন, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৫)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আওওয়াল (রাঃ) হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর নিকট আরজ করেছিলেন-'আমি আপনার রাস্তায় কুরবান। আর যা কিছু আছে সেটা আমার নয় আপনার, হযরত পীর ও মুরশীদ আমি সম্পূর্ণ সততার সাথে আরজ করছি আমার সমস্ত সম্পদ ও অর্থ যদি ধর্মের প্রচারের জন্য খরচ হয় তাহলে আমি আমার উদ্দেশ্যে পৌছে গেছি।..... আর সমস্ত কিছু এ রাস্তায় কুরবানী করার জন্য তৈরী আছি। (ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-৩, পৃঃ-৩৬)

হযরত নওয়াব মুহাম্মদ আলী খান সাহেব মালিরকোটলা

হযরত নওয়াব সাহেব মালী কুরবানীতে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। তিনি বিভিন্ন সময়ে জামাতকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করেছেন আর বিভিন্ন তাহ্‌রীকে অংশগ্রহণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বই সংকলণে সহায়তা, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য, মরকযের লাইব্রেরীতে বই দেওয়া, দারুল যিয়ফার জমি দান, মিনারাতুল মসীহ কাদিয়ানের জন্য চাঁদা দেওয়া, পত্রিকা আল হাকাম ও আল ফযলের জন্য সহযোগিতা, তাহ্‌রীকে জাদীদের পাঁচ হাজার সৈন্যে অংশগ্রহণ এবং গরীবদের প্রতিপালন প্রভৃতি। তাঁর মালী কুরবানীর একটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো-

"করম দীনের মামলার ম্যাজিস্ট্রেট আতমা রামের নিয়্যত ভাল ছিল না, সে হযরত আকদাস (আঃ) কে জেলের শাস্তি দিতে চাচ্ছিল। সুতরাং ৮ই অক্টোবর ১৯০৪ইং সনে হযরত আকদাস (আঃ)কে পাঁচশত টাকা জরিমানা ও হযরত হাকীম মৌলভী ফজল দীন সাহেবকে দুইশত টাকা জরিমানা আর অনাদায়ে ছয় মাসের জেল ফয়সালা শুনিয়ে দিল। তার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, জরিমানা তাৎক্ষণিক আদায় হবে না আর জেলের শাস্তি হবে কিন্তু এই সাতশত টাকা জরিমানা তাৎক্ষণিক দিয়ে দেয়া হয়েছিল। যার ফলে তার সমস্ত উদ্দেশ্য মাটির সাথে

মিশে গেল।। এটা আল্লাহ্‌তাআলার বিশেষ ফযল ছিল যে, নওয়াব সাহেবের অন্তরে ঢেলে দেওয়া হয়েছে যে, ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়ত ভাল নয়। আর তিনি সাবধানতা অবলম্বন করে নয়শত টাকা একদিন পূর্বেই নিজের এক লোকের মাধ্যমে গুরুদাসপুরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আর এটিই জরিমানা আদায়ের সময় কাজে এসেছে। (রুফকায়ে আহমদ, খন্ড -২ মুদ্রন দ্বিতীয়, পৃষ্ঠা-৭৮৬)

হযরত হাকীম ফযল দীন সাহেব ভেরী

হযরত হাকীম ফযল দীন সাহেব ভেরীও ধর্মের খেদমতের জন্য অগ্রগামী ছিলেন। ইজালায়ে আওহাম প্রকাশের সময় ছাড়াও তার পূর্বে তিনশত টাকা পাঠিয়ে ছিলেন। যখন তিনি জানতে পারলেন হুযূর (আঃ)-এর টাকা প্রয়োজন তাৎক্ষণিক আরো একশত টাকা পাঠিয়ে দিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বর্ণনা করেন–

"খুশীর কথা হাকীম ফযল দীন সাহেব তো মৌলভী হাকীম নূরুদ্দিন সাহেবের রঙ্গে এমন রঙ্গীন হয়েছেন যে, অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাথে আত্মদানের মাধ্যমে তাঁর থেকে উচুমানের সৎকর্ম সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং এ একশত টাকা কিছু অলংকার কেনা থেকেও বেশী যা শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য পাঠানো হয়েছে। (ইজালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-৩, পৃঃ-২৬৩)

হযরত শেঠ আব্দুর রহমান সাহেব মাদ্রাজী

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বর্ণনা করেন, শেঠ সাহেব.....শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য আমাদের জামাতে কয়েক হাজার টাকা পাঠিয়েছেন। আর বারবার এমন উৎসাহের সাথে খেদমত করেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ পরিপূর্ণ বিশ্বাসে বিশ্বাসী না হয় এমনভাবে খেদমত করতে পারে না। তিনি আমাদের দরবেশ খানার খরচের মধ্যে প্রথম স্থানের এক খাদেম আর আজ পর্যন্ত এ রাস্তায় একত্রে অনেক বড় পরিমাণ সংখ্যা দান করে আসছেন। এ ছাড়াও তাঁকে আমি দেখছি যে, তিনি একশত টাকা মাসিক সহযোগিতার জন্য নিজের উপর জিম্মা করে রেখেছেন..... তাঁর অর্থ দ্বারা যেভাবে আমি উপকৃত হয়েছি আর হচ্ছি আমি এর নজির দেখি না। এটা খোদার রহমত যে, তিনি এরকম ভালবাসা অন্তরের মধ্যে ঢেলে দিয়েছেন। এই হাজী শেঠ আব্দুর রহমান সাহেব সেই ব্যক্তি যিনি আথমকে কসম দেয়ার সময় এর জন্য তৈরী ছিলেন যে, যদি আথম কসমের উপর টাকা চায় তাহলে নিজের পক্ষ থেকে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জমা দিতে চেয়েছিলেন। (আনজামে আথম, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-১১ পৃষ্ঠা-৩১২)

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) হযরত শেঠ আব্দুর রহমান সাহেব মাদ্রাজীর একজন বন্ধু হযরত শেঠ লাল জী ওয়ালজী সাহেবের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন-

শেঠ আব্দুর রহমান সাহেব মাদ্রাজীর অনেক বড় ব্যবসা ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর সমস্ত টাকা ধীরে ধীরে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)কে দিয়ে দিয়েছেন। পরে যখন তিনি দেওলিয়া হয়ে গেলেন, তখন তাঁর এক বন্ধু শেঠ সাহেব তাঁকে বললেন আপনি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) দ্বারা দোয়া করান এর মধ্যে অনেক বড় বরকত হয়। তারপর বললেন আমি তাঁকে মাসিক নজরানা স্বরূপ বড় অঙ্ক পাঠাতাম আপনিও তাঁকে নজরানা পাঠান। সুতরাং তিনি সাড়ে তিনশত টাকা মাসিক নজরানা স্বরূপ পাঠানো শুরু করলেন। মনে হয় তাঁর মধ্যে রূহানীয়্যত ছিল। তা না হলে সে, শেঠ আব্দুর রহমান সাহেব মাদ্রাজীকে বলতেন আপনি দোয়া করিয়ে কি নিয়েছেন। আপনারতো পূর্বের ব্যবসাও নাই। কিন্তু মনে হয় যে, তিনি খুব জানতেন, তিনি যে বরকত পেয়েছেন সেটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক। আর তিনিও রূহানী বরকত পাবেন। এজন্য তিনি শেঠ আব্দুর রহমান সাহেব মাদ্রাজীর নসিহতের উপর আমল করা শুরু করেছিলেন। (আল-ফযল, ১১ নভেম্বর, ১৯৫৮ইং)

হযরত চৌধুরী রুস্তম আলী সাহব

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন, আমাদের এক বন্ধু চৌধুরী রুস্তম আলী সাহেব তিনি প্রথমে সিপাহী ছিলেন পরে কনষ্টোবল, পরে ইনেস্পক্টর, পরে, প্রসকিউটিং ইন্সপেক্টর হয়েছেন। সেই সময় বেতন খুব অল্প ছিল। এখনতো একজন সিপাহী দামী এলাউন্স অন্যান্য মিলিয়ে প্রায় ষাট টাকা মাসিক হারে পান। কিন্তু সেই সময় সিপাহীরা প্রায় এগারো টাকা পেতেন। থানাদার ৪০ টাকা আর ইন্সপেক্টর ৭৫ বা ১০০ টাকা পেতেন আর প্রসকিউটিং অফিসার ১০০ থেকে কিছু বেশি পেতেন। আমার মনে আছে তিনি তাঁর বেতনের একটি বড় অংশ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)কে পাঠাতেন। একবার হঠাৎ করে নির্দেশ আসলো তাঁকে পদমর্যাদায় উন্নত করা হলো আর বেতনও বেড়ে গেল। তারপর তাঁর বেতনের যে বাড়তিটুকু ছিল সেটার সবটুকুই হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)কে পাঠিয়ে দিতেন। একবার তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)কে যে, চিঠি লিখেছিলেন সেটি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আমাকে পড়তে দিলেন। আমি পড়ে বললাম এ চিঠিটি চৌধুরী রুস্তম আলী সাহেবের আর তিনি লিখেছেন যে, আমি তো প্রথমে একশত টাকা পাঠাতাম কিন্তু এখন আমার বেতন আরো ৮০ টাকা বেশি হয়েছে। আর আমি মনে করি যে, এটা শুধু হুযূর (আঃ)-এর দোয়ার বদৌলতে আর আপনার জন্য হয়েছে। এ জন্য এখন থেকে আমি আপনাকে ১৮০ টাকা মাসিক রূপে পাঠাবো। আমি এ বাড়তির হকদার নই বরং আমি তো মনে করি প্রথমের বেতনেরও হকদার নই। সেটাও খোদাতাআলা আমাকে আপনার খাতিরেই দিচ্ছেন। (আল ফযল, ১১ নভেম্বর ১৯৫৮ইং)

হযরত ডাঃ খলীফা রশীদ উদ্দিন সাহেব

হযরত ডাঃ খলীফা রশীদ উদ্দিন সাহেবের মালী কুরবনী উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন–তাঁর মালী

কুরবানী এতটুকু বেড়ে গিয়েছিল যে , হযরত (আ:) সাহেব তাঁকে নির্দেশ শুনিয়ে দিয়েছিলেন যে, আপনার কুরবানীর প্রয়োজন নাই। হযরত (আ:) সাহেবের সেই যুগের কথা আমার স্মরণ আছে যখন কিনা তাঁর (আ:) উপর গুরুদাসপুরে মামলা হচ্ছিল। আর তখন টাকার খুবই প্রয়োজন ছিল। হযরত (আঃ) সাহেব বন্ধুদের তাহরীক করলেন যেহেতু খরচ বাড়ছে, লঙ্গরখানা দুই জায়গায় হয়ে গেছে একটি কাদিয়ানে আরেকটি গুরুদাসপুরে, এছাড়াও মামলার খরচ হচ্ছে। এজন্য বন্ধুরা সাহায্য সহযোগিতার দিকে দৃষ্টি দিন। যখন হযরত (আঃ) সাহেবের এ তাহরীক ডাক্তার সাহেবের নিকট পৌছলো তখন ঘটনাক্রমে এমন হলো যে, সেই দিনেই তিনি বেতন প্রায় ৪৫০ টাকা পেলেন। তিনি সমস্ত বেতন সে সময়েই তাঁর (আঃ)-এর খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন। একজন বন্ধু জিজ্ঞেস করলো আপনি ঘরের প্রয়োজনের জন্য কিছু রেখে দিতেন। তখন তিনি বললেন খোদার (মামুর) বলেছেন, ধর্মের জন্য প্রয়োজন, তাহলে আবার কিসের জন্য রাখতে পারি। মোট কথা ডা: সাহেব ধর্মের জন্য এতটুকু বেড়েছিলেন যে, হযরত (আ:) তাকে থামানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। আর তাঁকে বলতে হয়েছে যে, এখন তাকে কুরবানী করার প্রয়োজন নাই। (দৈনিক আল ফজল, ১১ই জানুয়ারী ১৯২৭ইং)

হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব কপুরথলী

একবার প্রথম যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:)-এর লূধিয়ানায় কোন জবুরী ইশতেহার ছাপানোর জন্য ষাট টাকার প্রয়োজন পড়লো। সেই সময় হুযূর (আ:)-এর কাছে এ টাকার ব্যবস্থা ছিল না আর প্রয়োজনটি তাৎক্ষনিক ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হুযূর (আ:) হযরত মুন্সী জাফর আহমদকে ডেকে বললেন এই সময়ে এটি গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী দেখা দিয়েছে। আপনার জামাত কি এ টাকার ব্যবস্থা করতে পারবে? তিনি (রা:) বললেন পারবে। আর আমি গিয়ে টাকা আনছি। সুতরাং তিনি তখনই কপুরথলায় রওয়ানা দিলেন। আর জামাতের কোন লোককে বলা ছাড়াই স্ত্রীর একটি অলংকার বিক্রি করে দিলেন এবং ষাট টাকা নিয়ে হযরত (আ:) সাহেবের খেদমতে উপস্থাপন করলেন। হযরত (আ:) সাহেব খুব খুশী হলেন এবং কপুরথলা জামাতের জন্য দোয়া করলেন। (কেননা হুযূর (আ:) এটা মনে করেছিলেন যে, এই টাকাটা জামাত ব্যবস্থা করেছিল) কিছু দিন পরে মুন্সী আরোরা সাহেবও লুধিয়ানা গেলেন তখন হযরত (আ:) সাহেব খুবই আনন্দের সাথে বললেন "মুন্সী সাহেব আপনার জামাত খুবই প্রয়োজনীয় সময়ে সহযোগীতা করেছে " মুন্সী সাহেব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন "হযরত (আ:) কোন সাহায্যটি? আমিতো কিছুই জানিনা! হুযূর (আ:) বললেন "এটাই যা হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব কপুরথলা জামাতের পক্ষ থেকে ষাট টাকা নিয়ে এসেছিলেন" । মুন্সী সাহেব বললেন হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব আমাকে তো এর সম্বন্ধে কিছুই বলেননি। আর না জামাতকে কিছু বলেছেন। আমি উনাকে জিজ্ঞেস করবো আমাদেরকে কেন বলেননি। এরপর হযরত মুন্সী আরোরা সাহেব ছয় মাস পর্যন্ত হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেবের উপর এ জন্য নারাজ ছিলেন যে, আপনি কেন আমাকে এ খেদমত থেকে বঞ্চিত রেখেছেন। (রুফাকায়ে আহমদ, খন্ড-৬পৃষ্ঠা-৭২)

হযরত মুন্সী শাদী খান সাহেব সিয়ালকোটী

হযরত মুন্সী শাদী খান সাহেব কাঠ বিক্রেতা সিয়ালকোট নিজের ঘরের সমস্ত আসবাব বিক্রি করে দিয়ে তিনশত টাকা হুযূর (আ:) এর খেদমতে পেশ করলেন। যার জন্য হুযূর (আ:) সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। যখন মিয়া শাদী খান সাহেব এটি শুনলেন তখন ঘরের যে চারপায়ীগুলো (চৌকির মত) ছিল সেগুলোও বিক্রি করে দিলেন এবং তার টাকাটাও হযরত (আ:) সাহেবের নিকট পেশ করলেন। (তারিখে আহমদীয়াত, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা- ১২৬-১২৭)

হযরত মসীহ মাউদ (আ:)তাঁর জীবন কুরবানীর উপর সন্তুষ্টির স্বীকৃতি দিতে গিয়ে বলেন-"দ্বিতীয় নিষ্ঠাবান যিনি এ সময়ে অনেক বড় বীরত্ব দেখিয়েছেন মিয়া শাদী খান কাঠ বিক্রেতা সাকিং সিয়ালকোট সে এখনই এক কাজে দেড়শো টাকা চাঁদা দিয়েছে। আর এখন সে কাজের জন্য আরো ২০০টাকা চাঁদা পাঠিয়ে দিয়েছে। সে এরকম একজন মুতাওয়াক্কেল ব্যক্তি যদি তার ঘরের সমস্ত আসবাব দেখা যায় তাহলে মনে হয় সমস্ত সম্পত্তি ৫০টাকার বেশি হবে না। তিনি নিজের চিঠিতে লিখেছে যেহেতু অভাবের সময় আর দুনিয়াবী ব্যবসা স্পষ্ট ধবংস লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাই এর চেয়ে ভাল যে, আমরা দ্বীনি ব্যবসা করি। এ জন্য যা আমার কাছে ছিল পাঠিয়ে দিয়েছি"। (মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত,খন্ড-৩য় পৃষ্ঠা-৩১৫)

হযরত মুন্সী আব্দুল আজীজ সাহেব, উজলভী ও সিখওয়ানা ভাতৃবৃন্দ

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এই চার জন বুযুর্গের মালী কুরবানী উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন আমি আমার জামাতের মহব্বত এবং নিষ্ঠা দেখে আশ্চর্য হই, এদের মধ্যে থেকে অত্যন্ত স্বল্প উপার্জন কারী যেমন:- মিয়া জামাল উদ্দিন , খায়ের উদ্দিন এবং ইমাম উদ্দিন কাশ্মীরী আমার গ্রাম থেকে কাছে। এরা তিন জন গরীব ভাই, যারা সম্ভবত তিন বা চার আনার মজুরী করে। উৎসাহের সাথে মাসিক চাঁদায় অংশ গ্রহণ করেছে। এদের বন্ধু মিয়া আব্দুল আজিজ পাটোয়ারীর নিষ্ঠায় ও আমি আশ্চর্য হই, অল্প উপার্জন সত্ত্বেও এক দিন একশত টাকা চাঁদা দিয়ে বললো আমি চাই খোদার রাস্তায় খরচ হয়ে যাক । এ একশত টাকা সম্ভবত এ গরীব লোকটি কয়েক বছরে জমা করেছে। লিল্লাহি (আল্লাহর জন্য) জোশে এবং খোদার সন্তুষ্টির জোশে দিয়ে দিয়েছিলেন। (জামিমা আনজামে আথম, রুহানী খাজায়েন, খন্ড-১১ পৃষ্ঠা- ৩১৩)

মুন্সী আব্দুল আজিজ সাহেব পাটোয়ারী সাকিং উজলা জিলা গুরুদাসপুর অল্প উপার্জন সত্ত্বেও ১২৫ টাকা দিয়েছেন। মিয়া জামাল উদ্দিন কাশ্মীর সাকিন সিখওয়া জিলা গুরুদাসপুর আর তার দুই ভাই মিয়া ইমামুদ্দীন আর মিয়া খায়ের উদ্দিন ৫০ টাকা দিয়েছেন। এ চার জনের চাঁদার ব্যাপারটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ও ইর্ষারযোগ্য যদিও এটি দুনিয়াবী সম্পদের দিক থেকে অত্যন্ত কম অংশ মনে হয়। (মজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা- ১১৬)

হযরত মিয়া মুহাম্মদ হাসান

সাহেব বায়তুল মুবারক এর জন্য চাঁদার তাহ্‌রীক করার সময় হযরত আব্দুর রহমান সাহেব লিখেন এই চাঁদার তাহরীক করতে আমি এই কথার প্রকাশ করতেও খুশি হচ্ছি যে, জামাত এই দিকে এক সীমা পর্যন্ত দৃষ্টি দিয়েছে আর কিছু অনুসরণের যোগ্য দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, তাদের মধ্য থেকে..... মিয়া মুহাম্মদ হাসান সাহেব দফতরী, দফতর ম্যাগাজিন কাদিয়ান যিনি পূর্বের ক্ষমতা অনুযায়ী নগদ চাঁদায় অংশগ্রহণ করেছেন। তার বাচ্চা রহমত আলী দেখলো যে, আমার পিতা অর্থাৎ মিয়া মুহাম্মদ হাসান সাহেব বর্ণিত আমার মরহুমা মায়ের বাকী অলংকার চাঁদা দিয়ে দিয়েছেন। এজন্য মিয়া মুহাম্মদ হাসান সাহেব সমস্ত অলংকার সেই দিনেই বায়তুল মুবারকে চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিলেন। যা একজন গরীব মানুষের শক্তির বাহিরে। (আখবারে বদর, ১৬ই মে ১৯০৭ খৃঃ, পৃষ্ঠা-১০ কলাম-১ও ২)

হযরত হাফেয মঈন উদ্দিন সাহেব কাদিয়ানী

হযরত হাফেয মঈন উদ্দিন সাহেবের প্রকৃতিতে এ বিষয়ের বড় জোশ ছিল যে, তিনি জামাতের জন্য কুরবানী করেন। তাঁর নিজের অবস্থা তো এই ছিল যে, অত্যন্ত দরিদ্রতার সাথে (দিন) অতিবাহিত করতেন। এর মধ্যে দুর্বল হওয়ার কারণে কোন কাজ করতে পারতেন না হযরত আকদাস (আঃ)- এর পুরনো একজন সেবক হিসাবে কিছু লোক ভালবাসা ও আন্তরিকতার সাথে তাঁকে কিছু সাহায্য করতেন। কিন্তু হাফেয সাহেবের এ নীতি ছিল এ টাকাগুলোকে যা তিনি এ উপায়ে পেতেন কখনও নিজের প্রয়োজনে খরচ করতেন না। বরং এগুলোকে জামাতের খেদমতের জন্য হযরত আকদাস (আঃ)-এর নিকট পেশ করতেন। আর জামাতের কোন তাহরীক এমন ছিল না যাতে তিনি শরীক হতেন না। যদিও এক পয়সাই হোক না কেন। হাফেয সাহেবের ব্যক্তিগত প্রয়োজনকে রেখে তাঁর এই কুরবানী সাধারণ হতো না। তিনি কয়েকবার ক্ষুধার্ত থেকেও ধর্মের খেদমত করতেন। হযরত মসীহ্ পাক (আঃ)ও তাঁর এই কুরবানীর প্রশংসা করতেন। (রুফকায়ে আহমদ, খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা-২৯৩)

পুরুষদের সাথে সাথে জামাতে আহমদীয়ার মুবারক মহিলারাও মালী কুরবানীর উচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আর পরবর্তী বংশধরদের জন্য উৎকৃষ্ট নমুনা রেখে গেছেন। এরকম অসংখ্য নিষ্ঠাবান মহিলা আছেন কিন্তু উদাহরণস্বরূপ দু এক জনের উল্লেখ করছি।

হযরত আম্মাজান সৈয়্যদা নুসরাত জাঁহা বেগম সাহেবা

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বললেন– বয়াতকে বৃদ্ধি করা দরকার আর এর জন্য চাঁদার তাহরীক করা হলো। কিছু বন্ধু চাঁদা লেখানো শুরু করলো। তারপর হুযূর (আঃ) বললেন, আমি ভিতরে জিজ্ঞেস করে আসি। এই বলে হুযূর (আঃ) ঘরে গেলেন কিছুক্ষণ পরে হুযূর (আঃ) ফেরৎ এসে বললেন–আমি ঘরে বললে তিনি (অর্থাৎ হযরত আম্মাজান) নিজের অলংকার বিক্রি করে এক হাজার টাক চাঁদা দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। (রেজিষ্টার রেওয়ায়াতে রুফকা, নম্বর ৮, পৃষ্ঠা-১১৬)

হযরত করীম বিবি সাহেবা

মোহতরমা করীম বিবি সাহেবা স্ত্রী মুন্সী ইমাম উদ্দিন সাহেব, প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও সবসময় মালী কুরবানীর পথের খোঁজ করতেন। আর অপেক্ষায় থাকতেন কখন মালী কুরবানীর আওয়াজ আসবে আর তিনি সমস্ত কিছু কুরবানী করবেন। যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) 'বায়তুল জিকির লন্ডনের জন্য মহিলাদের কাছ থেকে চাঁদার তাহরীক করলেন তখন তার কাছে যথেষ্ট পরিমাণ অলংকার ছিল। তিনি শুধু একটি অলংকার নিজের মরহুমা মায়ের চিহ্ন স্বরূপ রেখে বাকীগুলো খুশির সাথে উপস্থাপন করে দিয়েছেন।

তিনি মুসিয়া ছিলেন আর ওসীয়্যতের সমস্ত চাঁদা হিসাব অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিজের জীবনেই আদায় করে দিয়েছেন। হিস্যায়ে জায়েদাদ এর টাকা একবার আদায় করেছিলেন কিন্তু অফিসের ভুলের কারণে সমস্ত টাকা অন্য একটি খাতে জমা হয়ে গিয়েছিল। কিছু সময় পরে এ ভুলটি ধরা পরেছিল। এর সমাধান কাগজের সংশোধনের মাধ্যমে অতি সহজে করা যেত। কিন্তু তিনি এটা পছন্দ করলেন না যে, যদি ভুল ক্রমেই অন্য চাঁদায় টাকা চলে যায় তাহলে তাকে অন্যখাতে পরিবর্তন করা হোক। সুতরাং তিনি আবার ওসীয়্যতের চাঁদা আদায় করলেন। (রুফকায়ে আহমদ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা- ১৬২)

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) জামাতে আহমদীয়ার এই নিষ্ঠাবান এবং জীবন কুরবানকারী বন্ধুদের মালী কুরবানীর উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন–স্মরণ রেখো! যারা আসবে তাদেরকে রিযিক খোদাতাআলা দিবে। কিন্তু প্রথম যারা আসবে তাদের জন্য অনেক বড় বরকত হবে। যে প্রথমে আসবে তার জন্য জান্নাতের দরজা প্রথমে খুলা হবে। আর যে পরে আসবে তার জন্য জান্নাতের দরজাও পরে খুলা হবে। (আল ফযল, ১১ই জানুয়ারী ১৯৫৮ ইং)

[দৈনিক আল ফযল, ১০ ডিসেম্বর ২০০৫ সৌজন্যে]

অনুবাদ–মাওলানা রইস আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

ওসীয়্যত বিষয়ক জরুরী নিয়মাবলী

যা জানা সকলের জন্য আবশ্যক।

(প্রশ্ন উত্তরের আকারে)

আয়

প্রশ্ন ঃ আয় ও সম্পত্তির উপর ওসীয়্যতের হার কি?

উত্তর ঃ একজন মুসীর জন্য জরুরী যে,

(১) মৃত্যুর পূর্বে সম্পত্তির দশ ভাগের এক ভাগ হতে তিন ভাগের এক ভাগ ওয়াদা পর্যন্ত আদায় করার ওসীয়্যত করবে।

(২) জীবদ্দশায় নিজ সম্পত্তি হতে অর্জিত আয় ছাড়া বাকী অন্যান্য যে কোন উপায়ে অর্জিত আয়ের ১০ ভাগের এক অংশ হতে তিন ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত চাঁদা হিস্যায়ে আমদ আদায় করবে।

(৩) সম্পত্তি হতে অর্জিত আয়ের উপর চাঁদা হিস্যায়ে আমদ আম চাঁদার হার অনুযায়ী (১৬ ভাগের এক ভাগ আদায় করবে)

প্রশ্ন ঃ ওসীয়্যত করার সময় যদি কোন ব্যক্তির কোন স্থায়ী আয় না থাকে, তাহলে সে মাসিক আয় কি লেখাবে?

উত্তর ঃ সে অবস্থায় তাকে তার আনুমানিক মাসিক আয় লেখানো উচিত, অথবা ছয় মাস বা বৎসরের গড়পরতা একটি মধ্যম আয় লেখানো উচিত।

প্রশ্ন ঃ কোন গৃহস্থালী মহিলা যিনি মুসী, নিজে কোন কাজ কর্ম করেন না, তার কাছ থেকে সাধারণতঃ পকেট খরচের উপর চাঁদা গ্রহণ করা হয়; এ সম্পর্কে কোন পথনির্দেশক নিয়ম আছে?

উত্তর ঃ মহিলাগণকে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী থাকা-খাওয়ার মান মর্যাদা অনুপাতে কুরবানী করা উচিত। সাধারণতঃ স্ত্রীর কাছ থেকে ওসীয়্যতের চাঁদা আদায় করার নিয়ম এরূপই যে যদি তার আয় না থাকে তাহলে স্বামী তার জন্য যথোচিত পকেট খরচ ধার্য করবে; এটাই তার স্ত্রীর আয় বলে গণ্য করা হবে। এরূপে আর্থিক কুরবানীতে অংশ বলবৎ রাখার নিমিত্তে পকেট খরচ থেকে তিনি ওসীয়্যতের চাঁদা আদায় করবেন। পকেট খরচ প্রত্যেকের অবস্থা এবং থাকা খাওয়ার মান মর্যাদা অনুপাতে ধার্য ও নির্ণীত করা হয়।

প্রশ্ন ঃ কোন ছাত্র মুসী হলে তার পকেট খরচ বা বৃত্তির উপর ওসীয়্যতের চাঁদা জরুরী হবে?

উত্তর ঃ অবশ্য ছাত্রগণের বৃত্তির উপর হার প্রযোজ্য হবে না কিন্তু তাদের কাছে এ প্রত্যাশাই করা হবে যে তারা নিজেদের সঙ্গতি অনুযায়ী জামাতের সাথে বুঝ পরামর্শ করে কিছু টাকা নির্দিষ্ট করে রীতিমত চাঁদা আদায় করবে।

প্রশ্ন ঃ চাকুরিজীবিগণ নিজেদের বেতন থেকে পূর্ণরূপে হিস্সায়ে আমদ আদায় করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের পেনশনের জন্য মাসিক বা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রভিডেন্ট (ভবিষ্যতের জন্য) চাঁদা আদায় করে যার ফলে অবসর গ্রহণ কালে তারা পেনশন পেতে থাকেন। এরূপ পেনশনের উপর ওসীয়্যতের চাঁদার কি নিয়ম আছে?

উত্তর ঃ পেনশনের উপর ওসীয়্যতের চাঁদা দেয়া জরুরী; কেননা তারা ভবিষ্যতের জন্য মাসিক যতটুকু মাসিক চাঁদা দিয়ে থাকেন তা পেনশনের তুলনায় পেনশনের টাকা অনেক বেশী। প্রকাশ থাকে, তারা যা প্রভিডেন্ট-এর টাকা জমা দেন তার সঙ্গে তদনুরূপ আরো টাকা সরকারের পক্ষ হতে জমা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ঃ কোন ব্যক্তির আয় হতে কোন খাতের টাকা ওসীয়্যতের চাঁদা থেকে বাদ দেয়ার অনুমতি আছে?

উত্তর ঃ যে আয়ের উপর ওসীয়্যতের চাঁদা জরুরী এটা দ্বারা ঐসব আয় বুঝায় যা বিভিন্ন উপায়ে অর্জিত হয়; কেবল নিম্নলিখিত খাতের টাকা আসল আয় হতে বাদ দেয়ার অনুমতি আছে ঃ

(ক) চাকরিজীবিগণকে যেসব ভাতা (Allowances) তাদের ব্যক্তিগত খরচের জন্য প্রদান করা হয় যা তারা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী খরচ করে থাকে।

(খ) সরকারের তরফ থেকে ধার্যকৃত দেনা, টেক্স,

(গ) চাকরিজীবিগণকে দেয় বিশেষ এলাউন্স, যা সীমাবদ্ধ কাজের জন্য দেয়া হয় যেমন ইউনিফরম এলাউন্স, শিক্ষা এলাউন্স, চিলড্রেন এলাউন্স।

(ঘ) এমন এলাউন্স, যা দফতরী কাজের জন্য প্রদান করা হয় যেমন, টিএ, ডিএ।

প্রশ্ন ঃ বাড়ী ঘরের জন্য দেয়া টাকা, ইনসুরেন্স এর টাকা চাঁদা আদায়ের আসল আয় থেকে কি বাদ দেয়া যাবে?

উত্তর ঃ (ক) বাড়ী ঘরের জন্য দেয়া ইনসুরেন্স (হাউস ইনসুরেন্স) এর টাকা জরুরী হলেও এমন টাকা চাঁদার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির আসল আয় থেকে বাদ দেয়া যাবে না। যদি Mortgage Company ঋণ নেয়ার জন্য এমন বাড়ী ঘরের উপর ইনসুরেন্স করা জরুরী হয় তাহলে এই ইনসুরেন্স এর উপকার ক্রয়কারী লাভ করেব; এইজন্য এটা সাধারণ খরচাদির মধ্যে গণ্য হবে। তাই ঋণের কোন কিস্তি আদায় বা inetrest Mortgage অথবা

ইনসুরেন্স প্রিমিয়াম ইত্যাদি চাঁদার উদ্দেশ্যে আসল আয় হতে বাদ দেয়ার অনুমতি নেই।

(খ) এরূপে অটো ইনসুরেন্সকেও আসল আয় থেকে বাদ দেয়ার অনুমতি নাই; কারণ এটার লাভও মালিকই পাবে।

প্রশ্ন ঃ কি হ্যালথ ইনসুরেন্সকে চাঁদার জন্য আসল আয় থেকে বাদ যেতে পারে।

উত্তর ঃ হ্যালথ ইনসুরেন্স এর খরচাদিও আসল হতে বাদ দেয়া যাবে না যদিও এসব জরুরীই হউক না কেন, কেবল এ অবস্থা ব্যতিরেকে যখন হ্যালথ ইনসুরেন্স একটি সরকারী টেক্সস্বরূপ হয় অথবা ইহার লাভ কোন এক কমিউনিটির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয় এবং ব্যক্তিগত সুবিধা ইহা দ্বারা না হয়।

প্রশ্ন ঃ যদি মুসীর কোন স্থাবর সম্পত্তি হতে ভাড়া স্বরূপ আয় হয় তাহলে কি সেই আয়ের উপর চাঁদা "হিসসা আমদ" আদায় করবে?

উত্তর ঃ মূসী এমন সম্পত্তি হতে উৎপাদিত আয়ের উপর চাঁদা আম হিসাবে অর্থাৎ১/১৬ ভাগ চাঁদা আদায় করে।

সম্পত্তি

প্রশ্ন ঃ যদি কোন ব্যক্তি নিজ আয়ের উপর অর্থাৎ (সম্পত্তির) ঋণের কিস্তি বাদ না দিয়ে সম্পূর্ণ আয়ের উপর "হিস্যা আমদ" আদায় করে সে অবস্থায় কি তাকে সেই সম্পত্তির উপর "হিস্যা জায়েদাদ" (সম্পূর্ণ সম্পত্তির ১/১০ অংশ বা যত অংশ সে ওসীয়্যত করেছে–অনুবাদক) আদায় করা জরুরী?

উত্তর ঃ সম্পত্তির উপর তার ওসীয়্যত অনুযায়ী সম্পূর্ণ হিস্যা জায়েদাদ আদায় করা জরুরী; দু'টি বিষয় এস্থলে উল্লেখযোগ্যঃ

(১) যদি কোন ব্যক্তি এত পরিমাণ আয়ের সঙ্গতি না রাখে যে এককালে বা কিস্তিতে কোন একটি সম্পত্তি ক্রয় করবে ঃ এটা ক্রয় করার জন্য ঋণ গ্রহণ করে, এমতাবস্তায় সে জীবদ্দশায় এরূপ সম্পত্তির হিস্যা জায়েদাদ আদায় করতে চায়, তাহলে ঋণের দায়িত্ব সে নিজের উপর ন্যাস্ত রাখবে এবং তশখীস (সম্পত্তির মূল্য নির্ণয়) এর সময় ঐ সম্পত্তির যা মূল্য ধার্য হবে উহার উপর হিস্যা জায়েদাদ আদায় করবে; কারণ জীবনে ঋণের কোন মান মর্যাদা নেই। (কেননা প্রত্যক ব্যক্তিই জীবনে ঋণ নেয়া দেয়া করেই থাকে)।

(২) যেমন কোন ব্যক্তি আয় করে এবং সেই আয়ের উপর ওসীয়্যতের চাঁদা হিস্যা আমদ আদায় করে; অতঃপর অবশিষ্ট আয় দ্বারা এককালে বা কিস্তিতে কোন সম্পত্তি কিনে যার উপর এর মৃত্যুর পরে ওসীয়্যত ধার্য হয়; তার সুবিধার্থে এই অনুমতি আছে যে সে ইচ্ছা করলে জীবদ্দশায় উহা আদায় করতে পারবে।

প্রশ্ন ঃ অস্থাবর সম্পত্তির উপর যেমন শেয়ারস এরূপে অন্যান্য Investments, ওসীয়্যতের চাঁদা কিরূপে আদায় করা হবে?

উত্তর ঃ (১) এরূপ সম্পত্তির উপর উপস্থিত বাজার দর অনুপাতে মূল্য ধার্য করে তার সম্পত্তি বলে গণ্য করা হবে এবং উহা হতে হিস্যা জায়েদাদ নেয়া হবে।

(৩) এরূপ সম্পত্তি হতে উৎপাদিত লাভের উপর হার মোতাবেক হিস্যা আমদ (১/১০অথবা মূসী যে হারে ওসীয়্যত করেছে সে হারে) আদায় করবে। এ নির্দেশ সব রকমের Investments এর উপর বর্তাবে।

প্রশ্ন ঃ ওসীয়্যত করার সময় মুসী নিজ স্বত্বাধিকারভুক্ত বাড়ীর ওসীয়্যত কি হারে করবে?

উত্তর ঃ ওসীয়্যতের চাঁদার হার কমপক্ষে ১/১০ ভাগ, বেশির পক্ষে ১/৩ ভাগ; প্রত্যেক মুসী ইহার মধ্যে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী যে কোন হারে হিস্যা আমদ এবং হিস্যা জায়েদাদ ধার্য করে এবং ইহার সংবাদ অফিসকে জানিয়ে আদায় করার কাজ সুসম্পন্ন করতে পারে।

প্রশ্ন ঃ মূসীর মোটরকার কি জায়েদাদের অন্তর্ভুক্ত?

উত্তর ঃ দৈনন্দিন ব্যবহারিক জিনিসের মধ্যে মোটরকারও মুসীর সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হবে না; তবে যদি মুসীর অন্য কোন সম্পত্তি না থাকে এবং তিনি নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী মোটর গাড়ী বা তদনুরূপ অন্যান্য জিনিস হতে যেগুলি সম্পত্তি বলে গণ্য হতে পারে হিস্যা জায়েদাদ আদায় করতে চান তা হলে করতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ দৈনন্দিন ব্যবহারিক জিনিস যেমন টিভি, কম্পিউটার গাড়ী ইত্যাদি জিনিস ওসীয়্যত করার সময় কি সম্পত্তি স্বরূপ লিখানো যেতে পারে?

উত্তর ঃ উল্লিখিত জিনিসগুলো ঘরে ব্যবহারিক জিনিস বলে গণ্য হবে, তাই এসব নিজিসের উপর ওসীয়্যত লাগু হবে না। এরূপে সিলাই মেশিনের উপর ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার, ভি,সি, আর ইত্যাদির উপরও ঘরে ব্যবহারিক জিনিস বলে ওসীয়্যত লাগু হবে না।

প্রশ্ন ঃ বিদেশে স্বামী স্ত্রী অর্ধেক অর্ধেক হারে সম্মিলিত সম্পত্তি রাখে; এমতাবস্থায় যদি তাদের এক জন মুসী হয় তাহলে তার কি পরিমাণ অংশে ওসীয়্যত লাগু হবে?

উত্তর ঃ (১) যদি সম্পত্তি অর্জনে স্বামী স্ত্রী উভয় সমান সমান টাকা খরচ করে থাকে তা হলে কেবল এক জন মূসী হলে অর্ধেক সম্পত্তির উপর ওসীয়্যত লাগু হবে এবং অর্ধেক হতে হিস্যা জায়েদাদ আদায় হবে।

(২) কিন্তু যদি কেবল দেশের আইন অনুযায়ী তারা অংশীদার হয় এবং তাদের কেবল একজনের টাকা ব্যয় হয়ে থাকে তাহলে টাকা ব্যয়কারী মুসী হলে সম্পূর্ণ সম্পত্তি হতে হিস্যা জায়েদাদ আদায় করতে হবে; কিন্তু অপর পক্ষ যদি মুসী হয় যার টাকা লাগেনি তাহলে সেই সম্পত্তি তার সম্পত্তি বলে গণ্য হবে না এবং হিস্যা জায়েদাদ আদায় হবে না।

(৪) কোন দেশের আইন শরীয়তের উপর প্রযোজ্য হয় না; এ জন্য সেই সম্পত্তির

বিষয়টি পরিষ্কার করে নেয়া জরুরী হবে। প্রথম পক্ষ মারা গেলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক দ্বিতীয় পক্ষ হবে এবং সেই পক্ষও মুসী হলে শরীয়তের নিয়ম অনুয়ায়ী ও ওসীয়্যতের চাঁদা ও হিস্যা জায়েদাদ আদায় করবে।

প্রশ্ন ঃ যদি কোন ব্যক্তি সম্পত্তির হিস্যা জায়েদাদ আদায় করে থাকে, অতঃপর সেই সম্পত্তি বিক্রি করে অন্য কোন সম্পত্তি ক্রয় করে তা হলে কি উহা হতেও হিস্যা জায়েদাদ আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ জমি, বাড়ী ও প্লট ইত্যাদি সম্পত্তি বিক্রি করে যে টাকা অর্জিত হয় উহা সম্পর্কে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখতে হবেঃ

(১) যদি ঐ পরিমাণ টাকা বা উহা হতে কম টাকায় নুতন সম্পত্তি ক্রয় করে তাহলে এই নতুন সম্পত্তি হতে হিস্যা জায়েদাদ নেয়া হবে না। তবে উহা হতে অর্জিত লাভের উপর চাঁদা আম ১/১৬ ভাগ আদায় করবে।

(২) যদি সম্পত্তি বিক্রির টাকার মধ্যে আরো টাকা শামিল করে নূতন সম্পত্তি ক্রয় করে তাহলে সেই সম্পত্তির মধ্যে নূতন বর্ধিত টাকার হার অনুপাতে হিস্যা জায়েদাদ আদায় করতে হবে এবং উহা হতে অর্জিত লাভের উপর আম চাঁদা ১/১৬ ভাগ আদায় করতে হবে।

(৩) হিস্যা ওসীয়্যত আদায় করার পরে জমাকৃত টাকা নগদ অবস্থায় থাকলে উহার উপর হিস্যা ওসীয়্যত আদায় করা জরুরী হবে না; তবে নগদ টাকাতে অর্জিত আয় বা লাভের উপর হিসসা ওসীয়্যত জরুরী হবে।

প্রশ্ন ঃ অলংকারাদি বিক্রি করার পর অর্জিত টাকা দিয়ে ক্রয় করা বস্তু সম্পর্কে কি আদেশ?

উত্তর ঃ যেসব অলংকারাদির হিস্যা ওসীয়্যত আদায় হয়ে গেছে, ঐগুলি বিক্রি করে ঐ পরিমাণ টাকা দিয়ে যদি নূতন অলংকার ক্রয় করা হয় তা হলে নূতন অলংকারের উপর হিস্যা ওসীয়্যত লাগু হবে না; তবে ঐ টাকার সঙ্গে যদি আরো টাকা শামিল হরে অলংকারাদি কিনা হয় তা হলে বর্ধিত টাকার হার অনুপাতে হিস্যা জায়েদাদ আদয় করতে হবে। ইহার তফসীল অবশ্যই দফতর ওসীয়্যতকে জানাতে হবে।

প্রশ্ন ঃ এমন সম্পত্তি যা Mortgage ঋণের উপর নেয়া হয়েছে, নূতন ওসীয়্যত করার সময় এরূপ সম্পত্তির কি ওসীয়্যত ফরমে উল্লেখ করতে হবে?

উত্তর ঃ এমন সম্পত্তি যা Mortgage বা ঋণের উপর নেযা হয়েছে, উহা যেহেতু মুসীরই সম্পত্তি বলে গণ্য হবে, তাই উহাও ওসীয়্যতের ফরমে উল্লেখ করতে হবে। ইহা ছাড়া এমন সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য ও ঠিকানাও উল্লেখ করতে হবে এবং ওসীয়্যত করার পর সম্পত্তি ক্রয় করলে ইহা সম্পর্কেও কেন্দ্রে জানানো জরুরী হবে।

প্রশ্ন ঃ Mortgage বা ঋণের উপর নেয়া সম্পত্তির আদান প্রদান সম্পর্কে আসল নিয়ম বিধান কি?

উত্তর ঃ যে সম্পত্তির ঋণের উপর নেয়া হয়েছে, উহা হতে ওসীয়্যতের হিস্যা আদায় সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবের নির্দেশ ঃ

"এ প্রসঙ্গে বুনিয়াদী কার্যপদ্ধতি এই যে, যে ব্যক্তি জীবদ্দশায় নিজ সম্পত্তির হিস্যা ওসীয়্যত আদায় করতে চায় তাহলে তার নিকট হতে ইহা কয়েকটি শর্তের সহিত গ্রহণ করা হবে। যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, আমি আমার সম্পত্তি হতে এত টাকা ঋণ পরিশোধ করবো, অতএব এতটুকু বাদ দিয়ে অবশিষ্ট হতে হিস্যা ওসীয়্যত নেয়া হউক; তাহলে এই অবস্থায় কিছু জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে; এই সব জটিলতা হতে রক্ষার জন্য সাধারণ ভাবে ইহাই শ্রেয় যে, যে ব্যক্তি ঋণ নিয়ে সম্পত্তি করেছে সেই সম্পত্তি হতে হিস্যা ওসীয়্যত তার জীবদ্দশায় কেবল তখনই গ্রহণ করা উচিত যখন তিনি ঋণের দায়িত্ব নিজে বহন করবেন, তখন সম্পূর্ণ সম্পত্তির মূল্য হতে হিস্যা ওসীয়্যত আদায় করা উচিত। যদি তিনি ঋণ বাদ দিয়ে হিস্যা ওসীয়্যত আদায় করতে চান তাহলে মনজুরী প্রদান করলে ইহার অর্থ এই দাঁড়াবে যে এই হিস্যা কেবল সে সম্পত্তির মধ্যে গন্য হবে যার উপর কোন প্রকার ঋণ ছিল না; আর যে সম্পত্তির উপর ঋণ রয়েছে তার বিষয়টি তার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত মুলতবী ও স্থগিত বলে গণ্য করা হবে; অর্থাৎ যদি সেই সময় পর্যন্ত ঋণ পরিশোধ করা হয়ে থাকে তাহলে সম্পত্তির সেই অংশের ওসীয়্যতের দাবী মৃত্যুর পর করা হবে; কারণ তিনি নিজ জীবদ্দশায় ঋণের কারণে ঐ অংশের ওসীয়্যত আদায় করেননি। যদি কিছু ঋণ বাকি থাকে তাহলে সেই সম্পত্তির মূল্য অনুমান করে উহা হতে ঋণ বাদ দিয়ে দেয়া হবে এবং সম্পত্তির অবশিষ্ট মূল্য হতে ওসীয়্যত আদায় করতে হবে। এটা হলো একটা বুনিয়াদি কার্যপদ্ধতি যা সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।" (লিখিত চিঠি, ২৮.১.১৯৯০)

প্রশ্ন ঃ Mortgage এর উপর নেওয়া সম্পত্তির মূল্য ধার্য করার কি নিয়ম হবে?

উত্তর ঃ Mortgage এর উপর ক্রয় করা সম্পত্তি হতে হিস্যা জায়েদাদ আদায় করার দু'টিই নিয়ম আছে ঃ

১) যদি মুসি জীবদ্দশায় নিজ সম্পত্তির জায়েদাদ আদায় করতে চায় তাহলে তাদের সম্পত্তির নিয়ম মোতাবেক উপস্থিত মার্কেট অনুযায়ী মূল্য ধার্য করা হবে এবং Mortgage এর টাকা বাদ দেয়া হবে; কারণ জীবনে ঋণের স্থায়ী অবস্থান নেই।

২) যদি মুসী জীবদ্দশায় নিজ সম্পত্তির হিস্যা কোন অংশ আদায় করেননি এমতাবস্থায় মৃত্যু হলে প্রথমে পরিশোধ করতে হবে ওসীয়ত, পরে ঋণ এবং পরে থাকবে ওয়ারিসী সম্পত্তির ভাগ বন্টন। এমতাবস্থায় যদি মৃত্যুর সময় এমন সম্পত্তির উপর যা হতে হিস্যা জায়েদাদ

আদায় করা হয়নি Mortgage এর টাকা বাদ দিয়ে বাকি টাকার উপর হিস্যা জায়েদাদ আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ কোন মুসী কি জীবদ্দশায় নিজ সম্পত্তির মূল্য ধার্য করিয়ে তার উপর দেয় টাকা আদায় করতে পারবে? যদি পারে তা হলে কোন হারে? আরো জিজ্ঞাসা যে, মূল্য ধার্য করিয়ে নেওয়ার পর সম্পূর্ণই কি আদায় করার কোন নিয়ম আছে?

উত্তর ঃ (১) অবশ্যই মুসী যদি জীবদ্দশায় নিজ সম্পত্তির মূল্য ধার্য করিয়ে এটা হতে হিস্যা জায়েদাদ আদায় করতে পারে।

(২) আদায় করার হার মুসী নিজে ধার্য করে থাকে। অবশ্য মজলিসে কারপর্দাজ থেকে ইহা মঞ্জুর করিয়ে নেওয়া জরুরী।

(৩) মূল্য ধার্য করিয়ে নেওয়ার পর সব প্রকার সম্পত্তি দুই বৎসরের মধ্যে আদায় করা জরুরী।

(৪) বসবাসের ঘর হলে এই মিয়াদ ৫ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে যদি তিনি নিজে বসবাস রত থাকেন।

প্রশ্ন ঃ যে সম্পত্তি মূসীর নামে থাকে কিন্তু উহা সম্পূর্ণরূপে মূসীর আয়ত্তাধীন না থাকে তাহলে কি মূসী সেই সম্পত্তির উপর চাঁদা হিস্যা জায়েদাদ আদায় করতে পারে?

উত্তর ঃ যদি সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে মূসীর আয়ত্তাধীন না থাকে তাহলে সে সম্পত্তি হতে কেবল তার আয়ত্তাধীন অংশ হতে হিস্যায়ে জায়েদাদ আদায় করা জরুরী হবে। কিন্তু যদি সম্পত্তির কিছুই তার অংশে না থাকে বরং মূসীর কেবল নাম ব্যবহার হয়ে থাকে তাহলে এর সংবাদ মজলিসে কারপর্দাযকে অবশ্যই দিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ যদি মূসী ঋণ নেওয়া টাকা দিয়ে ক্রয়কৃত ঘরের কিস্তি আদায় করতে থাকেন এবং তিনি চান যেন উহার মূল্য ধার্য করিয়ে হিস্যা জায়েদাদ আদায় করে দেন তাহলে কি সেই ক্রয় করা সম্পত্তির সম্পূর্ণ মালিকানা সত্তার উপর হিস্যা জায়েদাদ আদায় করবে, না শুধু সেই অংশের উপর আদায় করবে যার কিস্তি তিনি আদায় করেছেন?

উত্তর ঃ হিস্যা জায়েদাদ আসলে মূসীর মৃত্যুর পরেই আদায় করতে হয়, তবে পরবর্তীতে জটিলতা ও অনিশ্চয়তাকে এড়ানোর জন্য মূসীকে এই সবিধা প্রদান করা হয়েছে যে তিনি জীবদ্দশায়ই হিস্যা জায়েদাদ আদায় করতে পারবেন; সুতরাং যদি মূসী জীদ্দশায়ই হিস্যা জায়েদাদ আদায় করতে চান তা হলে ঋণ নিয়ে ক্রয় করা সম্পত্তি ও তারই সম্পত্তি বলে গণ্য করা হবে এবং প্রচলিত মার্কেটের দাম অনুযায়ী হিস্যা জায়েদাদ আদায় করা জরুরী হবে। কিন্তু যদি ঋণের টাকা সম্পূর্ণরূপে আদায় করার পূর্বেই তার মৃত্যু ঘটে তাহলে পূর্ণ মার্কেট অনুযায়ী মূল্য হতে অবশিষ্ট পরিশোধযোগ্য টাকা বাদ দিয়ে হিস্যা জায়েদাদ আদায় করতে হবে।

মৃত্যুর পরে হিস্যা জায়েদাদ আদায় করার পদ্ধতি

প্রশ্ন ঃ যদি কোন মূসী জীবদ্দশায় নিজ সম্পত্তি হতে হিস্যা জায়েদাদ আদায় করে দিয়ে থাকে, তাহলে কি তার মৃত্যুর পরে তার ওয়ারিশগণ তার সম্পত্তি হতে পুনরায় হিস্যা জায়েদাদ আদায় করবে ?

উত্তর ঃ যদি মূসী জীদ্দশায় নিজ সম্পত্তির হিস্যা জায়েদাদ আদায় করে দিয়ে থাকে তাহলে তার ওয়ারীশগণ পুনরায় হিস্যা জায়েদাদ আদায় করবে না।

প্রশ্ন ঃ মূসীর মৃত্যুর পর হিস্যা জায়েদাদ আদায় করার কি পদ্ধতি হবে?

উত্তর ঃ মূসীর মৃত্যুর সময় হিস্যা জায়েদাদ আদায় করে দেয়া জরুরী যদি তার ওয়ারীশগণ তৎক্ষণাৎ আদায় না করতে পারে তাহলে তার পক্ষে কোন বিশ্বাসযোগ্য জমিন পেশ করা হয় তাহলে মজলিসে কারপরদায এমন মূসীকে ব্যতিক্রমমূলকভাবে বেহেশতি মাকবেরায় দাফন করার অনুমতি দিতে পারে; কিন্তু এ জামানত বেশীর পক্ষে এক বৎসর কাল হবে; এ সময়ের ভিতরে অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে আদায় করতে হবে।

ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক প্রশ্নাবলী

প্রশ্ন ঃ কি ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োগকৃত টাকা (মূলধন) মূসীর ওসীয়্যতকৃত সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হবে? ওসীয়্যত ফরমে উল্লেখ জরুরী হবে?

উত্তর ঃ ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োগকৃত টাকা (মূলধন) ওসীয়্যতকারীর সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হবে এবং ইহার বিস্তারিত বিবরণ ওসীয়্যত ফরমে উল্লেখ জরুরী হবে।

প্রশ্ন ঃ কি ব্যবসা বাণিজ্যে অর্জিত সম্পূর্ণ লাভের (Net Incomeএর) উপর ওসীয়্যতের চাঁদা আদায় করা জরুরী হবে, না একজন ব্যবসায়ী তার দৈনন্দিন জীবন যাত্রার জন্য লভ্যাংশ হতে যে নির্দিষ্ট পরিমাণে টাকা বাহির করে উহার উপর ওসীয়্যতের চাঁদা আদায় করবে?

উত্তর ঃ ব্যবসায়ী বন্ধুদেরকে তাদের সম্পূর্ণ আয় (Gross Income) হতে এমন সব খরচাদি বাদ দিয়ে যা আয় করার পথে খরচ হয় বাকি সম্পূর্ণ আয় (Net Income) এর উপর চাঁদা আদায় করতে হবে। কেবল নিজের মাসিক খরচাদির জন্য ব্যবসা (Business) হতে গ্রহণ করা টাকার উপর চাঁদা আদায় করা সঠিক নয়।

প্রশ্ন ঃ ব্যবসা বাণিজ্য হতে অর্জিত আয়ের উপর কি হারে চাঁদা দিতে হবে?

উত্তর ঃ ব্যবসা বাণিজ্য হতে অর্জিত আয়ের উপর মূসীর ধার্যকৃত হার অনুপাতে চাঁদা ওসীয়্যত আদায় করবে (চাঁদা আম অনুযায়ী নয়) জীবনে ব্যবসা বাণিজ্য হতে অর্জিত আয়ের উপর ওসীয়্যতের চাঁদা আদায় করতে হবে। মূল ধন বা পুঁজি (Capital, Liability) এর উপর হিস্যা জায়েদাদ আদায় করতে হবে মৃত্যুর সময় অথবা মূসী যদি নিজে জীবদ্দশায় উহার হিস্যা জায়েদাদ আদায় করতে চায়। (Working Capital) এর উপর চাঁদা দেয়া হয় না।

প্রশ্ন ঃ Building Construction এ ব্যবহৃত (মেশিনারী) যন্ত্রপাতি কি সম্পত্তি বলে ওসীয়্যতে উল্লেখ করতে হবে?

উত্তর ঃ কোন প্রকারের ব্যবসা হলে উহা ফ্যাক্টরী বা মিল বা কোম্পানিই হউক উহাতে মূসীর কেবল ততটুকু অংশ সম্পত্তি বলে গণ্য হবে যতটুকু অংশ এর সত্তাধিকারে আছে। যেমন– যদি কোন ফ্যাক্টরী, মিল বা কন্সট্রাকশন কোম্পানীর সর্বমোট মূল্য উহার মাল ব্যাংক ব্যালেন্স ইত্যাদি এক কোটি টাকা হয় এবং ব্যবসার দায়িত্বে ব্যাংকের দেয়া ঋণ ও অন্যান্য দরকারী দেয় অংশ বিশেষ এর মূল্য ৬০ লক্ষ হয় তাহলে মূসীর অংশ দাঁড়াবে ৪০ লক্ষ টাকা; এ অংশই হবে মূসীর সম্পত্তি, যা হতে তিনি হিস্যা জায়েদাদ আদায় করবেন।

ব্যবসায় নিয়োগকৃত টাকা হতে হিস্যা জায়েদাদ সাধারণত মূসীর মৃত্যুর পর আদায় হয়; তবে যদি তিনি জীবদ্দশায় আদায় করতে চান তাহলে পূর্বে উল্লেখিত নিয়মানুযায়ী উপস্থিত মার্কেট অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করিয়ে হিস্যা জায়েদাদ আদায় করবে।

মৃত্যু ও কতবা সম্পর্কে কিছু কথা

প্রশ্ন ঃ স্থানীয় মাকবারাহ মূসীয়ানে কাফন দাফনের জন্য কি ঐ রকমই শর্তাবলী ও ব্যবস্থাপনা থাকবে যা মাকবারাহ মূসীয়ান রাবওয়ার জন্য রয়েছে? না কিছু ভিন্ন হবে?

উত্তর ঃ (১) স্থানীয় মাকবারাহ সুসীয়ানে কাফন দাফনের জন্য ঐ সব জরুরী শর্তাবলী ও ব্যবস্থাপনা থাকবে যা মাকবরাহ মূসীয়ান রাবওয়ার জন্য রয়েছে।

যেমন নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর মধ্যে রয়েছে যে কোন মূসীর দাফন হওয়ার পূর্বে তার হিস্যা আয় ও যায়েদাদ সম্পূর্ণরূপে আদায় করতে হবে; তবে এ অবকাশ অবশ্য রয়েছে যে মূসীর হিস্যা আয় ও জায়েদাদ সম্পর্কে কেন্দ্র থেকে হিসাব আনিয়ে উহার আলোকে পূর্বের সকল বকেয়া আদায় করতে হবে।

(২) বাহিরের দেশগুলিতে যে সকল মাকবারাহ মূসীয়ান প্রতিষ্ঠিত আছে এমন সব মাকবারাহকে বেহেশতি মাকবারা নাম রাখা যাবে না; ঐ গুলিকে মাকবারাহ মূসীয়ান বলে অবহিত করা হবে।

(৪) বাহিরের দেশে সকল মাকবারাহ মূসীয়ানের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য কমিটি গঠন করতে হয় যার সভাপতি থাকে ন্যাশনাল আমীর জামাত, জেনারেল সেক্রেটারী, সেক্রেটারী ওসায়া, সেক্রেটারী মাল এবং মুরব্বী ইনচার্জ। সর্বমোট পাঁচ হতে সাত জন অবস্থা অনুপাতে; কোরাম (Quorum) তিন সদস্যের হবে।

এই কমিটির দায়িত্বাবলীর মধ্যে থাকবে, নিজ দেশে ওসীয়্যতের জন্য উৎসাহ যোগান (তাহ্‌রীক করা), মূসীয়ানের কাফন দাফন ইত্যাদি বিষয়ক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

প্রশ্ন ঃ দাফন ইত্যাদির জন্য গঠিত কমিটি কি কবরস্তানের রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী কিছু টাকা ধার্য করতে পারে? যা প্রত্যেক মূসীর মৃত্যুর পর ওয়ারেশীনদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে; কারণ সাধারণ কবরস্তানেও দাফন ইত্যাদির জন্য কিছু কিছু টাকা ধার্য করা হয়,

উত্তর ঃ যদি কোন দেশে এমন কোন প্রয়োজন সৃষ্টি হয় তাহলে কমিটি সকল অবস্থা ও মতমত লিখে আমীর সাহেবের মাধ্যমে কেন্দ্রে পাঠাবে যেন চিন্তা করে ফয়সালা করা যায়।

প্রশ্ন ঃ কতবা লাগানোর খরচাদি কে বহন করবে?

উত্তর ঃ মূসীর মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি ইত্যাদির রিপোর্ট আনানোর পর এবং দেয় টাকা পরিশোধ করানোর পর অফিস নিজ থেকে কতবা লাগানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যার নিয়ম মুওয়াফেক সাইজ হবে।

কিন্তু যদি মৃত মূসীর ওয়ারেশীনগণ নিজে লাগাতে চান তাহলে তারা লিখিত ভাবে সেক্রেটারী মজলিসে কারপরদাযের সমীপে দরখাস্ত পাঠাবে এবং কতবায় লেখার নমুনা পাঠিয়ে নিয়ে মঞ্জুরী গ্রহণ করবে। ওয়ারেশীনগণ যদি নিজে কতবা লাগতে চান তাহলে সেই কতবার সাইজ নির্ধারিত সাইজ হবে। সাইজ কতবা এইরূপ হবে ঃ

মাযার

দৈর্ঘ ২৪, প্রস্থ ১৫,

নাম .....পিতা/স্বামী.....

স্থান বসবাস.....জন্ম তারিখ.....

(১) ১/১০অংশের অধিক অংশের ওসীয়্যত করে থাকলে এর উল্লেখ

(২) বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলী এবং অবদান ও সেবা এবং ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ;

(৩) হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বা খলীফাগণ কর্তৃক প্রদত্ত প্রশংসাসূচক উক্তি ইত্যাদির উল্লেখ।

উক্তি লেখার অনুমতি সেক্রেটারী মজলিসে কারপরদায দিবেন।

দেশের বাহিরের কবরস্তানের জন্যও এই নিয়মই থাকবে।

প্রশ্ন ঃ পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে কাফন দাফন বলবৎ খরচাদি বাদ দেয়ার বিষয়টি শরীয়তের আলোকে কতটুকু বৈধ?

উত্তর ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জামানা হতেই ওসীয়্যতের ফরমের প্রথমে উল্লেখিত প্রথম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মূসী নিম্নলিখিত নির্দেশ লিখতে পারে ঃ

"আমার মৃত্যুর পরে লাশ বেহেশতী মাকবারাহ কাদিয়ানে দাফন করার জন্য কাদিয়ানে পৌঁছানো হউক এই শর্তে যে যদি লাশ পৌঁছানোর খরচাদি আমি জীবদ্দশায় সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ায় জমা না দিতে পারি তাহলে আমার

পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে উহা নেয়া হবে কিন্তু আমার ওসীয়্যত অনুযায়ী হিস্যা জায়েদাদ অক্ষুন্ন থাকবে যার মালিক সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া হবে।"

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' ও এ ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন যে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর জামানা হতে কাফন দাফনের ব্যাপারে মুসী যা নির্দেশ দিতো এতে রদ বদলের প্রয়োজন নেই।

বিবিধ প্রশ্ন

প্রশ্ন ঃ যদি কোন ব্যক্তির কোন রকম আয় না থাকে তাহলে কি সে ওসীয়্যত করতে পারবে? যদি করতে পারে তাহলে কোন হারে ওসীয়্যত করবে?

উত্তর ঃ এমন ব্যক্তি যার কোন আয় নেই বা সম্পত্তি নেই তাকে ওসীয়্যত করার কোন প্রয়োজন নেই, তার ওসীয়্যত করা জরুরী নয়। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তির কাছে উপযুক্ত সম্পত্তি থাকে কিন্তু আয়ের কোন সূত্র না থাকে (যেমন বিবাহিত গিন্নি মহিলা) তাহলে তিনি জীবনযাত্রার সম অনুপাতে কোন উপযুক্ত টাকা পকেট খরচরূপে ধার্য করতে পারেন; এটা হতে তিনি নিজ চাঁদা আদায় করতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন কারণে চাঁদা আম এর ব্যাপারে ক্ষমা অর্জন করে থাকেন তা হলে কি তিনি পরে ওসীয়্যত করতে পারেন?

উত্তর ঃ যদি কোন ব্যক্তি ওসীয়্যতের পূর্বে আম চাঁদার ব্যাপারে নিজের কোন অপারগতার কারণে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ হতে ক্ষমার অনুমতি নিয়ে থাকেন এবং তিনি আম চাঁদা রীতিমত আদায় করতে থাকেন তা হলে ওসীয়্যত করার ক্ষেত্রে কোন কায়দা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না।

প্রশ্ন ঃ কি ঋণী হওয়া অবস্থায় ওসীয়্যত করতে পারবে?

উত্তর ঃ যদি ওসীয়্যতকারীর আয় ও সম্পত্তির সঙ্গে অন্যান্য শর্তসমূহ সম্পূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে ওসীয়্যত করার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে না; কারণ জীবনে ঋণের কোন স্থায়িত্ব নেই। ঋণী ব্যক্তির পর্যালোচনা করা অবশ্যই জরুরী হবে। যদি ঋণ নিয়ে কোন সম্পত্তি বানিয়ে থাকেন যা হতে রীতিমত আয় হচ্ছে, অথবা ঋণ নিয়ে কোন ব্যবসা আরম্ভ করেছেন এবং এতে আয় হচ্ছে তা হলে এই অবস্থায় তিনি ওসীয়্যত করতে পারেন। কিন্তু যদি জামাতের কোন ব্যক্তির আয় নাই, সম্পত্তি নাই এবং তা স্থায়ী জীবনযাত্রার জন্য তিনি ঋণের উপর নির্ভর করে তাহলে এরূপ ব্যক্তির ওসীয়্যত করা জরুরী নয় এবং তার ওসীয়্যত মঞ্জুর করা হবে না।

প্রশ্ন ঃ ওসীয়্যতের ফরমে সাক্ষীরূপে কার স্বাক্ষর জরুরী?

উত্তর ঃ ১৯০৬ সালে জানুয়ারী মাসে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সুধী সদস্যবৃন্দের প্রথম অধিবেশনের বিবরণের আলোকে নির্দেশ নং ৩ (খ) নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

"ওসীয়্যত নামায় যথাসম্ভব ওসীয়্যতকারীর ওয়ারেশীনগণ অথবা ওসীয়্যতকারীর শরীকগণের স্বাক্ষর থাকতে হবে, তার সাথে শহর বা গ্রামের দুইজন সম্মানী ব্যক্তিবৃন্দের স্বাক্ষর থাকতে হবে।"

প্রশ্ন ঃ এলানে ওসীয়্যতের কি হার?

উত্তর ঃ ওসীয়্যত প্রচার করার খরচাদির জন্য কোন নির্দিষ্ট টাকা ধার্য করা হয়নি। দেশের অবস্থা অনুযায়ী ইহাতে রদ বদল ও পরিবর্তন হতে থাকে। আমীর বা সদর জামাত এ সম্পর্কে কেন্দ্রকে অবহিত করে মঞ্জুরী গ্রহণ করে থাকেন।

প্রশ্ন ঃ চাঁদা প্রথম শর্তের কি হার?

উত্তর ঃ প্রথম শর্তের চাঁদা সম্পর্কে মূল নিয়ম ইহাই যে ইচ্ছুক মূসী নিজ ইচ্ছা ও আগ্রহ এবং সামর্থ্য অনুপাতে এ চাঁদা প্রদান করবেন যাতে কবরস্তানের শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য বজায় রাখা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ তরকা অর্থাৎ পরিত্যক্ত সম্পত্তির সংজ্ঞা কি? কি কি জিনিস শামিল হতে পারে?

উত্তর ঃ মূসীর মৃত্যুর পরে তার স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি তরকা বা পরিবত্যক্ত সম্পত্তি বলে গণ্য হবে, এর মধ্যে তার বাড়ীঘর, জমি অলংকার, নগদ টাকা শেয়ার ইত্যাদি; মোট কথা ঐসব বস্তু, যা ওয়ারিসী সম্পত্তি বলে বন্টনযোগ্য তা মূসীর তরকা–পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হবে; কিন্তু হিস্যা জায়েদাদ আদায় করার সময় ঘরে ব্যবহৃত বস্তু বাদ যাবে।

প্রশ্ন ঃ জামাতী নিযামের অধীনে কৃত ওসীয়্যত এবং স্থানীয়ভাবে কৃত অন্যান্য ওসীয়্যতের মধ্যে প্রভেদ কিরূপ হবে?

উত্তর ঃ প্রত্যেক মূসী জামাতী নিযামের অধীনে কৃত ওসীয়্যত সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ করবে এবং তার লেখা অনুযায়ী কাজ করবে। এ জন্যই মূসীর কাছ থেকে লিখিতভাবে এ অঙ্গীকার নেওয়া হয় যে তার এ ওসীয়্যত চূড়ান্ত হবে, অর্থাৎ ওসীয়্যতের পর তিনি এমন কোন ওসীয়্যত করতে পারবেন না যা এ ওসীয়্যতের পরিপন্থী হবে এবং এ ওসীয়্যতকে ক্ষুন্ন করবে। অতএব স্থানীয়ভাবে কৃত ওসীয়্যত জামাতী নিযামের অধীনে কৃত ওসীয়্যতকে কোন ক্রমেই ক্ষুন্ন করবে না বরং সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার পক্ষে কৃত ওসীয়্যত ঋণ স্বরূপ হবে যা সকল অবস্থায়ই পরিশোধযোগ্য।

[ওকালতে মাল সানী কর্তৃক সংকলিত আর্থিক কুরবানী বিষয়ক কিতাব হতে সংগৃহীত, দৈনিক আল ফযল ১০ ডিসেম্বর ২০০৫ ইং সৌজন্যে]

অনুবাদক ঃ **মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক**

মুরব্বী সিলসিলা

নেযামে ওসীয়্যতের
গুরুত্ব ও কল্যাণসমূহ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ২০ ডিসেম্বর ১৯০৫ইং তারিখে **'আল ওসীয়্যত'** নামে একটি ওসীয়্যত নামা (অতীব গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ) লিখেছেন। আল্লাহ্তাআলার অপার অনুগ্রহে **"আল ওসীয়্যত"**- পুস্তকের বঙ্গানুবাদ আমাদের সকলে হাতের খুব কাছে আছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বারবার আল্লাহ্তাআলার বাণী পাচ্ছিলেন যে,তাঁর মৃত্যুকাল নিকটবর্তী, অতএব, হুযূর (আঃ) জামাতের জন্য অতীব জরুরী নির্দেশ 'ওসীয়্যত'-লিখে দেয়া আবশ্যক মনে করেছেন। মাত্র ৪০/৪২ পাতার এ পুস্তিকায় তিনি তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য এবং সাফল্যের বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ্তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সম্পর্কে এলহাম করেছেন–

"দুনিয়াতে একজন সতর্ককারী এসেছেন; [(হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)] কিন্তু দুনিয়ার মানুষ তাঁকে গ্রহণ করেনি; কিন্তু খোদা তাঁকে গ্রহণ করবেন এবং মহাশক্তিশালী আক্রমণসমূহ দ্বারা তার সত্যতা প্রকাশ করবেন। আমি তোমার প্রতি এরূপ (কল্যাণ) আশিস বর্ষণ করবো যে, বাদশাহ্ তোমার বস্ত্র হতে কল্যাণ অন্বেষণ করবে।"

আল্লাহ্তাআলা আরো বলেছেন ঃ

"ম্যায় ইস জামাতকো জো তেরি প্যারও হ্যায় কিয়ামত তাক দুসরুঁ পার গালবা দুঙ্গঁ" আমি এই জামাত যারা তোমার অনুগত, তাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যদের উপর বিজয়ী করে রাখবো।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে হুযূর (আঃ) লিখেছেন ঃ

"খোদাতাআলা চেয়েছেন, ঐ সমস্ত পবিত্র আত্মা বা রূহ সমূহ যারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসরত, ইউরোপে অথবা এশিয়ার কোন স্থানে ঐ সকল মানুষকে যারা সৎপ্রকৃতির, তাদেরকে একধর্মে একত্রিত করবেন। খোদাতাআলার এটাই উদ্দেশ্য যে কারণে আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি। সুতরাং তোমরা এ উদ্দেশ্যকে অনুসরণ কর। কিন্তু নম্রতা, চারিত্রিকগুণাবলী ও দোয়ার জোরে।"

[আল ওসীয়্যত, পৃঃ ১৭]

সার কথা এই যে, সারা পৃথিবীর মানুষ (সৎপকৃতির)কে ইসলাম ধর্মে তৌহীদের পতাকার নীচে একত্রিত করার উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এটা তো মুখের কথায় হয়ে যাবার কথা নয়, এটি একটি বিরাট বড় কাজ। এজন্য বৃহৎ কর্মসূচী ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন–

"কখনও মনে করিও না যে, খোদা তোমাদের বিনষ্ট করবেন। তোমরা খোদার হাতের এক বীজ বিশেষ যা ভূমিতে রোপন করা হয়েছে। খোদা বলেছেন – ইয়ে বীজ বাড়ে গা আওর ফুলেগা.....

এ বীজ বর্ধিত হবে, পুষ্ট ও সুশোভিত হবে, চতুর্দিকে এর শাখা প্রশাখা বিস্তার লাভ করবে ,এবং এক মহামহীরূহে পরিণত হবে।

(আল ওসীয়্যত পৃঃ ২১)

এ বিরাট উদ্দেশ্য লাভের জন্য বিরাট কর্মসূচীর প্রয়োজন এবং এর পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। আল ওসীয়্যত পুস্তকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দুটি স্থায়ী ও মহাশক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং সেটাই এই পুস্তকের মূল বিষয়। প্রথমটি খেলাফত এবং অপরটি নেযামে ওসীয়্যত। খেলাফতের হাতে বিশ্বব্যাপী ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় হবে। নেযামে ওসীয়্যত খেলাফতের জন্য শক্তি যোগাবে। প্রথম শক্তি পবিত্র আত্মা বা নেক মুত্তাকী সৎকর্মশীল ও ন্যায়পরায়ণ জনশক্তি দ্বিতীয় শক্তি অর্থ বা তহবিল। এমন তহবিল যা আল্লাহ্র নামে জমাকৃত তথা বায়তুল মালে জমাকৃত অর্থ যে অর্থের উপর কোন ব্যক্তির একক অধিকার থাকবে না। খলীফার হাতে বায়তুল মালে সে অর্থ জমা হবে এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে খরচ হবে।

খেলাফত সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন যে, "খোদাতাআলা দুই প্রকার কুদরত (শক্তি মহিমা) প্রদর্শন করেন। প্রথমতঃ নবীগণের দ্বারা তাঁর শক্তির এক হাত প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয়তঃ নবীর মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় হাত বা শক্তি প্রদর্শন করেন অর্থাৎ খেলাফতের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। যেমন হযরত মহানবী মুহাম্মদ (সঃ) ইন্তেকালের পরে তাঁর জানাযার পূর্বে হযরত আবু বকর (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হন। হযরত মূসা (আঃ)-এর সময়ও এমনই হয়েছিল। আজ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর পরও এমনই হবে। এটি আল্লাহ্র বিধান এমন হবেই।"

তারপর লিখেছেন–

".....সুতরাং এখন এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ্তাআলা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন। এজন্য আমি তোমাদের যা বলেছি তাতে তোমরা দুঃখিত হবে না, চিন্তিত হবে না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন। এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়ঃ। কেননা, ইহা স্থায়ী, এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু আমি চলে যাব, খোদা তখন তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরতকে পাঠাবেন যা চিরদিন তোমাদের সাথে থাকবে।"

হযরত (আঃ) আরো লিখেছেন– "আমি খোদার তরফ থেকে এক প্রকার কুদরত হয়ে আবির্ভূত হয়েছি। আমি খোদার মূর্তিমান কুদরত। আমার পর আরো কতিপয় ব্যক্তি হবেন যারা দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশ হবেন। অতএব, তোমরা খোদার কুদরতে সানীয়ার (দ্বিতীয় কুদরত) অপেক্ষায় সমবেতভাবে দোয়া করতে থাক।" (আল ওসীয়্যত পৃঃ ১৪-১৫)

এ ছিল খেলাফতের ভবিষ্যদ্বাণী। সকল ধর্মের ইতিহাস, নবীগণের ইতিহাস সাক্ষী যে নবীর ইন্তেকালের পরে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং খেলাফতের যুগে ধর্মের বিজয় হয়। সূরা নূরের ৫৬ নং আয়াত ও এ কথাই বলে।

তারপর আল ওসীয়্যত পুস্তকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নেযামে ওসীয়্যত প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

নেযামে ওসীয়্যত সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন– "আমাকে একটি জায়গা দেখানো হয়েছে এবং জানানো হয়েছে যে, এটি তোমার কবরের স্থান।..... পুনরায় এক স্থানে আমাকে একটি কবর দেখানো হয়েছে যা রূপার চেয়েও অধিক উজ্জ্বল। এর মাটি পুরোটাই ছিল রৌপ্যের। তখন আমাকে বলা হয়েছে এটি তোমার কবর। আরো একটি স্থান আমাকে দেখানো হয়েছে এবং ইহার নাম "বেহেশ্‌তী মাকবেরা" রাখা হয়েছে এবং প্রকাশ করা হয়েছে যে, উহা জামাতের সেই সকল মনোনীত ব্যক্তিগণের সমাধি ক্ষেত্র যারা বেহেশ্‌তী।"

উপরোক্ত বেহেশ্‌তী মাকবেরায় যারা দাফন হতে আগ্রহী তারা নেযামে ওসীয়্যতে অংশগ্রহণ করবেন বা ওসীয়্যতের শর্তগুলো পালন করবেন। এ বেহেশ্‌তী মাকবেরায় যারা দাফন হবেন তাদের জন্য হযরত আকদাস (আঃ) দোয়া করেছেন–

"হে আমার সর্বশক্তিমান খোদা! এ ভূ-খন্ডকে আমার জামাতের সেই পবিত্রচিত্ত ব্যক্তিগণের সমাধি ক্ষেত্র বানিয়ে দাও যারা প্রকৃতই তোমার হয়ে গেছে এবং যাদের কার্যকলাপে পার্থিব স্বার্থের সংমিশ্রণ নাই। আমীন, ইয়া রাব্বুল আলামীন।....."

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বেহেশ্‌তী মাকবেরা সম্পর্কে লিখেছেন– "যেহেতু আমি এ কবরস্থান সম্বন্ধে অতীব গুরুত্বপূর্ণ অনেক সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছি এবং খোদা এটাকে শুধু বেহেশ্‌তী মাকবেরাই বলেননি বরং এ-ও বলেছেন যে, উনযিলা ফীহা কুল্লু বারাকাতিন অর্থ ঃ সর্বপ্রকার অনুগ্রহ এ কবরস্থানে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এবং এমন কোন অনুগ্রহ নাই যাতে এ কবরস্থানবাসীদের অংশ নাই।"

শর্তাবলী সম্পর্কে হযরত আকদাস (আঃ) লিখেছেন ঃ "এজন্য খোদা আপন প্রচ্ছন্ন ওহী দ্বারা আমার মন এ বিষয়ের প্রতি ধাবিত করেছেন যে, এ রূপ কবরস্থানের জন্য যেন এমন শর্তাবলী নির্ধারণ করা হয় যে, কেবলমাত্র ঐ সমস্ত লোকই এতে প্রবেশ লাভ করতে পারবে, যারা সত্যনিষ্ঠ ও পূর্ণ সাধুতা বশতঃ ঐ শর্তগুলি পালন করেন।

শর্তাবলীর মধ্যে প্রধান শর্ত তাকওয়া অবলম্বন করা। যেমন হযরত (আঃ) বলেছেন– "তৃতীয় শর্ত এ কবরস্থানে যারা দাফন হবেন তারা মুত্তাকী হবেন। সর্বপ্রকার হারাম হতে আত্মরক্ষাকারী, কোন প্রকার শিরক ও বেদআত কাজ করবেন না এবং খাঁটি মুসলমান হবেন।"

দ্বিতীয় প্রধান শর্ত হলো এই যে, যিনি ওসীয়্যত করবেন তিনি নিজেদের বর্তমান আয় এর শতকরা দশভাগ সারা জীবন চাঁদা দিবেন এবং লিখে দিবেন যে তার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির দশমাংশের মালিক আঞ্জুমানে আহমদীয়া হবে। এ টাকা ইসলাম প্রচার ও কুরআনের শিক্ষা প্রচারের জন্য ব্যয় হবে।

সুতরাং আল ওসীয়্যত পুস্তকে উপরোক্ত দু'টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ নেযামের কথা বলা হয়েছে। একটি খেলাফত অপরটি নেযামে ওসীয়্যত। খেলাফতের নেতৃত্বে সারা পৃথিবীতে ইসলাম প্রচার হবে এবং ইসলামের বিজয় হবে। একদিন পৃথিবীতে একমাত্র একটি ধর্ম হবে। দুনিয়ার সকল মানুষ মুসলমান হবে। সকল মানুষ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মত হবে। সারা পৃথিবীর জন্য একজন রূহানী ইমাম, যুগ ইমাম বা খলীফা হবেন। তিনি হবেন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলীফা। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সম্পদের সুষ্ঠু বিতরণ বা বন্টন ব্যবস্থা থাকবে এ খলীফার হাতে যিনি কোন দেশ বা জাতির প্রতিনিধি হবেন না। বা প্রধান হবেন না। তিনি সমগ্র মুসলিম উম্মার জন্য আল্লাহ্‌র মনোনীত খলীফা হবেন যার দৃষ্টিতে দুনিয়ার সকল মানুষ সমান হবে।

এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন–

"কখনও ভাববে না যে, এ সব কথা দূরের কল্পনা মাত্র বরং এটা সেই সর্বশক্তিমানের অভিপ্রায় যিনি আকাশ ও পৃথিবীর বাদশাহ্। এ বিষয়ে আমি চিন্তিত নই যে, এ অর্থ কিরূপে সংগৃহীত হবে, এরূপ জামাত কিভাবে সৃষ্টি হবে যারা ঈমান উদ্দীপ্ত হয়ে এরূপ বীরত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করবে। বরং আমার চিন্তা এই যে, আমাদের সময়ের পর যাদের হাতে এ অর্থ সোপর্দ করা হবে তারা অর্থ-প্রাচুর্য দেখে হোঁচট না খায় এবং সংসার প্রেমে লিপ্ত না হয়।" (আল ওসীয়্যত পৃঃ ৩৭)

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) বলেছেন–

"আমার মতে বর্তমান সময়ে কমপক্ষে একটি তাহ্‌রীক (দাবী) হওয়া উচিত এই যে, জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তি যেন ওসীয়্যত করে। আমি মনে করি এজন্য কমপক্ষে এতটুকু ঈমানের পরিচয় দেয়া উচিত যে, প্রত্যেকে যেন ওসীয়্যত করে দেয়। এবং চেষ্টা করে যেন আমাদের জামাতে একজনও যেন এমন না থেকে যায় যে সে ওসীয়্যত করেনি। যদি এ তাহ্‌রীক চলতে থাকে তা'হলে আমাদের শত্রুদের মুখ এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে। তারা বুঝে যাবে যে, নিশ্চয় ঈমানের প্রকৃত মজা এরা পেয়েছে।

কোন পুরুষ, কোন মহিলা এবং কোন সাবালক কিশোর ও যেন এমন না থাকে যে ওসীয়্যত করেনি। যেন পৃথিবীর সকল মানুষ জেনে যায় যে আমাদের মধ্যে খাঁটি ঈমান আছে।" (আল ফযল, ৫ জুন, ১৯৪৮ইং, পুনঃ ৯ই মার্চ ২০০৬ইং)

নেযামে নও। নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেছেন–

"পৃথিবীর নেযামে নও মিষ্টার চার্চিল বানাতে পারবে না, [ঐ যুগে তথা ১৯৪২ ইং সনে ইংল্যান্ডের প্রধান মন্ত্রী] মিঃ রুযভেল্টও বানাতে পারবে না (আমেরিকার প্রেসিডেন্ট)। আটলান্টিক চার্টারে যে সব দাবী করা হয়েছে তা তাদের মৌখিক দাবী মাত্র।.....নেযামে নও যারা দিতে পারেন তাদেরকে খোদাতাআলার পক্ষ থেকে পাঠানো হয়।" [নেযামে নও, পৃঃ ১৩২]

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) ২৭ ডিসেম্বর ১৯৪২ইং জলসা সালানা কাদিয়ানে যে বক্তৃতা পেশ করেছিলেন তাতে হুযূর (রাঃ) উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন। সেদিন তিনি পৃথিবীর প্রকৃত নেযামে নও বা বর্তমান যুগের এবং ভবিষ্যতের নেযামে নও বলে–নেযামে ওসীয়্যত এর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। ঐ বক্তৃতা The New world order ইংরেজীতে এবং নেযামে নও নামে উর্দূতে প্রকাশিত। সেখানে হুযূর (রাঃ) বলেছিলেন, "আমি আজ দুনিয়ার মানুষকে বলছি, বর্তমান যুগে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আল্লাহ্‌র নির্দেশে ইসলামী তা'লীম মোতাবেক আল ওসীয়্যত নামে একটি নতুন নেযামের ভিত্তি রেখেছেন ১৯০৫ইং সনে।" (নেযামে নও পৃঃ ১১৫)

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) আরো বলেছিলেন ঃ

"যখন ওসীয়্যতের নেযাম পুরোপুরি বাস্তবায়িত হবে,তখন এর থেকে কেবল ইসলাম প্রচারের কাজই হবে না বরং তখন ইসলামের পরিকল্পনা মতে প্রত্যেক মানুষের মৌলিক চাহিদাও এর থেকে পূরণ করা হবে। দুঃখ, অভাব পৃথিবী থেকে দূরীভূত হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ্। এতীম ভিক্ষা করবে না, বিধবারা মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার জন্য ঘুরবে না....."[নেযামে নও পৃঃ ১৩২]

মোট কথা আজ বিশ্বের মানুষের শান্তি, নিরাপত্তা এবং ক্ষুধা থেকে মুক্তি কেবল মাত্র আল ওসীয়্যতের দ্বারা সম্ভব; অন্য কোন উপায় নাই। কারণ এখানে সবাই ভাই ভাই হবে। কেউ ছোট, কেউ বড় হবে না সবাই সমান হবে।

একজন ওসীয়্যতকারী কি পাবেন ?

ওসীয়্যতকারী ব্যক্তি মুসী (পুরুষ) বা মুসীয়া (মহিলা) আল্লাহ্‌র ফযলে জান্নাতবাসী বা বেহেশ্‌তী যেমন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন- "কোন অজ্ঞ ব্যক্তি যেন এ কবরস্থান ও এর পরিচালককে বিদাতের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে না করে। কারণ খোদার ওহী অনুযায়ী এ ব্যবস্থা। এতে মানুষের কোন দখল নাই। এবং কেউ যেন এটা মনে না করে যে, শুধু এই কবরস্থানে প্রবিষ্ট হলেই কোন ব্যক্তি কিরূপে বেহেশ্‌তী হতে পারে? কারণ এর অর্থ এই না যে, এ জমি কাউকে বেহেশ্‌তী করে দিবে,বরং খোদার বাক্যের অর্থ এই যে, কেবল বেহেশ্‌তীগণ এখানে সমাহিত হবেন।" (আল ওসীয়্যত, পৃঃ ৩৯ টীকা)

(২) ওসীয়্যতকারী মরণের পরে জান্নাতি হবেন। কিন্তু ইহকালেও আল্লাহ্‌তাআলার খাস হেফাযতে বা নিরাপদ আশ্রয়ে থাকবেন। যেমন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন-

"আমি স্বয়ং অনুভব করি যে, এ ঐশী নেযামের ব্যবস্থাপনার সংবাদ পাওয়া মাত্র যে সকল ব্যক্তি কোন ইতস্ততঃ না করে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং সাকুল্য সম্পত্তির দশমাংশ খোদার পথে প্রদান করেন, বরং তদপেক্ষা অধিক নিজেদের উৎসাহে প্রদর্শন করেন, তারা নিজ ঈমানদারীর ওপর মোহর অঙ্কন করে দেয়।" (ঐ পৃঃ ৪৮)

আমাদের খুব স্মরণ রাখা উচিত একথা যিনি বলেছেন তিনি একজন নবী (ছায়ানবী যদিও), মহান ব্যক্তি মসীহ্ মাওউদ (আঃ), তাঁর প্রদত্ত সনদের উপর আল্লাহ্‌তাআলার সমর্থন রয়েছে। তিনি বলছেন যে ওসীয়্যতকারী নিজ ঈমানদারীর উপর মোহর লাগিয়ে দেয়। কুরআন মজীদে মু'মেনদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌তাআলা অনেক বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যেমন বলেছেন-

(১) "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে তিনি তার জন্য কোন না কোন উদ্ধারের পথ বের করে দেন এবং তিনি তাকে এমন দিক হতে রিয্‌ক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না"..... । (সূরা তালাক; ৩-৪)

(২) "ওয়া হুয়া ইয়াতাওয়াল্লাস সালেহীন" (সূরা আ'রাফ : ১৯৭) তিনি সৎকর্মশীলদের রক্ষাকারী বন্ধু ও সাহায্যকারী হয়ে যান।

তাদের সন্তানদের জন্যও বড় বড় প্রতিশ্রুতি রয়েছে

সন্তানদের তরবিয়ত বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পিতামাতা বর্তমান যুগে বড় চিন্তিত ও সংকিত যে, সন্তানদের কি হবে। নেযামে ওসীয়্যত সন্তানদের তা'লীম তরবিয়ত ও চরিত্রগঠন ও আল্লাহ্‌র খাস হেফাযত লাভের উপায়। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) বলেছেন-

"হে আমার বন্ধুগণ! আপনারা বুঝে নিন, আপনারা যারা ওসীয়্যত করেছেন, তারা নেযামে নও এর ভিত্তি স্থাপন করেছেন, যা আপনার বংশের হেফাযতের ভিত্তি পাথর।" (নেযামে নও; পৃঃ ১৩৩)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) বলেছিলেন-

হযরত মির্যা নাসের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রহঃ) খেলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হবার পর রাবওয়াহ্‌র সালানা জলসায় বলেছিলেন-

"আল্লাহ্‌তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর হাতে ইসলামের বিজয়ের জন্য যে তাহ্‌রীক (আন্দোলন) জারি করেছেন তার নাম আহমদীয়া জামাত। এ জামাতের ভিত্তি ওসীয়্যতের নেযামের উপর।"

অন্য এক বক্তৃতায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) বলেছেন-আল ওসীয়্যত পুস্তকে দুইটি বিপ্লব, যুগান্তকারী নেযামের বুনিয়াদ রাখা হয়েছে। একটি পার্থিব জগতের জন্য নেযামে ওসীয়্যত (অর্থনৈতিক ব্যবস্থা).....দ্বিতীয়টি রূহানী নেযাম, অত্যন্ত মহিমান্বিত নেযাম খেলাফতের নেযাম।.....আর একটি কথা আমি বলে দিচ্ছি; হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)ও এই বিশ্বাস রাখতেন; আমারও এ বিশ্বাস, আমি মনে করি সর্বকালে এটাই থাকবে-এই যে, আল্লাহ্‌তাআলা আহমদীয়া খেলাফতকে বাদশাহাত বানাবেন না। (খলীফা বাদশাহ্ হবেন না) আহমদীয়া খেলাফত বাদশাহীর প্রতি আগ্রহ রাখে না। এটিকে একটি আধ্যাত্মিক বিপ্লবের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।" (আল ফযল, ৩ মার্চ ২০০৬ইং)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) বলেছেন-

"আমাদের মুসী (ওসীয়্যতকারী) ভাইদের প্রথম কাজ নিজ নিজ গৃহে তা'লীমুল কুরআন (কুরআন শিক্ষার) ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয় এই যে, ওয়াক্‌ফে আরযীতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা (যারা জামাতে গিয়ে মানুষকে কুরআন পড়াবেন) পাঁচ হাজারে পৌঁছাতে হবে।" (আল ফযল, ১০ আগষ্ট ১৯৬৬ইং পুনঃ ৩মার্চ ২০০৬ইং)

সুতরাং সন্তানদের তরবিয়তের ব্যবস্থা নেযামে ওসীয়্যতে রাখা হয়েছে। তাছাড়া, মুসী ভাই বোনেরা আল্লাহ্‌র খাস রহমতের চাদরে আবৃত। অতএব, এদের দোয়ার ফলে এদের মালি কুরবানীর বরকতে এদের সন্তানরাও মুত্তাকীদের দলের সদস্য হবেন। এ সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ)ও বিস্তারিত বলেছেন। যেমন তিনি বলেছেন-

....."নেযামে খেলাফতের সাথে নেযামে ওসীয়্যতের বড় নিবিড় সম্পর্ক। আজ নেযামে ওসীয়্যতকে অত্যন্ত সক্রিয় বানানো প্রয়োজন। এত সক্রিয় বানাতে হবে যে, একশ' বছর পরেও জামাতের তাকওয়ার মান কম যেন না হয়। বরং তাকওয়া যেন উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিজেদের মধ্যে রূহানী পরিবর্তন সাধনকারী বংশধর যেন সৃষ্টি হতে থাকে। বড় বড় কুরবানী করবেন এমন লোক যেন সৃষ্টি হতে থাকে।" (আল ফযল, ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০০৪ইং)

হুযূর (আইঃ) ১লা আগষ্ট ২০০৪ইং তারিখে ইউ,কে, জলসার ভাষণে বলেছেন-

"আমার ইচ্ছা এই যে, আমি তাহ্‌রীক করতে চাই যে, নিজেদের উদ্দেশ্যে আপনারা এ ঐশী নেযামের (ওসীয়্যত) অন্তর্ভুক্ত হোন। এগিয়ে আসুন এবং আগামী এক বছরে কমপক্ষে পনের হাজার ব্যক্তি ওসীয়্যত করুন।" (আল ফযল, ২৭ জুন ২০০৫ইং)

নেযামে ওসীয়্যতের বরকতসমূহ

নেযামে 'আল ওসীয়্যত'-এর কল্যাণে ব্যক্তিগতভাবে একজন আল্লাহ্‌র প্রিয় এবং জান্নাতের অধিবাসী হতে পারে।

জামাতগত বা জাতিগত বা সমষ্টিগতভাবে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও বিরাট কল্যাণ ও মঙ্গল সৃষ্টি করবে ইনশাআল্লাহ্। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছে –

"আমি সত্য সত্য বলছি যে, তোমরা খোদার একটি বিশেষ জাতিতে পরিণত হবে। তোমরাও তেমনি মানুষ যেমন আমি একজন মানুষ এবং সেই আমার খোদা যিনি তোমাদের খোদা। সুতরাং নিজেদের সৎ বৃত্তিগুলো নষ্ট কর না। যদি তোমরা সম্পূর্ণরূপে খোদার প্রতি অবনত হও, তবে দেখ, আমি খোদার ইচ্ছানুযায়ী বলছি যে, তোমরা খোদার একটি মনোনীত জাতিতে পরিণত হবে।" (আল ওসীয়্যত, পৃঃ ২০)

যদি আমরা সবাই ওসীয়্যতকারী হই তবে আমরা সবাই জান্নাতী হব। আমাদের সন্তানরাও মুত্তাকী হবে পরে জান্নাতী, এ সিলসিলাহ্ (প্রবাহ) চলতে থাকবে–যদি খেলাফত কায়েম থাকে। আল্লাহ্তাআলা খেলাফত কায়েম করেছেন। আমরা যদি সৎ কর্মশীল ও ন্যায়পরায়ণ হতে থাকি তাহলে খেলাফত চিরদিন কায়েম থাকবে। সারা দুনিয়া জান্নাত হয়ে যাবে। কোন ঝগড়া বিবাদ, মারামারি, হানা হানি থাকবে না। যুদ্ধ হবে না। খেলাফত অবশ্যই কায়েম থাকবে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) যেমন বলেছেন–

"যদি দুনিয়ার মানুষ উন্নতি ও সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে চায় তবে তারা জন্য একটিই মাত্র রাস্তা আছে আর তা হলো এ যে, নেযামে ওসীয়্যতের মাধ্যমে যে ব্যবস্থাপনা কায়েম করা হয়েছে–সেটাকে চালু করা।" (নেযামে নও, পৃঃ ১১৭)

প্রবন্ধকে আর দীর্ঘায়িত করা যাচ্ছে না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ঘোষণা পড়ে শেষ করতে চাই। হযরত আকদাস (আঃ) লিখেছেন–

"কিন্তু যদি তোমরা প্রকৃতই নফ্সের (আত্মা) দিক দিয়ে মৃত্যু বরণ কর, তবে তোমরা খোদার মধ্যে প্রকাশ পাবে এবং খোদা তোমাদের সাথী হবেন এবং যে গৃহে তোমরা বাস কর তা বরকতপূর্ণ হবে। ঐ প্রাচীরগুলোর উপর খোদার রহমত বর্ষিত হবে–যা তোমাদের গৃহের প্রাচীর এবং সেই শহর বরকতপূর্ণ হবে যে শহরে এরকম মানুষ বসবাস করবে।....." (আল ওসীয়্যত পৃঃ ২০)

যারা ওসীয়্যত করে এ বরকতপূর্ণ নেযামে শামিল হতে চায় না তাদের সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন–

"স্মরণ রাখতে হবে যে, এ (নেযামে ওসীয়্যত) ঘোষণা ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য নয় বরং ভবিষ্যৎ আশংকা সম্বন্ধে যথা সময়ে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য, যাতে করে অজ্ঞতাবশতঃ কেউ বিনষ্ট না হয়। প্রত্যেক বিষয় নিয়্যত বা উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আমার উদ্দেশ্য দুঃখ দেয়ার জন্য নয় বরং দুঃখ হতে রক্ষা করার জন্য। ঐ সকল লোক যারা তওবা করে তাদেরকে আল্লাহ্র আযাব হতে রক্ষা করা হবে। কিন্তু হতভাগ্য সে যে, তওবা করে না, হাসি-বিদ্রুপ-পূর্ণ বৈঠকাদি পরিহার করে না। দুষ্কর্ম ও গুণাহ্ হতে নিবৃত হয় না, তাদের ধ্বংসের সময় সন্নিকট; কারণ তাদের ঔদ্ধতা খোদার দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য।" (আল ওসীয়্যত, পৃঃ ৩০-৩১)

হযরত আকদাস (আঃ) বুঝাতে চেয়েছেন এই যে, এ যুগে পৃথিবীতে বহু আযাব-গযব অবতীর্ণ হবে। আল্লাহতাআলার ক্রোধ এখন আযব আকারে বর্ষিত হবে। সব সময় এমন হয় না–যেমন হযরত (আঃ) লিখেছেন –

"আমি যদি না আসতাম, তাহলে শুধু ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত ভ্রান্তি ক্ষমার যোগ্য ছিল। কিন্তু আমি যখন আল্লাহ্র পক্ষ হতে এসে গেছি এবং কুরআন শরীফের সুস্পষ্ট ও সত্য অর্থ প্রকাশিত হয়েছে–তা সত্ত্বেও ভুলকে পরিহার না করা ঈমানদারীর কাজ নয়.....।" (আল ওসীয়্যত পৃঃ ২৮)

অতএব এ যুগে তওবা না করা মারাত্মক ভুল। ওসীয়্যত করে নেযামে ওসীয়্যতে শামিল হওয়ার অর্থ আল্লাহ্কে ভয় করে তওবা করা। যারা ওসীয়্যত করে না তারা কেন করে না–সেটাই বিচার্য বিষয়। তারা যদি অবজ্ঞা করে এমন করে তাহলে বড় ভুল হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন–

"হয়ত কতক লোক যারা অধিক সন্দেহ প্রবন, এ ব্যাপারে আমাকে আপত্তি ও সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করবে; এ ব্যবস্থাকে স্বার্থপরতা বলে মনে করবে; অথবা বিদাত বলে সাব্যস্ত করবে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, এটা খোদাতাআলার কাজ। খোদাতাআলার কাজে তিনি যা চান তাই করেন। নিঃসন্দেহে এ ব্যবস্থা দ্বারা তিনি মুনাফেক ও মু'মিনদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেছেন।" (ঐ পৃঃ ৪৮)

হযরত (আঃ) আরো লিখেছেন–

"আমি স্বয়ং অনুভব করি যে, এখানকার পরীক্ষা দ্বারাও উন্নত শ্রেণীর মুখলেস (খাঁটী ঈমানদার) ব্যক্তিগণ, যারা প্রকৃতপক্ষে ধর্মকে সমুদয় পার্থিব বিষয়ের উপর শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করবেন; তারা অন্যান্য লোকদের হতে বিশেষ সম্মানের অধিকারী হবেন। এবং এটা প্রমাণ হবে যে, বয়আতের প্রতিজ্ঞাকে তারা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন এবং নিজের সত্যনিষ্ঠা প্রকাশ করেছেন। এ ব্যবস্থা মুনাফেকদের নিকট ভারী বলে মনে হবে এবং এর দ্বারা তাদের অবস্থা ফাঁস হয়ে যাবে। মৃত্যুর পর তারা পুরুষ হোক মহিলা এ কবরস্থানে কখনই দাফন হতে পারবে না। (ঐ পৃঃ ৪৯)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন –

"পরিশেষে এটাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বিপদাবলীর সময় সন্নিকট। এবং একটা প্রচন্ড ভূমিকম্প আসন্ন যা ভূ-পৃষ্ঠকে উলট পালট করে দিবে। সুতরাং যিনি আযাব দেখার পূর্বেই নিজেকে সংসার ত্যাগী বলে প্রমাণ করবেন, এবং এটাও প্রমাণ করবেন যে, কিরূপে আমার আদেশ পালন করেছেন খোদার নিকট তিনিই প্রকৃত মু'মিন বলে বিবেচিত হবেন। এবং তাঁর দফতরে অগ্রগামী ও শীর্ষস্থানীয় বলে লিখিত হবেন।

আমি সত্য সত্য বলছি যে, সেই সময় সন্নিকট যখন এমন একজন মুনাফেক যে সংসার প্রেমে মত্ত হয়ে এ আদেশ লংঘন করেছে আযাবের সময় সে আক্ষেপের সাথে বলবে, হায়, আমি যদি আমার সমুদয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি খোদার পথে উৎসর্গ করেও শাস্তি হতে রক্ষা পেতাম। (ঐ পৃঃ ৫০)

আমাদের স্মরণ রাখা দরকার এ কথাগুলো একজন নবী, এবং যুগ ইমাম বলেছেন। যারা ওসীয়্যতকারী তারা কমপক্ষে বাহ্যিকভাবে তো আদেশ পালন করেছেন। আল্লাহ্র প্রেরিত নবীর কথা মেনে নিয়েছেন। অতএব, তাদের তওবা কবুলের সম্ভাবনা শতকরা একশ ভাগ। রূহানীভাবেও মু'মিন বলে গণ্য হওয়ার সকল সম্ভাবনা তার পক্ষে। কিন্তু যে ওসীয়্যত করেনি–তার জন্য প্রমাণ করা কঠিন হবে যে, সে হযরত (আঃ) আদেশের অবাধ্য হয়নি। আল্লাহ্ আমাদের সকলের ওসীয়্যত কবুল করুন। (আমীন)।

–মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার ভিত্তি

নেযামে ওসীয়্যত

[এডভোকেট মুজিবুর রহমান সাহেব জার্মানির ৩০ তম সালানা জলসায় "ওসীয়্যতের নেযাম ও এর ব্যবস্থাপনা" সম্পর্কে যে বক্তৃতা রেখেছিলেন এর অনুবাদ অডিও রেকর্ড থেকে তুলে ধরা হলো]

সম্মানিত বন্ধুগণ 'ওসীয়্যতের' নেযাম ও এর ব্যবস্থাপনা' সম্পর্কে আজকে বক্তব্য রাখবো। মার্কস এর স্বদেশে আল্লাহ্তাআলার মসীহর এক শুভ সংবাদকে কেন্দ্র করে আমার বক্তব্য পেশ করবো। তিনি বলেন যে যদি তোমরা স্বচ্ছ হৃদয় নিয়ে এদিকে আসো তাহলে সকল দিক থেকে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন, কোন শত্রু তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। খোদার সন্তুষ্টিকে পেতেই পার না যদি নিজের পছন্দকে, নিজের আনন্দকে, নিজের সম্মানকে, নিজের ধন-সম্পদকে, নিজের প্রাণকে উৎসর্গ করে তার পথে যদি সেই কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হও যা মৃত্যুর মত। এ জন্য যদি প্রস্তুত না হও তাহলে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি তোমরা পেতেই পার না। কিন্তু যদি সেই তিক্ততাকে সহ্য কর তাহলে এক বাচ্চার মত খোদার কোলে তোমরা স্থান পাবে আর সে সকল নেক লোকদের তোমরা উত্তরাধিকারী হবে যারা তোমাদের পূর্বে অতিবাহিত হয়েছেন। সকল নেয়ামতের দরজা তোমাদের জন্য খোলা হবে। যদি সত্যিকার অর্থে তোমাদের আমিত্বের উপর মৃত্যু আসে তাহলে তোমাদের উপর খোদার রহমত নাযেল হবে এবং খোদা তোমাদের সাথে থাকবেন। সে ঘর বরকতমন্ডিত হবে যে ঘরে তোমরা থাকবে। আর সে সকল দেয়ালের উপর খোদার রহমত নাযেল হবে যে দেয়াল তোমাদের ঘরের দেয়াল, সে শহর বরকতে ভরে যাবে যে শহরে এমন মানুষ বসবাস করবে। এ উদ্ধৃতি যা আমি এতক্ষণ আপনাদের সামনে পড়েছি তা 'আল ওসীয়্যত' পুস্তিকা থেকে যা 'নেযামে ওসীয়্যতের' ভিত্তি অর্থাৎ "নেযামে ওসীয়্যতের মাধ্যমে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার ভিত্তি" এটি হলো আমার বক্তৃতার বিষয়। বড়ই সৌভাগ্যবান তারা যারা মনোযোগ সহকারে আল্লাহ্র মসীহর কথা শুনবে। আর এ ভবিষ্যদ্বাণীর উপর পরিপুরি আস্থাশীল হবে। 'ওসীয়্যতের আক্ষরিক অর্থ হলো 'নসীহত'। কোন জোড়ালো 'নসীহত'। জোরপূর্বক নসীহত করা। জোর দিয়ে কোন কথা বুঝানো। এটাকে আরবী ভাষায় 'ওসীয়্যত' বলা হয়। যেভাবে 'তাওয়াস' বীল হাক্ক এবং ও ওয়াতাওয়াসাবিসসাবর, এগুলো সব ওসীয়্যত এবং নেকীর নসিহত। কিন্তু সাধারণত বা সাধারণ ভাষায় বা সহজ ভাষায় বা আইনের ভাষায়'ওসীয়্যত এমন লিখনীকে বলা হয় যা কোন ব্যক্তি মৃত্যুর সময় নিজের সম্পত্তি ও সম্পর্কে বা নিজের অন্যান্য সুবিধাদি এবং ব্যবস্থার জন্য যে নির্দেশনা জারি করে সেটাকে 'ওসীয়্যত' বলা হয়। এ বিষয়টি ধন-সম্পদ সম্পর্কেও হতে পারে বা নিজের যে আশা আকাঙ্খা বা প্রত্যাশা যা তার উত্তরাধিকারের কাছে রাখে সে সম্পর্কে হতে পারে বা অন্যান্য বিষয়েও হতে পারে। নিজের আওলাদের কাছে সে যে আশা রাখে সে আশার ব্যাপারেও 'ওসীয়্যত' হতে পারে। হযরত ইব্রাহীম এবং ইয়াকুব তার ছেলেদের যে, 'ওসীয়্যত' এবং নসীহত করেছেন তা হলো "হে আমার সন্তানগণ! আল্লাহ্তাআলা তোমাদের জন্য এ ধর্মকে বেছে নিয়েছেন, তোমরা এ ধর্মের উপর জীবিত থেকো এ ধর্মের উপর বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ কর তোমাদের ফরয হবে সব সময় আল্লাহ্তাআলার অনুগত হওয়া। আর আল্লাহ্র এতায়াতের ভেতর জীবন যাপন কর, যখন মৃত্যু আসে তখন যেন এতায়াত ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় মৃত্যু তোমাদের না পায়" (সূরা বাকারা)।

হযরত ইয়াকুবের মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসলো তিনি ও তার ছেলেদের কাছ থেকে অঙ্গিকার নিয়েছিলেন যে, তারাও যেন আল্লাহ্র ইবাদত করে। তার কথা তালমুদে উল্লেখ আছে, তখন আমাদের পিতা এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন তিনি তার বারোজন ছেলেকে তার পূর্বে (মৃত্যুর) একত্রিত করলেন। তাদের বললেন যে, তোমাদের পিতা ইসহাকের কথা মনোযোগ সহকারে শুন, তোমাদের হৃদয়ে কি পাক খোদা সম্পর্কে কোন সন্দেহ আছে? তারা বললেন যে, শুন হে ইসরাইল, হে আমাদের পিতা, যেভাবে তোমার হৃদয়ে কোন সন্দেহ নেই, একইভাবে আমাদের হৃদয়েও কোন সন্দেহ নেই, কেননা সে মহাপ্রভু আমাদের খোদা তিনি এক।

আমাদের নবী হযরত, মুহাম্মদ (সঃ)-এর মৃত্যু যখন ঘনিয়ে আসে, তিনি যে সকল নসীহত করেছেন সেগুলোর মধ্যে বিশ্ব বিখ্যাত নসীহত যেটি হাজ্জাতুল বিদা হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। হাজ্জাতুল বিদার বক্তৃতার সময় (খুতবার সময়) তিনি বলেছেন যে, হে মানব সকল আমার কথা শুন, দেখ, আমি জানি না এ বৎসরের পর হয়তো এ স্থানে আর তোমাদের সাথে দেখা হবে না (মৃত্যুর সন্নিকটবর্তী হওয়ার প্রতি ইশারা করেছেন)। তিনি বলেন আজকে যারা এখানে উপস্থিত তারা যেন এ কথা তাদের পৌঁছিয়ে দেয় যারা আজকে এখানে উপস্থিত নেই। এটি রসূল করীম (সঃ) এর পয়গাম ছিল আগত সকল প্রজন্মের কাছে যে, এ কথাকে

পৌঁছাতে থাক। নবীদের পয়গাম এমনই হয়ে থাকে, কোন এক বংশের জন্য নয়। কোন এক প্রজন্মের জন্য নয়। তিনি বলেন, আমি সকল কথা তোমাদের কাছে পৌঁছিয়েছি আর তোমাদের ভেতর এমন এক বিষয় বা জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি সেটিকে যদি দৃঢ়ভাবে ধরে রাখ তাহলে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। আর সে বিষয়টি হল আল্লাহ্তাআলার কিতাব এবং রসূলের সুন্নত। তিনি বলেন, হে মানবমন্ডলী, তোমাদের প্রভু এক, তোমাদের পিতাও একই ছিলেন। সুতরাং তোমরা মনোযোগ সহকারে শুন যে, আরবদের অনারবদের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অনারবদের আরবদের উপর কোন প্রধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব নেই। একইভাবে লাল বর্ণের মানুষের কৃষ্ণাঙ্গের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই না কৃষ্ণাঙ্গদের শ্বেতাঙ্গদের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব আছে। শ্রেষ্ঠ সে যে নেকীর ক্ষেত্রে উন্নতি করে বা এগিয়ে যায়। আমি এটি পড়ছি তার পেছনের উদ্দেশ্য হল, আমি বলতে চাই যে, নবীদের এটি সুন্নত। আর প্রত্যেক মুত্তাকী অবশ্যই তার সন্তানদের নসীহত করেই থাকে। বিশেষ করে মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসে এমন নসীহত লক্ষ লক্ষ মানুষ করে যা আমরা দৈনন্দিন জীবনে দেখে থাকি। কিন্তু দুনিয়াদারদের নসীহত এবং 'ওসীয়্যত' আর রসূলদের ওসীয়্যত ভিন্ন হয়ে থাকে, তার ভেতর আকাশ-পাতাল পার্থক্য হয়ে থাকে। বস্তুত জগতের মানুষের চিন্তা প্রায় সীমিত যে আমার পয়সার কি হবে, আমার জমির কি হবে। তাদের চিন্তাধারা সন্তান-সন্ততির কি হবে, স্ত্রী-বাচ্চার কি হবে, আমার জমির কি হবে। তাদের চিন্তাধারা সংকীর্ণ-সীমিত স্বার্থপরতার গন্ধে দুর্গন্ধময় তাই তাদের 'ওসীয়্যত' সীমিত হয়ে থাকে। কিন্তু তার উপর আমল সব সময় অনিশ্চিত হয়ে থাকে। পিতা মারা গেলে ছেলে 'ওসীয়্যতের' উপর আমলও করে না। বড় কষ্ট করে উপার্জিত সম্পত্তিকে ছেলে নষ্ট করে ফেলে।

কিন্তু 'মামুরদের 'ওসীয়্যত' সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে থাকে। তাদের চিন্তাধারা চিরস্থায়ী হয়ে থাকে। তাদের সম্পদ অবিনশ্বর, তাদের বরকতের ধারা কখনও শেষ হয় না। আজকে শুধু 'ওসীয়্যতের' কথা আমরা বলছি না। আজকে 'ওসীয়্যতের' নেযামের কথা আমরা বলছি। আমি এখন পর্যন্ত যা বলেছি তা হল 'ওসীয়্যত' শব্দের অর্থ কি? ওসীয়্যত বলতে কি বুঝায় এটি আমি স্পষ্ট করে দিয়েছি। আশাকরি স্পষ্ট হয়ে গেছে। নবীদের সুন্নত এটি। কিন্তু যে কথার আমরা আজকে উল্লেখ করছি তা শুধু 'ওসীয়্যত' নয় বরং 'ওসীয়্যতের' নেযাম আর নেযামে 'ওসীয়্যত' সে নেযাম, সে ব্যবস্থাপনা যার ভিত্তি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পুস্তিকা আল 'ওসীয়্যতে' উল্লেখ আছে। রসূলে করীম (সঃ)-এর আধ্যাত্মিক প্রজন্ম তার পরিপূর্ণ বিকাশস্থল তার ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আগত ইমাম মাহদী এবং মসীহ্ মাওউদের মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসে তখন তার উপর অজস্র ধারায় 'ওসীয়্যত' হতে থাকে, (তাজকেরা পড়ুন)। প্রতিদিন এক, দুই বা তিন বার তার উপর 'ওসীয়্যত' হতে থাকে। তারপর এ পুস্তিকা তিনি ছাপেন এবং লেখেন যেহেতু আল্লাহ্ অবিরত 'ওহীর' মাধ্যমে আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে আমার মৃত্যুর সময় সন্নিকটে। এ ব্যাপারে তো অজস্র ধারায় 'ওহী' হয় যে আমার সত্তার সমুলে প্রকম্পিত হয় এবং জীবন আমার জন্য শীতল হয়ে যায়। তো আমি ভাবলাম যে আমার বন্ধুদের আর সে সকল লোকদের, যারা আমার কথা থেকে লাভবান হতে চায় তাদের জন্য কিছু 'নসীহত' লিখবো, এটি আমি পছন্দ করলাম। এ সকল নসীহতের ভেতর হুযূর পুরো নেযামের ভিত্তি রেখেছেন। আল্লাহ্র কোন প্রেরিত ব্যক্তি যখন পৃথিবীতে আসেন তখন তাঁর জীবনে নূরের একটা ঝর্ণা বা বর্ষা হয়। তার সাহাবারাও নূরে ঝকমক করতে থাকে। আর এমন 'মামুরদের মৃত্যু সময় যখন ঘনিয়ে আসে এবং মৃত্যু ঘটে যায় তখন তাঁর সাহাবাদের উপরে মৃত্যু এসে যায়, দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে, তারা বুঝে না কি করবে। এমন অবস্থায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নসীহত করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে, তোমাদের মনোবল যেন না ভাঙ্গে, তোমাদের কোমর যেন না ভাঙ্গে, তোমরা দুর্বল হবে না। হুযূরের সে দিনগুলোর আবেগের কথা একটু ভাবুন, সে সময়ে যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা ছাপাতো এবং মলফূযাতের' নামে যা একত্রিত হয়েছে সে 'মলফূযাতে' হুযূরের দুঃখ এবং কষ্টের বিষয়টি স্পষ্ট। হুযূর বলেন, দুঃখ হল এখনও জামাত দুর্বল, কচি, মৃত্যুর সংবাদ আসছে। যেন জামাতের অবস্থা সেই বাচ্চার মত যে, মাত্র দু'চার দিন দুধ পান করছে এবং তার মা মৃত্যু বরণ করছে। আপনারা দেখুন নিজ সত্তার কোন চিন্তা ছিল না। নিজের আওলাদের চিন্তা নেই। সম্পত্তির কোন চিন্তা নেই। চিন্তা যদি থেকে থাকে তার মিশন সম্পর্কে, তার কাজ সম্পর্কে, চিন্তা সে উদ্দেশ্যের জন্য ছিল যে উদ্দেশ্যের জন্য তিনি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন। সে সকল লক্ষ্যের জন্য ছিল যে সকল লক্ষ্য তখনও অর্জিত হয়নি, সে জামাতের জন্য ছিল, সে চারার জন্য ছিল যা স্বহস্তে রোপন করেছিলেন, যে চারা তখনও কান্ডের উপর দাঁড়াতে পাড়েনি। সে 'আল ওসীয়্যত' পুস্তিকায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তার উপর অর্পিত নৈসর্গিক দায়িত্বের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। 'আল ওসীয়্যত পুস্তিকা যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উদ্দেশ্য এবং সে উদ্দেশ্য হল ইসলাসের পুণর্জীবন। 'আল ওসীয়্যত' পুস্তিকা সে লক্ষ্যের কথা স্পষ্টভাবে তুলে ধরে এবং আমরা 'আল ওসীয়্যত' পুস্তিকা যখন পড়ি আমি দেখেছি 'আল ওসীয়্যত' বিষয়বস্তু চার ভাগে বিভক্ত। প্রথমে জামাতকে তিনি আশ্বস্ত করেছেন, নিশ্চয়তা দিয়েছেন। বলেন যে তোমাদের ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। আমার যাওয়ার সময় এসেছে। আমি চলে যাব। আমি মানুষ। কিন্তু তোমাদের চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই। তারপর দ্বিতীয় বিষয় তাতে আছে আল্লাহ্তাআলার 'কুদরত' বা শক্তি প্রদর্শন, দ্বিতীয় 'কুদরতের' আবির্ভাব অর্থাৎ আমি চলে যাব কিন্তু আরেক 'কুদরত' আবির্ভূত হবে; ভয় পাচ্ছ কেন তোমরা! এ নেযাম শেষ হবার নয়, এ ধারা কর্তিত হবার নয়। তারপর জামাতকে নসীহত করেছেন, তরবীয়তের নসীহত করেছেন। যা নবীদের রীতি। তারপর আর্থিক কুরবানীর বিষয়ে তিনি

'ওসীয়্যত' করেছেন। তো হুযূরের নিজ জামাতের জন্য একটা কামেল নসীহত এই বইটি (আল ওসীয়্যত)। শুভ সংবাদ সম্পর্কে হুযূর বলেন যে আল্লাহতাআলা বলেন যে, এ জামাত যারা তোমার অনুসারী তাদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত অন্য সকলের উপর জয়যুক্ত করে রাখবো। বিজয়ী রাখবো, তাই তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছিন্নতার দিন আশা আবশ্যক, যেন এরপর সে দিন আসতে পারে যেদিন চিরস্থায়ী। তিনিই আমাদের খোদা, তিনিই সবকিছু তোমাদের দেখাবেন যার তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, এ কথা মনে কর না যে, খোদাতাআলা তোমাদের ব্যর্থ করবেন বা খোদা তোমাদের নষ্ট করবেন। তোমরা খোদার হাতের রোপিত একটি বীজ যা মাটিতে রোপিত হয়েছে। আল্লাহ্তাআলা বলেন যে, এ বীজ অঙ্কুরিত হবে, ফুল ধরবে এবং চতুর্দিকে তার শাখা প্রসারিত হবে, হুযূর এ শুভ সংবাদ দিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) জামাতকে যে শুভ সংবাদ দিয়েছেন যে আমি গেলে কী, আমি এক মানুষ, একটা উদ্দেশ্যে এসেছি। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের পরিত্যাগ করবেন না। সে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রতিশ্রুতি আজও কায়েম এবং সারা পৃথিবীর কোনায় কোনায় সেটি কায়েম রয়েছে। যেভাবে কাদিয়ানের লোকদের সাথে যে প্রতিশ্রুতি ছিল পাকিস্তানবাসীদের সাথেও এবং পৃথিবীর যেখানেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জামাত আছে তাঁর এই প্রতিশ্রুতি তাদের পক্ষে অবশ্যই পুরা হবে যে আল্লাহ্তাআলা তাদেরকে কখনো ব্যর্থ করবেন না, আল্লাহ্ তোমাদের কখনও নষ্ট হতে দেবেন না। এটি মনে করোনা যে আল্লাহ্ তোমাদের ব্যর্থ করবেন বা নষ্ট হতে দিবেন। তারপর দ্বিতীয় কুদরতের বা দ্বিতীয় শক্তির প্রদর্শনের কথা বলছেন, উদ্ভুদ একটি উদ্ধৃতি এটি, সে ভাষার যে প্রভাব তা অন্য কারো ভাষায় সৃষ্টি হতে পারে না। তিনি বলেন এটি আল্লাহ্তাআলার সুন্নত, যখন থেকে তিনি পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন সব সময় তিনি এ সুন্নত বা রীতি প্রকাশ করে আসছেন। তিনি তার নবী এবং রসূলদের সাহায্য করে থাকেন, তাদের বিজয় দান করেন, তিনি বলেন, যে 'কাতাবাল্লাহু লা আগলিবান্না আনা ওয়া রসূলী" আর এখানে বিজয়ের অর্থ হল যেভাবে রসূল এবং নবীদের উদ্দেশ্য এটিই হয়ে থাকে যে, আল্লাহ্তাআলার কথা যেন পৃথিবীতে সত্য প্রমাণিত হয় এবং কেউ যেন আল্লাহ্র মোকাবেলা করতে না পারে। একইভাবে আল্লাহ্তাআলা তার শক্তিশালী নিদর্শনের মাধ্যমে তার সত্যকে প্রদর্শন করে থাকেন। যে নেকী এবং তাকওয়াকে তিনি পৃথিবীতে প্রসার এবং প্রচার করতে চান তার বীজ তিনি তাদের হাতে বপন করেন, কিন্তু তার পরিপূর্ণতা তাদের হাতে লাভ হয়না। পরিপূর্ণতার জন্য উৎকর্ষের জন্য আমাদের আল্লাহ্তাআলা বেছে নিয়েছেন। মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন যে, নবীদের হাতে তা উৎকর্ষ লাভ করে না বরং তাদের এমন সময় মৃত্যু দেন, যা বাহ্যত ভয়ের সময়, বিপদের সময়, এটি করে বিরুদ্ধবাদীদেরকে হাসি এবং ঠাট্টার সুযোগ দেন, বিদ্রুপের সুযোগ দেন। হাসিঠাট্টা ও বিদ্রুপ শেষ হওয়ার পর একটি দ্বিতীয় শক্তির হাত খোদাতাআলা প্রদর্শন করেন, আর এমন উপকরণ সৃষ্টি করেন যে তার মাধ্যমে সে লক্ষ্য যা কিছুটা অসম্পূর্ণ ছিল তা অর্জিত হয়।

তিনি আরও বলেন, আরো দু'ধরনের কুদরত আল্লাহ্তাআলা প্রকাশ করে থাকেন, প্রথমত নবীদের হাতে, দ্বিতীয় যখন নবীর মৃত্যুর পর সমস্যা দেখা দেয়। শত্রু শক্তিশালী হয়ে উঠে, আর মনে করে যে, এখন অবস্থাতো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। তারা মনে করে এ জামাত এখন নিশ্বেষ হয়ে যাবে, মিটে যাবে। জামাতের সদস্যরা দ্বিধাদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। তাদের মনোবল ভেঙ্গে যায়, কোমর ভেঙ্গে যায়, অনেক দুর্ভাগা মুরতাদ হওয়ার রাস্তা অবলম্বন করে। তখন খোদাতাআলা দ্বিতীয়বার তার অসাধারণ শক্তি প্রদর্শন করেন এবং পরন্ত জামাতকে তিনি সাপোর্ট দেন, এবং যারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ধৈর্য ধরে তারা নিদর্শনকে দেখে, এ নিদর্শন আমাদের তিনবার চারবার অনেকে পাঁচবার দেখেছে। স্বচক্ষে দেখেছে, কিভাবে সে নিদর্শন বা মোজেযা প্রকাশ পায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, আমি খোদার পক্ষ থেকে কুদরতের আকারে প্রেরিত হয়েছি। আর আমি খোদাতাআলার এক মূর্তিমান শক্তি আমি খোদাতাআলার এক মূর্তিমান কুদরত বা শক্তি। আর আমার পরে আরও কিছু ব্যক্তিত্ব আসবেন যারা দ্বিতীয় কুদরতের প্রকাশস্থল হবেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্তাআলার দ্বিতীয় কুদরতের অপেক্ষায় সমবেতভাবে দোয়া করতে থাক। তো দ্বিতীয় কুদরতের যুগতো আল্লাহ্র ফযলে আমরা দেখছি। যদি হযরত মসীহ্ মাউদ (আঃ)-এর এ প্রতিশ্রুতি সত্য প্রমাণিত হয় অর্থাৎ দ্বিতীয় কুদরত আল্লাহ্তাআলা প্রকাশ করবেন, একবার প্রকাশিত হয়েছে, দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার, চতুর্থবার এবং পঞ্চমবার আল্লাহ্তাআলার সে শক্তি প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের বাচ্চারাও আজ সে কুদরত দেখছে। তার রং তার লক্ষণ, তার ছায়া, তার রহমত, তার সমস্ত বরকত দেখছে। তো আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, পৃথিবীর প্রতিটি বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপনাদের নিশ্চয়তা দিতে বাধ্য হবে যে যার কথা পাঁচবার পুরা হয়েছে তার সে কথাও অবশ্যই পুরা হবে যা 'ওসীয়্যতের নেযামের' মাধ্যমে পৃথিবীর তকদীরকে পরিবর্তন করা। আর এ পুস্তিকায় যে সমস্ত শুভসংবাদ দেয়া হয়েছে সমস্ত শুভ সংবাদ পুরা হবে। দ্বিতীয় কুদরতের একটি ভবিষ্যদ্বাণীর শুভ সংবাদ আমরা পাঁচবার পুরা হতে দেখছি। বাকী শুভ সংবাদ আমরা হাজারবার আমাদের জীবনে আমাদের সন্তান সন্ততির জীবনে ইনশাআল্লাহ্ পুরা হতে দেখবো। কিন্তু হে আমার বন্ধু, হে আমার বুজর্গগণ, হে আমার প্রিয়গণ, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) ও অন্যান্য নবীদের ন্যায় মৃত্যুর সময় নসীহত করেছিলেন, যেভাবে হযরত ইব্রাহীম ও মৃত্যুর সময় বলেছিলেন, ইয়াকুবও বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন– দেখ আমি তোমাদের ভেতর আল্লাহ্র কালাম ও তাঁর রসূলের সুন্নত ছেড়ে যাচ্ছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)ও মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসে তখন আশ্বস্ত করেছেন এবং শুভ সংবাদ দিয়েছেন এবং একটা নেযামও দিয়েছেন।

আর বলেন যে, এটি এমনিতেই হবে না, কিভাবে তা হবে তা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন যে তোমরাও পরস্পরের প্রতি সমবেদনা এবং নফ্স পবিত্রকরণের জন্য রুহুল কুদুস' থেকে অংশ নাও। 'রুহুল কুদুস' ছাড়া নফস্ পাক হয়না। নফস্ের নিছক কামনা বাসনাকে ছেড়ে আল্লাহ্র খাতিরে সে রাস্তা অবলম্বন কর, যে রাস্তার তুলনায় সংক্ষিপ্ত রাস্তা আর হতে পারে না। পৃথিবীর আনন্দ উল্লাসের পথে সন্তুষ্ট হয়োনা বরং আল্লাহ্র খাতিরে তিক্ত রাস্তা অবলম্বন কর। সে বেদনা যার ফলে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়, সে আনন্দ থেকে ভাল যার ফলে খোদা অসন্তুষ্ট হয়। এ পরাজয় সে বিজয় থেকে ভাল যা আল্লাহ্তাআলার ক্রোধের কারণ হয়। সে ভালবাসা পরিত্যাগ কর যা আল্লাহ্র ক্রোধের নিকটবর্তী করে মানুষকে। সে ভালবাসাকে ছেড়ে দাও যা আল্লাহ্তাআলর ক্রোধের কাছে নিয়ে আসে। তোমরা যদি স্বচ্ছ হৃদয় নিয়ে তাঁর কাছে আস তাহলে সকল পথে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন, কোন শত্রু তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যদি তোমাদের জীবন, তোমাদের মৃত্যু, তোমাদের প্রতিটি গতিবিধি, তোমাদের রাগ এবং তোমাদের সন্তুষ্টি শুধু খোদাতাআলার খাতিরে হয় আর প্রতিটি তিক্ততা এবং সমস্যার সময় যদি আল্লাহ্তাআলার পরীক্ষা না লাভ কর, আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক যদি ছিন্ন না কর বরং তোমরা যদি এগিয়ে যাও তাহলে আমি সত্য সত্যই বলছি যে, তোমরা খোদার বিশেষ জাতিতে রূপান্তরিত হবে। তোমরাও আমার মতই মানুষ, তিনি আমার খোদা তোমাদেরও খোদা। সুতরাং নিজেদের পবিত্র শক্তিকে নষ্ট করনা। যদি পুরোপুরিভাবে আল্লাহ্র দিকে ঝুকো তাহলে দেখ আমি খোদার ইচ্ছা অনুসারে বলছি যে, তোমরা খোদাতাআলার মনোনীত এক জামাত হবে। তাকওয়ার দীর্ঘ নসিহত তিনি করেছেন। পুরো পুস্তিকা আসলে পড়ার সাথে সম্পর্ক রাখে।

তৃতীয় অংশ অর্থাৎ জামাতকে ইসলামী শিক্ষা অবলম্বনের ও তাকওয়ার নসীহত করেছেন। তারপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর এক কাশ্ফের কথা বলেন, তিনি বলেন যে, দেখ, আমাকে একটি জায়গা দেখানো হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে, এটি তোমার কবরের জায়গা। আরেক ফেরেশ্তাকে আমি দেখছি যে, জমিকে মাপছে। ফেরেশ্তা এক জায়গায় পৌছে বললো এটি তোমার কবরের জায়গা। তখন আমাকে বলা হল যে, আমাকে এক কবর দেখানো হল যা রূপার তুলনায় বেশি ঝকমক করছিল। তার সমস্ত মাটি ছিল রূপার। তখন আমাকে বলা হল যে, এটি তোমার কবর, আর আমাকে একটি জায়গা দেখানো হয়েছে আর তার নাম রাখা হয়েছে বেহেশ্তি মাকবেরা আর এটি প্রকাশ করা হয়েছে যে, এটি জামাতের সে সকল মনোনীত ব্যক্তিদের জায়গা (কবর) যারা বেহেশ্তি বা জান্নাতি। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁর কাশ্ফে নিজের কবর দেখেছেন তাঁর নিজ কবরের সে দৃশ্য দেখেছেন, যা আল্লাহ্ দেখিয়েছেন সেটি রূপার। তারপর বলেন যে, তোমার মনোনীত জামাতের যারা পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী তারা এখানে কবরস্থ হবেন এবং তারা জান্নাতি। তাদের জন্নাতি হওয়ার সংবাদ দিয়েছেন তিনি। হুযূর এ বেহেশ্তি মাকবেরার যখন ব্যবস্থা করলেন এবং বললেন যে, জায়গা আমি ক্রয় করেছি সেখানে বেহেশ্তি মাকবেরা হবে। তরপর হুযূর যখন নসীহত করলেন অর্থাৎ ওসীয়্যত করলেন, সেটা কি? বেহেস্তি মাকবেরার জন্য জমি প্রস্তাব করলেন আর বললেন যে আমি দোয়া করি আল্লাহ্তাআলা এতে বরকত সৃষ্টি করুন। এটিকে যেন আল্লাহ্তাআলা বেহেশ্তি মাকবেরা বানিয়ে দেন। আর এটি যেন জামাতের পবিত্র হৃদয়ের লোকদের শয়নস্থল হয়। যারা সত্যিকার অর্থে ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রধান্য দিবেন এবং দুনিয়ার ভালবাসা পরিত্যাগ করে আল্লাহ্র হয়ে যাবেন। আর নিজেদের ভিতর যারা পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করবেন। আর রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাহাবীদের মত বিশ্বস্ততা এবং নিষ্ঠার নমুনা প্রদর্শন করবেন। আমীন। ইয়া রাব্বুল আলামীন। আমি আরও দোয়া করি, হে আমার কাদের খোদা, এ জমিকে আমার জামাতের ভিতর সে সকল পবিত্র লোকদের কবরস্থান বানাও, যারা সত্যিকার অর্থে তোমার হয়ে গেছে এবং জাগতিকতার কোন মিশ্রণ যেন তাদের কাজ কর্মে না থাকে। আমি তৃতীয়বার দোয়া করি, হে আমার কাদের এবং সম্মানিত প্রভু এবং গফুরুর রাহিম খোদা তুমি শুধু তাদেরকেই এ জায়গায় স্থান দাও যারা তোমার এক প্রেরিত ব্যক্তির উপর সত্যিকার অর্থে ঈমান রাখে, কোন কপটতা নফসের কোন স্বার্থে এবং কু-ধারণা যাদের ভিতরে নেই এবং যেভাবে ঈমান এবং আনুগত্য করা উচিত সেভাবেই যেন তারা আনুগত্য করে। তোমার জন্য, তোমার খাতিরে তোমার পথে যেন নিজেদের হৃদয়কে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এই যে তিনবার দোয়া করেছেন আমি তিনবার কেন পড়লাম? তিনবার আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়াকে পড়ে যা বেহেশ্তি মাকবেরার জন্য করা হয়েছে, যা ওসীয়্যতের নেযামের সাথে সম্পর্কযুক্ত এটি পড়ে আপনাদের সবাইকে আমি অনুরোধ করবো যে, নিজেদের হৃদয়ের অবস্থাকে একটু খতিয়ে দেখুন আর বলুন এ অধিবেশনে এমন কোন ব্যক্তি আছে কি যার হৃদয় এটি পছন্দ করবে না এ দোয়ার অধিকারী হওয়ার জন্য, এমন কোন ব্যক্তি আছে কি? এর উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য কি করতে হবে? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন যেহেতু এর জন্য আমাকে অনেক শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্তাআলা বলেন যে এটি বেহেশ্তি মাকবেরা, বলেন যে 'উনযিলা ফিহা কুল্লু রাহমাতিন' অর্থাৎ সকল প্রকারের রহমত এ কবরে নাযেল করা হয়েছে। আর এমন কোন রহমত নেই যা এ কবরস্থানের অধিবাসীরা পাবেনা। তাই হালকা ওহীর মাধ্যমে আমার হৃদয়কে এদিকে নিবদ্ধ করা হয়েছে যে এ কবরের জন্য এমন শর্ত নিযুক্ত করা উচিত যে শুধু তারা যেন এতে কবরস্থ হতে পারে যারা নিষ্ঠা বা আন্তরিকতার শর্তে পাশ করে। হুযূর সে শর্তগুলো

তারপর বর্ণনা করেছেন। সে শর্তগুলোর একটি হল পুরো জামাতের ভেতর এ কবরস্থানে শুধু তারাই কবরস্থ হবেন বা দাফন হবেন যারা ওসীয়্যত করবেন যে তাদের মৃত্যুর পর সম্পত্তির দশ ভাগের এক ভাগ যা এ জামাতের অর্থাৎ ইসলামের প্রচার এবং কুরআনের প্রচার এবং ধর্মের খেদমতের জন্য খরচ হবে। প্রত্যেক কামেল হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি এর তুলনায় বেশি ওসীয়্যত করতে পারে কিন্তু এর কম হবে না। তিনি আরও বলেন যে, এ কবরস্থ ব্যক্তি মুত্তাকী হবে, নিষিদ্ধ বিষয়াদি এড়িয়ে চলবে, শিরকের কোন কাজ করবে না। হুযূর বলেন যে আমাদের জামাতের প্রতিটি ব্যক্তি যে এ লেখনি দেখবে সে যেন এটিকে প্রচার করে, যতটা সম্ভব এটাকে প্রচার করা উচিত। আর ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য যেন এটিকে সে সংরক্ষিত করে। সে ভবিষ্যত প্রজন্ম আমি (বক্তা) সে ভবিষ্যত প্রজন্ম আপনারা এবং আপনাদের আওলাদ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, আমাদের জন্য যেন এটিকে হেফাজত করা হয়। তারপর তিনি পুরো ব্যবস্থা করেছেন। একটা আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠা করা, পয়সা আসবে তা কিভাবে খরচ হবে। তারপর সে আঞ্জুমান সম্পর্কে অন্যান্য দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। সেগুলো এখানে সময়ের জন্য আলোচনা করছিনা। যেদিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তাহলো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ১৯০৫ সনে বলছিলেন যে, দেখ আল্লাহ্তাআলা তো তোমাদের জান্নাতের সংবাদ দিয়েছেন। দেখ, তোমাদের মাগফেরাতের জন্য তোমাদের বেহেশ্তে জন্য আল্লাহ্তাআলার তরফ থেকে যা হচ্ছে তা হল তোমরা নিজেদের জীবনে কুরবানী কর, তারপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন যে, আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি এ জামাতকে উন্নতি দিবেন তাই আশা করা যায় যে ইসলামের প্রচারের জন্য এমন ধনসম্পদ অনেক একত্রিত হবে আর ইসলামের অনুকুলে যত বিষয় থাকবে যার বিস্তারিত বর্ণনা করা এখনও সময় আসেনি সে সমস্ত কাজ এর মাধ্যমেই হবে। হুযূর বলেছেন যে এটি এত সুদূরপ্রসারী হবে যে তার সকল দিক আমি এখানে বর্ণনা করতে পারবো না। তার এখনও সময় আসেনি এত ব্যাপক ব্যবস্থাপনা হবে এটি। তারপর হুযূর বলেন যে, এ আঞ্জুমানের সাহায্যের জন্য আপনাদের সাথে যে কথা বলছি, নতুন বিশ্ব ব্যবস্থাপনপার যে কথা বলছি, এ কথাগুলো আমরা অতিরঞ্জিত আকারে কিছু বলছি না। আমরা বাড়িয়ে কিছু বলছি না। বিষয়টিকে আপনারা বুঝুন, বিষয়টি আমি স্পষ্ট করতে চাই এগুলো শুধু ভালবাসার কারণে আমরা বলছি না। আল্লাহ্র ওহীর ভিত্তিতে এ কথাগুলো বলা হয়েছে। আমি বলছি যে সে প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির একটা প্রতিশ্রুতি পাঁচ বার পুরো হয়েছে, তার সবকথা পুরো হবে। তিনি বলেন যে, এ আঞ্জুমানের সাহায্যের জন্য দূর-সুদূর বিভিন্ন দেশে অন্যান্য আঞ্জুমান যেন এর অধীনে গঠিত হয়। এগুলো এমন দেশে যদি হয়ে থাকে যেখান থেকে লাশ আনা অসম্ভব হয় সেখানেই তাকে কবরস্থ করা যেতে পারে। হুযূর বলেন যে, দূর দূরান্তের বিভিন্ন দেশে আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। জার্মানী নিশ্চয় অনেক দূরে, তখনতো কেউ ভাবতেও পারতো না যে জার্মানীতেও এমনটি হবে, অবশ্যই আছে এবং ভবিষ্যতেও এমনটি হবে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর এ উক্তি এজন্য পড়লাম যে হুযূর বলেন এটি একটি আন্তর্জাতিক নেযাম। কোন একটি দেশের জন্য নয়। দূর দূরান্তের বহু দেশে তা হবে। তিনি আরও বলেন যে দেখ এটি মনে করো না যে এটি অতিরঞ্জিত কোন ধারনা, কাদিয়ানে বসে আছে এক ব্যক্তি সে সারা পৃথিবীর কথা বলছে, যে বিভিন্ন দেশে আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন যে, এত টাকা পয়সা আসবে যে সামলাতে পারবে না। হুযূর বলছেন যে, মনে করনা যে আমি অসম্ভব কোন কথা বলছি বরং এটি সেই 'কাদেরের' ইচ্ছা যিনি আকাশ এবং পৃথিবীর বাদশা। আমি এ ব্যাপারে দুঃখিত নই যে, টাকা কিভাবে একত্রিত হবে, আমার দুঃখ হল সে জামাত কিভাবে সৃষ্টি হবে যারা বিশ্বস্ততার সাথে এ পয়সা সামলাবে। আমার চিন্তা হল যাদের হাতে এ টাকা পৌঁছবে তারা টাকা পয়সার আধিক্য দেখে কোথায় স্খলিত না হয়। আমি দোয়া করি এমন মানুষ যেন জামাতের হাতে আসে যারা আল্লাহ্তাআলার খাতিরে কাজ করবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নেযাম প্রতিষ্ঠা করেছেন আর প্রথম দিকে বলেছেন যে, দেখ, যে অসম্পূর্ণ কাজ ছেড়ে যাচ্ছি সেটি অসম্পূর্ণ থাকবে না। দ্বিতীয় কুদরত আসবে, কাজ হবে, দ্বিতীয় কুদরত কাজের মাধ্যম হবে। এরপর ওসীয়্যতের নেযামের কথা বলেন, সে নেযামের উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য রসূলুল্লাহ্ যা বলেছেন তাহলো "ইউ হি দ্দিনা ওয়াইউকিমুস শরীয়া"। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তার এক কাশফে দেখেন, তিনি বলেন যে, আমরা দেখছি যে আমরা একটি জমিন বানাবো। তো মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নতুন আকাশ নতুন জমিন সৃষ্টির জন্য এসেছেন। তিনি আরও বলেন যে আল্লাহ্তাআলা চান যে, সে সমস্ত 'রূহ' যারা পৃথিবীর বিভিন্ন জনবসতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, আল্লাহ্তাআলা সে সমস্ত 'রূহ' কে বা আত্মাকে ইউরোপ থেকে এশিয়াতে, যারা নেক ফিতরত রাখে তাদের সবাইকে তৌহীদের দিকে আকর্ষণের ইচ্ছা রাখেন এবং তার বান্দাদেরকে তৌহীদের উপর একত্রিত করতে চান, এটিই আল্লাহ্র একমাত্র উদ্দেশ্য, যার জন্য আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যে আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তি রেখেছেন আমি 'আল ওসিয়্যত' পুস্তিকার সারাংশ এখন বর্ণনা করছি। সেটি একটি আধ্যাত্মিক নেযাম, তার নৈতিক দাবী আছে, আধ্যাত্মিক দাবী আছে। পবিত্রতার কিছু দাবী আছে, আর্থিক কুরবানীর দাবী আছে। ধন-সম্পদের 'ওসীয়্যতের' দাবী আছে। এখন ওসীয়্যতের নেযামও প্রতিষ্ঠিত হল। ধন-সম্পদ ইসলামে প্রচার প্রসারের জন্য দেয়া হচ্ছে। ব্যাখ্যা সামনে আসবে। এ ধন সম্পদ কিভাবে একত্রিত হবে তা হল সম্পত্তির দশ ভাগের এক ভাগ এ কাজের জন্য দিতে হবে। কেন দেবে? শুধু আল্লাহ্তাআলার জন্য। আমি অন্যান্য নেযামের সাথে তুলনা করবো যে, সে পয়সা শুধু আল্লাহতাআলার খাতিরে

দিতে হবে। অন্যান্য নেযামও চেষ্টা করেছে পয়সা খরচের এবং পৃথিবীর ইতিহাস পড়লে দেখবেন যে, সকল যুগে মানুষ মানুষকে কুক্ষিগত করেছে। ধনী এবং দরিদ্রের একটা প্রতিযোগিতা সব সময়ই ছিল, প্রথম দিকে জমিদাররা কৃষককে কুক্ষিগত করতো তার পুর্বে দাস প্রথা ছিল। প্রভু দাসদেরকে কুক্ষিগত করতো তারপর কিছু সভ্য যুগ এসে দাসত্বকে মানুষ বর্জন করেছে। ইসলাম তাতে জোর দিয়েছে। কিন্তু এক যুগে জমীদারী প্রথা ছিল এক যুগে দাস প্রথা, তারপর শিল্প বিপ্লব এসেছে। আমরা এখন আমাদের যুগের কাছে আসছি। শিল্প বিপ্লব আসার পর একটা ধনতন্ত্রবাদের জন্ম হয়। ধনতন্ত্রবাদী নেযামের এখন যে প্রতিযোগিতা তাকে বলা হয় খালকাটা যুগ। গরীব মানুষ আরও গরীব হচ্ছে। এ অবস্থা যখন হয় এর কারণে গরীবদের আওয়াজ আপনাদের এ দেশে সবচেয়ে শক্তিশালি আওয়াজের জন্ম দিয়েছে অর্থাৎ মার্কস এবং এংগেলসের আওয়াজ। গরীবদের পক্ষে সেই আওয়াজ উত্তোলিত হয়। মার্কস এবং এংগেলসের আওয়াজ এত শক্তিশালী ছিল যে বিংশ শতাব্দীর মাঝে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সরকার তার প্রভাবাধীন ছিল, শুধু কমুনিষ্ট দেশেই নয় বরং অন্য দেশেও মার্কস-এর শিক্ষা বা দর্শন তার উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। মার্কস এর শিক্ষা পৃথিবীর প্রায় সকল সরকারকেই প্রভাবিত করে। মার্কস এর শিক্ষার ভিত্তি কী ছিল? সেটি এক দর্শন ভিত্তিক বিষয় ছিল। অর্থাৎ পৃথিবীতে যত উৎপাদন আছে সেগুলোকে কিছু মানুষ নিয়ন্ত্রণ করে আর অধিকাংশ মানুষ তা থেকে বঞ্চিত থাকে। তার শিক্ষা ছিল উৎপাদনের মাধ্যম সেটি মানুষের হাতে থাকা উচিত নয় কারও কোন সম্পত্তি থাকবে না, সম্পত্তির অধিকার কারও নেই, সেটি সরকারের হাতে থাকবে। আর এ কাজের জন্য শ্রেণীগত ঘৃণাকে এত বেশি ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে যে, রাশিয়াতে যখন শিল্প বিপ্লব আসে রক্তের বন্যা বয়ে যায়, কমুনিষ্ট বিপ্লব যেখানেই আসে রক্তের নদী সেখানে তা বয়ে দিয়েছে। ঘৃণার উপর সেই নেযাম প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঘৃণার উপর যে নেযাম প্রতিষ্ঠিত সেটি কি টিকেছে? ৫০ বছরও চলেনি, শেষ হয়ে গেছে। রাশিয়ার যে ব্যবস্থাপনা তা টুকরা টুকরা হয়ে গেছে। আর পৃথিবী পুনরায় ক্যাপেটিলীজমের আশ্রয় নিয়েছে। যত ফ্যাসাদ পৃথিবীতে হয়ে থাকে তা ধন-সম্পদের অসম বন্টন, সম্পদের অন্যায় ভালবাসা বা সম্পদের কিছু হাতে পুঞ্জিভূত হওয়ার কারণেই হয়। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কখনও নাজিদের জন্ম দিয়েছে, কখনও স্বার্থপর সরকারের রূপ নিয়েছে কখনও ক্যাপেটিলিজম ব্যবস্থাপনা। ব্যক্তি মালিকানা এবং ধন-সম্পত্তি কিছু হাতে একত্রিত করার প্রতিযোগিতার জন্ম দিয়েছে। তারা বলে যে, স্বাধীন অর্থনীতি। অর্থনীতির বিষয় এখানে বর্ণনা হতে পারে না। তার কিছু রূপ আমি দেখাচ্ছি। কখনও কমুনিষ্ট নেযাম সাম্যতার নামে ব্যক্তি মালিকানাকে পিষ্ট করে আর মানুষকে তারা পিষ্ট করে রেখে দিয়েছে আর অপরদিকে কখনও জাতীয়তার দিকে জোর দেয়। আমাদের দেশে আজকাল ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তির উপর জোর দেয়া হয়। তো এ ধরণের যে বব্যস্থাপনা আছে তা কখনও সফল হয় না। কমুনিষ্ট নেযাম সঠিক রোগ চিহ্নিত করেছে কিন্তু তার যে চিকিৎসা প্রস্তাব করেছে তাতে মানুষের ভিতর যে প্রতিযোগীতার প্রেরণা, যে প্রেরণা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেকি করা, স্বতস্ফুর্তভাবে যে খরচ করা এবং আল্লাহ্‌র সাথে যে সম্পর্ক ছেড়ে তারা যে নেযাম গড়ে তুলেছে তাতে তারা খোদাতাআলাকে দেশান্তরীত করেছে। খোদাতাআলাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে। তো আসল কথা হল এ দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা অসম্পূর্ণ হয়, নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিণতি কি তা-ও তারা জানে না। কখনও এক দিকে সীমালংঘন করে কখনও অন্যদিকে সীমালংঘন করে। তারা সঠিক রাস্তা খুঁজে পায়না, তাদের চিন্তা সীমিত, তাদের দর্শন তাদের প্রস্তাবিত পরিকল্পনার ফল বহন করে না। কেন ফল বহন করে না, কেন বহন করে না? আল্লাহ্‌ বলছেন যে, ওয়াল আছরি ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসরি" যুগের কসম, আমরা যাকে সাক্ষি রাখছি, যুগ সাক্ষ্য দিবে যে মানুষ সত্যিকার অর্থে ক্ষতির ভিতর পতিত রয়েছে। সে ক্ষতিকে দূর করে যারা আকাশ থেকে আসে। "তাওয়াবিল হাক্কে ওয়া তাওয়া বিস সব্‌র" সে নেযাম মানুষের অদৃষ্ট পরিবর্তন করে। এ ধরাপৃষ্ঠে বসবাসকারী, বিশ্ব মানবতার তকদীর পরিবর্তনকারী, নতুন ব্যবস্থাপনা নিয়ে আসার যারা দাবী করে তারা এ উদ্দেশ্যে বড় বড় বুলি আউড়ায়, নিত্যনতুন দর্শনও তারা প্রণয়ন করেন আর তাদের মাধ্যমে ধরাপৃষ্ঠে বসবাসকারী মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনেরও দাবী তাদের থাকে। কিন্তু তারা ভুলে গেছে এ ধরাপৃষ্ঠ তো নিজেই তার তকদীরের মালিক নয়, তকদীর তো তার নিয়ন্ত্রণে নেই। এ জমি সে যে ঘুরছে তাকে তো অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়। এ জমির উৎপাদনের জন্য সূর্যের উপর তাকে নির্ভর করতে হয়, বৃষ্টির দরকার হয়। আর জমির কোন জিনিস আছে যা আকাশের সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না। কোন নতুন ব্যবস্থা এমন মানুষের দ্বারা কখনও সৃষ্টি হতে পারে না, যাদের দৃষ্টি এ পৃথিবী থেকে বাহিরে যায় না। ব্যক্তি থেকে জাতি পর্যন্ত, জাতি থেকে আন্তর্জাতিক পর্যন্ত তারা যায় কিন্তু তার বাইরে তাদের দৃষ্টি যায় না। বিশ্ব ব্যবস্থার নামে যে আজ যুলুম অত্যাচার হচ্ছে তা নিজের জায়গায় আমি কারও সমালোচনা বা বিতর্কের জন্য এখানে আসিনি। আমি আপনাদের সত্যিকারের নেযামের কথা বলছি, তারা বলে, আমরা পৃথিবীর ভাগ্য পরিবর্তন করবো, তাই নতুন বিশ্বব্যবস্থা দরকার। বিশ্ব ব্যবস্থার দাবী করে বিভিন্ন সংগঠন তৈরী করে, এরা নিজেদের স্বার্থের কাজ করে জাতিগত স্বার্থের কথা তারা ভাবতে পারে না। পুরো মানবতার জন্য সে চিন্তা করবে যে আকাশ থেকে একটা নতুন চিন্তাধারা নিয়ে আসেন যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসবে। মাঝে বিভিন্ন মতবাদের কথা বললাম, বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার কথা বললাম, আর আমরা যে বলি নেযামে ওসীয়্যতের মাধ্যমে নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। শুধু এ কারণেই কি আসবে যে আপনারা নেক, আপনারা 'ওসীয়্যত' করেছেন, এ কারণেই নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে? আমার

কথার উদ্দেশ্য কিন্তু এটি নয়। আসল কথা হল নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে? ওসীয়্যতের মাধ্যমে হবে কিন্তু কিভাবে হবে বুঝাও, কোন ব্যক্তি জিজ্ঞেস করতে পারে ভাই আপনার বিশ্বাসের বিষয় এটি আমরা কিভাবে মানবো। কিভাবে মানতে পারি? আপনাদের বুঝাচ্ছি যে, এটাতো দুনিয়া মেনে গেছে যে সম্পদের ভালবাসাই সমস্ত ফ্যাসাদের মূল। সম্পদ কিছু একত্রিত হওয়াই ফ্যাসাদের মূল। মানুষের ফিতরতের কথা কুরআন শরীফে আল্লাহ্তাআলা উল্লেখ করেছে যে "তোমরা ধনসম্পদকে খুব ভালবাস।" আর সম্পদের ভালবাসা এমন অদ্ভুদ যে, দেখুন পৃথিবীতে অনেক বিদ্রোহ স্বদেশের বিরুদ্ধে হয়েছে সেটি সম্পদের ভালবাসার কারণে হয়েছে। আজকে ইসলামী বিশ্বের কাছে তেলের সম্পদ আছে। এ তেলের সমস্ত পয়সা আমেরিকা এবং সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকেই পরে আছে। সম্পদের প্রতি ভালবাসা যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন জাতিগত স্বার্থকে ভুলে যায়। সবকিছুতেই নিজের স্বার্থই কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকে।

আহমদীয়াত ইসলামের অর্থনৈতিক যে ব্যবস্থাপনা সেটাকে জীবিত করবে। আর তাতে পয়সা একত্রিত করার কোন স্থান নেই। কুরআন করীম এ ব্যাপারে সতর্কবাণী শুনিয়েছে, "যারা স্বর্ণ এবং রৌপ্য একত্রিত করে তাদের পিঠে দাগ দেয়া হবে"। তোমরা মনে কর এ টাকাপয়সা বা স্বর্ণ রৌপ্য তোমাদের স্থায়ীত্ব দেবে। তোমরা চিরস্থায়ী হবে? ধন-সম্পদের মাধ্যমে কখনও কেউ স্থায়ীত্ব লাভ করেনা। তারপর যে বলা হয়েছে স্বর্ণ এবং রৌপ্য একত্রিত করা উচিত নয়, বলা হয়েছে এই যে ধন-সম্পদ রয়েছে তা যেন শুধু ধনীদের ভিতরেই হাত বদল না করে, ইসলামও এ দৃষ্টিভঙ্গিকে স্পষ্ট করেছে যে, ধন-সম্পদ যেন গুটিকতক হাতে একত্রিত না হয়। ইসলাম খুব কঠোর ব্যবস্থা করেছে যে, পয়সা যেন গুটিকতকের হাতে না থাকে। কমুনিজমের যে ঘৃণার পয়গাম সেটি ইসলাম দেয়নি। ইসলাম এ ধরণের শেখায় না, সেই ঘৃণার যে লাভ আছে সেটি শুধু জ্বলতে থাকবে। ইসলাম কিন্তু ভালবাসার শিক্ষা দেয়। ইসলাম এ একান্ত জোরালোভাবে বলেছে এবং প্রতিষ্ঠিত করেছে সম্পদ একত্রিত হওয়া উচিত নয়। এরজন্য পুরো নেযাম রয়েছে। আমরা সবাই জানি। প্রথম কথা হল হারাম বা অন্যায়ভাবে উপার্জন করবে না, হালালভাবে উপার্জন কর, তারপর বলা হয়েছে সুদ নেবে না, আবার বলা হয়েছে বৈধভাবে যা উপার্জন কর তার থেকে যাকাত দাও। কেউ বলতে পারে যে, আমি বৈধভাবে উপার্জন করেছি আবার শতকরা আড়াই ভাগ কেন নিতে এসেছেন, আমি কি উপার্জন করিনি? ইসলাম বলে যে না! টাকাপয়সা তোমার কাছে জমা করার কোন অধিকার নেই, টাকা পয়সা যেন হাত বদল করে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বলেন, যাকাতের নেযামও খেলাফত ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যেভাবে ওসীয়্যতের ব্যবস্থাপনা খেলাফতের সাথে সম্পর্কযুক্ত, তেমনই যাকাতের ব্যবস্থাপনাও খেলাফত ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কিন্তু আমি বলছিলাম যে যাকাতও দিলাম তারপর বলা হয়েছে যে অনেক কিছু একত্রিত করছো, মারা যেতে হবে একদিন দুই চার পাঁচ বা সাতজন পিছনে রেখে যাবে, আর সম্পদ বন্টন হয়ে যাবে। বিশ পঁচিশ বৎসর পর সম্পদ যখন একত্রিত হয় তখন তা বন্টন হতে থাকে। ধন-সম্পদ একহাতে পুঞ্জিভূত করার শিক্ষা ইসলামে নেই। সম্পত্তি বন্টন হয়ে গেলে তা থেকে তো আপনি কিছু পাচ্ছেন না। তাই আল্লাহ বলছেন, আমরা তোমাদের মৃত্যুর পর তোমার সম্পত্তির একটা অংশ থাকবে। তুমি মাটির নীচে চলে যাবে, কিন্তু যদি ওসীয়্যত করে যাও তাহলে সে ওসীয়্যত তোমার জীবিত থাকবে। একটা স্বতঃস্ফূর্ত নেযাম রেখেছেন আল্লাহতাআলা যে তুমি যদি চাও ওসীয়্যত করতে পার। ওসীয়্যতের এই যে নেযাম, ইসলামের অর্থ ব্যবস্থাপনায় সেটিকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) জারি করেছেন। প্রথম যুগে যখন যুদ্ধ হত মালে গণীমত আসতো, সব বন্টন হতো। হযরত উমরের যুগে তিনি বলেন, এমন হবে না, টাকাপয়সা বায়তুল মালে আসা উচিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এ নফলী নেযাম, আল্লাহ্র পথে খরচ সদকা যাকাতে এসব ব্যবস্থাপনা যাকাত তো নফলী নয় কিন্তু আল্লাহ্র পথে খরচ এবং চাঁদার যে বিধান আছে তা সেই জায়গায় থাকবে কিন্তু নেকির জন্য আল্লাহ্তাআলা যে স্বাধীনতা দিয়েছেন তোমরা 'ওসীয়্যত' কর এটি নাফলিন নেযাম, সেটিকে একটা ব্যবস্থাপনার অধীনে তিনি এনেছেন। তিনি বলেন যে তোমরা দশভাগের এক ভাগ ওসীয়্যত কর আল্লাহ্তাআলার খাতিরে। এটি হল ওসীয়্যতের নেযাম এ ওসীয়্যতের নেযামের মাধ্যমে ধন-সম্পদের একত্রিত করার যে রীতি আছে সেটিকে তিনি বন্ধ করে দিলেন। টাকা একত্রিত হচ্ছে না। অন্যরা সম্পদ ছিনিয়ে একত্রিত করছে, মানুষের অধিকারকে ছিনে নিয়েছে। মানুষের ব্যক্তিগত সংগ্রামকে কমুনিষ্ট নেযাম নষ্ট করে দিয়েছিল, স্বতঃস্ফূর্ত নেকীকে ধ্বংস করে দিয়েছিল, ভালবাসাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। এখন তো পবিত্রতার খাতিরে, ভালবাসার খাতিরে শুধু আল্লাহ্তাআলার খাতিরে এ নেযাম জারি করেছেন। দেখুন ওসীয়্যতের নেযামের একটা ইতিবাচক দিক হল এই যে ক্যাপিটালিষ্ট পদ্ধতি আছে তারা বলে যে, যেহেতু পয়সা ঘরে একত্রিত হচ্ছে, তা বিনিয়োগ হচ্ছে না, তারা বলে, যে সুদের হার বাড়িয়ে দাও। মানুষ তাড়াতাড়ি পয়সা বিনিয়োগ আরম্ভ করবে। মানুষ আরও সম্পদ একত্রিত করার জন্য সম্পদ ঘর থেকে বের করে। ইসলাম এ কথা বলে না। ইসলাম সম্পদকে সম্পদের লোভে খরচ করতে বলে না। বরং সম্পদের ভালবাসাকে শীতল করতে চায়। সম্পদের ভালবাসাকে কমাতে চায়। ইসলাম একটা রীতি অবলম্বন করেছে। ইসলাম বলে যে, দেখ, সম্পদকে হাত বদলের জন্য একটা কাজ করতে হবে, যদি তা না কর তাহলে শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে হবে। আর ওসীয়্যতের নেযাম জারি হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে খরচ কর। দেখুন

ওসীয়্যতের টাকাপয়সা নেযামের হাতে তুলে দেয়ার একটি ইতিবাচক দিক হল তার ভেতর লোভের কোন উপকরণ নেই। তার একটা লক্ষণ হল মৃত ব্যক্তি বলে যে আমার মৃত্যুর পর আমার সম্পত্তি দিয়ে দিন। সে দেখতেও চায় না যে তার সম্পত্তি কি করছে। সম্পত্তি কোথায় গেছে তার চিন্তা নেই। চিন্তা একটাই যে আমার আল্লাহ্ যেন আমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। এভাবে ভালবাসার সাথে ধন-সম্পদ এক কেন্দ্রীয় নেযামের অধীনে আসে। ওসীয়্যতের নেযামকে নিয়ে চিন্তা করুন, দেখুন পৃথিবীর বিভিন্ন নেযাম ধন-সম্পদকে ব্যবসা-বাণিজ্যের গন্ডিতে আনার জন্য সেটাকে নসীহত করে সেখানে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কোন বিষয় আসে না। এ দুনিয়ার নেযাম আইন বা টেক্স করে মানুষের অর্থনীতির নেযামকে সংশোধন করতে চায়। কিন্তু ওসীয়্যতের নেযাম ক্রমাগতভাবে সে সম্পদকে খরচ করে। ওসীয়্যত একটি চিরস্থায়ী নেকী, এতায়াত এবং ভালবাসার একটা অবিনশ্বর বহিপ্রকাশ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটা উক্তি আছে যা পেশ করছি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর ভালবাসায় তিনি বলেন, ওসীয়্যত একটা চিরস্থায়ী নেকী আর এটি কুরবানী, এতায়াত ও ভালবাসার একটা অবিনশ্বর বহিঃপ্রকাশ। প্রত্যেক মুসী তার বাস্তব অবস্থায় এটিই বুঝে যে, আমি মরে গেছি মানব জাতির খাতিরে আমার ভালবাসা মরে নাই, আমার কবর থেকে এ আওয়াজ উত্থিত হয় যে, আমি আমার ধন-সম্পদ মানবজাতির ভালবাসার খাতিরে ছেড়ে এসেছি। নিজের আওলাদকে আমি নসীহত করে এসেছি। আজ থেকে একশত বৎসর পূর্বে ১৯০৫ সনে ওসীয়্যতের নেযামের সূত্রপাত হয়।

১৯৪৬ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) এ ব্যাপারে পুরো একটি বক্তৃতা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থাপনার নামে দিয়েছিলেন। আজকে পঞ্চাশ বৎসর পর একের পর একটি বিষয়কে পর্যায়ক্রমে স্মরণ করানো ওসীয়্যতের পরে এটা কোন সাধারণ ঘটনা নয়। ঐশী যে পরিকল্পনা আছে, ঐশী যে ইশরা রয়েছে সেটিকে বুঝতে হবে। যদি চিন্তার দৃষ্টিতে আপনি বিষয়টা দেখেন বুঝবেন যে, প্রত্যেক বিশ বা ত্রিশ বৎসর পর প্রজন্ম বদলে যায়। নতুন প্রজন্ম আসে, এক বাচ্চা ২৫/৩০বৎসরে যখন পৌঁছে তখন এক প্রজন্ম, দ্বিতীয় প্রজন্ম আসে, প্রত্যেক ২৫/৩০ বৎসর পরে যে স্মরণ করানো হচ্ছে বংশ পরিক্রমায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন যে, অন্যদের কাছে আমার এ পয়গাম পৌঁছাও। আজকে খলীফাওয়াক্ত পুনরায় এদিকে আহ্বান করছেন। আজকে খলীফা ওয়াক্ত পুনরায় আমাদের হৃদয়ের দরজার কড়া নাড়া দিয়েছেন, আজকে পুনরায় মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর প্রতিনিধি আমাদের বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতাকে ঝাঁকুনী দিয়েছেন। আসুন আমাদের হৃদয়ের চিত্রকে পুনরায় খতিয়ে দেখি। আমরা কি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সে সকল দোয়া যা তিনি বারবার করে গেছেন, তিনি একবার নয় তিনবার করেছেন আমার জন্য আপনাদের জন্য যারা ওসীয়্যতের নেযামে অন্তর্ভুক্ত হবে। আপনাদের হৃদয়কে খতিয়ে একজনও কি বলতে পারে যে, আমি এ দোয়ার উত্তরাধিকারী হতে চাই না। কেউ কি বলতে পারে? হে মার্কস এর জমিনে বসবাসকারী আহমদী যুবকগণ! ভুলবেন না একথা যে আপনারা পৃথিবীর মুক্তিদাতা, পৃথিবীর তকদীর আপনাদের হাতে, পৃথিবীর ভাগ্য আপনাদের হাতে এ পৃথিবীর বস্তুবাদিতার চাকচিক্যে হাড়িয়ে যাবেন না, বস্তুবাদিতার জঙ্গলে তোমরা হারিয়ে যাবে না। সে সমস্ত ঐতিহ্যকে স্মরণ রেখ, সে সকল ওসীয়্যতকে স্মরণ রেখ যা আমাদের ইমাম যুগের ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) করে গেছেন এবং আমাদের খলীফায়ে ওয়াক্ত আজ আমাদের সেদিকে ডাকছেন তার দিকে লাব্বায়েক ইয়া ছাইয়্যিদি লাব্বায়েক ইয়া ছাইদি বলে সাড়া দেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, তোমাদের জন্য শুভসংবাদ যে নৈকট্য লাভের ময়দান খালি, পৃথিবীর সকল জাতি বস্তবাদি জগতকে ভালবাসছে। কিন্তু যে কথায় আল্লাহ্তাআলা সন্তুষ্ট হোন সেদিকে পৃথিবীর কোন দৃষ্টি নেই। যারা পুরো উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে এ দরজায় প্রবেশ করতে চায় তাদের জন্য এটিই সুযোগ নিজেদের যোগ্যতা দেখানোর, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নেয়ামত পাওয়ার এটাই সুযোগ। এখন আমি আমার এ বক্তৃতাকে একটি দোয়ার মাধ্যমে শেষ করতে চাই, হে আমাদের প্রভু, হে আকাশ এবং পৃথিবীর মালিক এবং বাদশা, আমরা তোমার বিনয়ী বান্দা, তোমার প্রেমিক মুহাম্মদ (সঃ)-এর অধ্যাত্মিক সন্তান, মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর গোলামের গোলাম, তোমার দরবারে আমরা আকুতি করছি যে, আমরা শুধু তোমার ফযলে তোমার দেওয়া তৌফীকের কারণে যুগের ইমামকে চিনেছি। তার আওয়াজে আমরা সাড়া দিয়েছি। তার দ্বারে আমরা উপস্থিত হয়েছি। হে আমাদের খোদা, তাঁর দোয়া অনুসারে আমাদের সে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কর যারা সত্যিকার অর্থে ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দিয়েছে এবং যারা সত্যকার অর্থে আল্লাহ্র হয়ে গেছে, আর যারা পুরোপুরি তোমার ভালবাসায় হারিয়ে গেছে, হে আমাদের কাদের-মহাসম্মানিত খোদা, গফুর এবং করিম তুমি আমাদের তৌফীক দাও যেন আমরা তোমার প্রেরিত মহাপুরুষের প্রতি চির বিশ্বস্ততা এবং পুরো নিষ্ঠার সাথে ভালবাসার সম্পর্ক রাখি। আর ওসীয়্যতের নেযামের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে এ নতুন বিশ্বব্যবস্থাপনার যেন অংশ হয়ে যাই যা তোমার মসীহ্ জারি করেছেন। আর আমরা যখন এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেই তখন আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের তরবিয়ত যেন এভাবে হয় যে তারাও যেন এ পয়গামকে অন্যদের কাছে পৌঁছায়। আমাদের দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার যখন সময় আসে, আমাদের চোখ যখন বন্ধ হয়, আমাদের মুখ যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন আমরা যেন এ কথা বলে বিদায় নিতে পারি যে হে আল্লাহ্, আমরা এমন প্রজন্ম পেছনে ছেড়ে যাচ্ছি যে, আমাদের ঘরে অন্ধকার নেই, নূর রয়েছে, আলো রয়েছে। হে আল্লাহ্! আল্লাহ্তাআলা তৌফীন দিন। আমীন।

সংকলন ঃ **মাহমুদ আহমদ সুমন**
অডিও রেকর্ড থেকে শ্রুত

ওসীয়্যত ব্যবস্থা

আগামী বিশ্বের অর্থনৈতিক মুক্তি সনদ

চলমান বিশ্বের মানুষ উন্নতির শীর্ষে স্থান লাভের জন্য চারিত্রিক অধঃপতনের দিকে দ্রুততার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে। অতি সম্প্রতি রাশিয়ার মানুষ মরনের আগে ব্রেনকে সংরক্ষনের ব্যবস্থা করছে। তাদের বিশ্বাস একদিন মানুষ অবশ্যই মানব সৃষ্টিতে সক্ষম হবে এবং এ ব্রেন ভবিষ্যতে কাজে লাগাবে। এমনিতেই আজ বিজ্ঞানীরা গ্রহসমূহে মানুষ পাঠানোর আগে 'রোবট' পাঠাচ্ছে। মানুষের কাজগুলো 'রোবট' করে আসছে। বিজ্ঞানীরা 'ক্লোনিং' এর মাধ্যমে ভেড়া থেকে শুরূ করে মানুষের বাচচাও পয়দা করতে সফলতা লাভ করেছে।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে এ যুগে এতটা উৎকর্ষ দান করেছেন যে, মানুষের তৈরী রোবট এখন দুবাই শহরে গৃহস্থালীর সকল কাজ করে দিচ্ছে। এমনকি বাড়ী পাহাড়া দেয়ার কাজটাও রোবট শুধু করছে না বাড়ীর সামনে কোন সন্দেহজনক মানুষ ঘুরাফেরা করলে রোবট এ ব্যাপারে থানাতে খবর দিতে পারে। তবে বাংলাদেশের মানুষ এতে খুশী হওয়ার কারণ নেই। কেননা, এ রোবটের দাম পড়বে বার কোটি টাকার উপর। বাংলাদেশে এ অর্থ দিয়ে জলজ্যান্ত মানুষ দিয়েই বার বছর বাড়ী পাহাড়ার ব্যবস্থা করা যাবে।

কথা না বাড়িয়ে আমরা যদি একথা ধরে নেই যে, খোদা মানুষ সৃষ্টি করে সঠিক পথে পরিচালিত করতে ব্যবস্থা রেখেছেন এবং সে পথ ধরেই আমরা সৃষ্টিকর্তা রাব্বুল আলামীনে বিশ্বাসী। কথাগুলো হঠাৎ করে পাঠকদের কাছে আমি উপস্থাপন করতে চাচ্ছি না। আমরা যে সময়ের মানুষ- তা' হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ) এর কথায় সপ্তম হাজার বছরের শুরূর মানুষ। অর্থাৎ এর আগে খোদার সৃষ্টির ছ'হাজার বছর পার হয়ে গেছে। গত ছ' হাজার বছরে পৃথিবীতে অনেকবার ধবংস এসেছে। অনেক সভ্যতা পার হয়েছে, অনেক উন্নত মানব জাতির ধ্বংসাবশেষ মাটির নীচ থেকে বেরিয়ে এসেছে। কুরআন মজীদ পাঠে জানা যায়, পূর্বের জাতিগুলো অনেক উন্নত ছিল, কিন্তু শিরকের মাঝে ডুবে যাওয়ায় তাদের সভ্যতা মাটির নীচে চলে গেছে।

আমরা গর্বিত যে, আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য রাব্বুল আলামীন রাহমানুর রাহীম খোদা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর মত বিশ্ব নবীকে এক ঐশী কিতাব ও 'ইসলাম' নামের এক পূর্ণ ধর্ম দান করে আমাদের কৃতার্থ করেছেন। মানবজাতিকে আল্লাহর এ মনোনীত ধর্ম পর্যন্ত পৌছঁতে এক লাখ বা দু'লাখ চব্বিশ হাজার নবী রাসূলের শিক্ষার মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় আসতে হয়েছে। এ পথের একটাই মূল উদ্দেশ্য- সহজ ও সঠিকভাবে খোদা প্রাপ্তিও তার সন্তুষ্টি অর্জন। খোদা এমন এক সত্ত্বা, তিনি যেমন মানুষের বৃদ্ধিবৃত্তি উন্নয়নে একক শক্তির আঁধার, তেমনভাবেই মানুষের কল্যাণে সব ব্যবস্থা তিনি করেন। আমরা এ বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর যুগে জন্মিনি বলে এ পথ অর্জনে দুঃখকষ্টের আচঁ আমাদের গায়ে লাগেনি। চৌদ্দ শ' বছর পর আমরা মুসলমানরা শুধু শুনে শুনে যেভাবে প্রিয় রাসূল মুহাম্মদ আরাবী (সঃ) কে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি, তার গভীরতা আমার কাছে খুব অল্প বলে মনে হয়। কেননা, প্রিয় রাসূল (সঃ) দারিদ্রের কষাঘাত থেকে উঠে এসে উম্মুল মুমেনীন হযরত খাদীজার (রাঃ) অঢেল ধন-সম্পদ, ক্রীতদাস-দাসী পেয়েও নিজের ভোগের জন্য তা ধরে রাখেননি- সবটুকুই বিলিয়ে দিয়েছেন- যাদের নেই তাদের মাঝে। দাসদাসীকে নিজের সেবার বা পারিবারিক কাজে সাহায্যের জন্য আটকিয়ে না রেখে মুক্ত করে দিয়েছেন সবাইকে। এ দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে বালক যায়েদ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে ছেড়ে যাননি- ধনাঢ্য পিতার পরিবারে। কই, এ দৃষ্টান্ত কি আজ আমাদের জ্ঞানী গুনী ধর্মবেত্তাদের কাছে খুজেঁ পাওয়া যায়? কুরআনে আদেশ থাকলেও বর্তমান সমাজে কতজন মুসলমান দরিদ্রদের, এতিমদের, পরশীদের অভাব দূরীকরণে এগিয়ে আসছেন? ভোগ-বিলাস বৈভবের মাঝে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ত্যাগ, তিতিক্ষা আর মানব কল্যাণের মাধ্যমে-সমাজের কুসংস্কার আর অপকর্ম গুলোকে ঘৃণা করে। নিজের আচরণে তা বিশ্ববাসীর কাছে আদর্শ করে রেখে গেছেন আমাদের নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) কুরআনে বর্ণিত মানুষের করনীয় কাজগুলো নিজের জীবনে সম্পাদন করে জীবন্ত কুরআন 'বলে আখ্যায়িত হয়েছেন এ বিশ্বনবী, মহামানব আর পৃথিবীর অভাবী মানুষগুলোর ত্রানকর্তা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)।

এতটা ভূমিকা দেয়ার কারণ হলো- আমরা সে পাক নবীর উম্মতে আবির্ভূত শেষ জমানার ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া জামাতের সৌভাগ্যবান সদস্য বলে পৃথিবীতে ইসলাম ও তাঁর আদর্শ পুনঃ প্রতিষ্ঠায় বর্তমান উন্নতির যুগেও আমরা প্রাথমিক যুগের মত সকল দুঃখ বেদনা, ত্যাগ তিতিক্ষার পরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলেছি। এ যুগে আহমদীয়া জামাতের অনুসারীদের উপর অত্যাচার করা হয় ধর্মের নামে দুনিয়ার কিছু দেশে যারা বুক ফুলিয়ে ইসলামের প্রচার করে। যাক, আমাদের কাজ কি তাঁর কিছু কথা বলতেই আমার এ ভূমিকা। মানুষের কল্যাণের জন্য বিশ্ব শান্তির জন্য পৃথিবীতে কায়েম হয়েছে ইসলাম। অথচ মুসলমানদের সেদিকে আজ খেয়াল নেই। পাশ্চাত্যের অন্য ধর্মের মানুষগুলো ইসলাম ও তার অনুসারীদের বিশ্ব শান্তির অন্তরায় বলে দেখছে। যে বিজ্ঞানের উন্নতি মানব কল্যাণের জন্য সে বিজ্ঞানের আবিষ্কার কাজে লাগানো হচ্ছে মানুষ মারার জন্য।

এমন এক অশান্ত পৃথিবীতে নিঃপীড়িত, নিগৃহীত, অসহায়, দরিদ্র গোষ্টির অভাব মোচনের জন্য ইসলামে আবির্ভূত হযরত মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত জামাতের পঞ্চম খলীফা হযরত সৈয়্যদেনা মির্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ) তাঁর হাতে বয়েতকারীদেকে আহবান জানিয়েছেন ওসীয়্যত করতে। এ ওসীয়্যত কি তার বর্ণনা রয়েছে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর রচিত 'আল-ওসীয়্যত' পুস্তিকায়। তাঁর আহবান আল্লাহতা'আলার নির্দেশের পথ ধরে। কুরআন মজীদে মুত্তাকীদেরকে উদ্দেশ্য করে " আল

আকরাবীনা বিল মারূফে হাক্কান আলাল মুত্তাকীন (সূরা বাকার -১৮১) বলতে যে দিকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তাই বাস্তবরূপে গৃহীত আহমদীয়া জামাতের ওসীয়্যত ব্যবস্থা। ওসীয়্যত করার উদ্দেশ্য ও কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) তাঁর রচিত 'আল ওসীয়্যত' পুস্তিকায় লিখেন ঃ–

'দুনিয়ার ভোগ বিলাসে মুগ্ধ হয়ো না, কারণ তা খোদা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। খোদার জন্য কঠোর জীবন অবলম্বন কর। .... খোদার সন্তুষ্টি তোমরা কোন মতেই লাভ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত তোমাদের সন্তুষ্টি তোমাদের সুখভোগ তোমাদের মান-সম্মান তোমাদের সম্পদ ও জীবন ওয়াকফ করে তার পথে সে দুঃখ ও কঠোরতা ভোগ না কর যা তোমাদের সামনে মৃত্যুর দৃশ্য উপস্থিত করে। (পৃঃ ১৮, সংস্করন-১৯৯১)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) 'আল ওসীয়্যত' পুস্তিকায় তাঁর মৃত্যুকাল সন্নিকট বলে বারবার খোদার তরফ থেকে সংবাদ পাচ্ছিলেন বলে উল্লেখ করেন। তিনি তাঁর রচিত এ পুস্তিকায় লিখেন- " আমি একজন ফেরেশ্‌তাকে দেখেছি.... সে এ জায়গায় পৌছে আমাকে বল্ল এটি তোমার কবরের স্থান.... তোমার কবর। আরো একটা জায়গা দেখানো হলো এবং তার নাম রাখা হয়েছে 'বেহেশতী মাকবেরা' এবং বলা হয়েছে যে, এটি জামাতের সে সব মনোনীত ব্যক্তিগণের সমাধিক্ষেত্র যারা বেহেশতী। এ জন্য আমি আমার নিজস্ব জমি এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট করেছি এবং দোয়া করছি যে, খোদা যেন এতে বরকত দান করেন এবং এটিকেই 'বেহেশতী মকবেরা'তে পরিণত করেন। জামাতের সে সব পবিত্র আত্মা বুযুর্গদের যেন এটি নিদ্রাস্থান হয়, যারা প্রকৃতভাবেই ধর্মকে দুনিয়ার সব কিছুর উপর প্রাধান্য দান করে খোদার হয়ে গেছেন" (পৃঃ ৩১,৩২) তিনি আরো লিখেন- "..... আমি এ সমাধিক্ষেত্র সম্পর্কে অতীব গুরুত্বপূর্ণ অনেক সুসংবাদ পেয়েছি এবং খোদা এটিকে শুধু 'বেহেশতী মাকবেরা'ই বলেননি বরং এও বলেছেন যে, 'উনযেলা ফীহা কুল্লু রাহমাতিন'- অর্থাৎ সকল অনুগ্রহরাজি এতে অবতীর্ণ করা হয়েছে। (পৃঃ ৩৪)

আহমদীয়া জামাতের বয়স শতবর্ষ পেরিয়ে গেছে আর 'আল ওসীয়্যত' পুস্তিকাটি রচিত হয়েছে একশত বছর আগে। আহমদীয়া জামাত ইনশাআল্লাহ আগামী ২০০৮ সনে শতবার্ষিকী খেলাফত জুবিলী উৎসব পালন করবে। জামাতে আহমদীয়া বর্তমানে পঞ্চম খলিফা সৈয়্যদেনা হযরত মীর্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত। আমরা তাঁর হাতে বয়েত করে আহমদী বলে পরিচিত। তিনি খলীফার পদ অলংকৃত করেই 'বয়েত' এর দশটি শর্তের উপর অনেকগুলো খুতবা দিয়েছেন। শর্তগুলো তিনি তৈরী করেননি। আল্লাহতা'লার ইশারায় হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) যখন তাঁর দাবীর পর বয়েত গ্রহণ করেন তখন তার প্রত্যেক অনুসারীকে এ দশটি শর্ত দেন। শর্ত ছাড়া বয়েত হতে পারে না। আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত সকল সদস্য (নারী পুরুষ নির্বিশেষে) জানেন যে, বয়েত মানেই নিজকে বিকিয়ে দেয়া আল্লাহ প্রাপ্তির জন্য। যার কাছে বিক্রীত , তিনি যা মনে করবেন, বিক্রীত মানুষটাকে তাই করতে হবে। বয়েতের দশম শর্তে রয়েছে- "আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় এ অধমের (হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ আলাইহিস সালামের) সাথে যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হলে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে।' আল ওসীয়্যত পুস্তিকা রচনা করে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ) কুরআন মজীদের সূরা আন কবুত এর ২ ও ৩ নং আয়াত উল্লেখ করে বলেন, 'প্রত্যক যুগেই তিনি (আল্লাহ) পাপী ও পুণ্যবানদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেখাতে চেয়েছেন। (ওসীয়্যত ব্যবস্থা যুগের পরীক্ষা।) অবশ্য এ ব্যবস্থা মোনাফেকদের কাছে ভারী বলে মনে হবে। (পৃঃ ৪৯) এ কথার পূর্বে তিনি লিখেছেন- "আমি তৃতীয়বার দোয়া করছি যে, হে আমার সর্বশক্তিমান ও দয়ালু, হে ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময় খোদা! তুমি শুধু সে সব লোকদের এখানে কবরের স্থান দাও যারা তোমার এ প্রেরিতের প্রতি প্রকৃত ঈমান রাখেন''... পৃঃ ৩২)

'আল ওসীয়্যত' পুস্তিকার কথাগুলো মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে দেখা যায়, পুস্তিকাটিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। খেলাফত আল্লাহতা'লার দ্বিতীয় কুদরত এবং এক স্থায়ী ব্যবস্থা। এ পুস্তিকায় হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) 'ফানাফির রাসূল' হয়ে এ মুহাম্মদী নবুওয়তের অনুসরণে 'উম্মতি ও নবী' হওয়ার বিষয় সুস্পষ্ট করেছেন। 'আল ওসীয়্যত' পুস্তিকায় দু'টি স্থায়ী বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। এর একটা 'খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়ত' অপরটা দারিদ্র দূরীকরণে আগামী বিশ্বের জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তথা ওসীয়্যত ব্যবস্থা। খেলাফত ও ওসীয়্যত দুটি একে অপরের পরিপূরক। খোলাসা করে বল্লে দেখা যাবে হযরত ইমাম মাহদীর দাবীর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাসের প্রতিফলন হবে বয়েতের শর্ত পালনের মাধ্যমে নেযামে ওসীয়্যতের আওতায় আসলে। এ যুগে আল্লাহর প্রতি গভীর আস্থার সাথে ধর্মকে দুনিয়ার সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দেয়ার জন্য মুহাম্মদী নবুওয়তে ইমাম মাহদীর আগমন। নচেৎ এর প্রয়োজন ছিল না। হযরত ইমাম মাহদীর বয়েত করলেই খেলাফত ও ওসীয়্যতে গভীর আস্থা স্থাপন জরুরী। বিশ্ব শান্তির জন্য বর্তমান সময়ে দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচী গ্রহন ছাড়া মানব কল্যাণ অসম্ভব। এ ব্যবস্থা উম্মতে ওয়াহেদার ভিত্তি। আর্থিক ব্যবস্থাপনা এজন্য অত্যাবশ্যক।

আমার খোলামেলা আলোচনার পরও কেউ কেউ বলতে পারেন তাহলে ওসীয়্যত না করলে কি বেহেশত পাওয়া যাবে না? ওসীয়্যত করা কি ফরজ? এ কথাগুলো বিশ্লেষণ করা জরুরী। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) আল্লাহতা'লার তরফ থেকে বারবার তাঁর মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর তাঁর অনুসারীদের জন্য যে স্থায়ী ব্যবস্থা সমূহের সংবাদ দিয়েছেন তার একটা ওসীয়্যত ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার জন্য তিনি কিছু শর্ত আরোপ করেছেন। ইহকালেই এর কিছু ফল লাভের কথা ও তিনি তাঁর পুস্তিকায় উল্লেখ করেছেন। ওসীয়্যত না করলে কেউ বেহেশত পাবে না–এ কথা যেমন তিনি বলেন নি–তেমনি কাদিয়ানের মাটিতে কবর হলেই বেহেশতী হবে এ কথাও তিনি বলেন নি। বরঞ্চ যারা বেহেশতী, তাদেরই এ ব্যবস্থার অধীনে 'বেহেশতী মাকবেরা'য় নিদ্রাস্থান করার জন্য আল্লাহর দরবারে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) কাতরভাবে দোয়া করেছেন। এ ব্যবস্থার জন্য পুণ্যাত্মাদেরকে তাদের নিজ নিজ সম্পত্তির কমপক্ষে ১/১০ ভাগ ইসলাম প্রচার ও 'যাদের নেই'–তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য

স্বেচ্ছায় নিজ নিজ সম্পদ দান করতে বলেছেন।

বেহেশ্‌ত পাওয়ার বিষয়টা নিষ্পত্তির পর আরো যে কথার ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি, তাহলো ওসীয়্যত করা কি ফরজ? আমার কথা হলো, যে শব্দ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন নি- আমরা কেমন করে বলি? খোদার প্রেরিত ব্যক্তিকে মানার অর্থই তার নির্দেশাবলী মানা। এখানে বয়াতের পর ব্যক্তি ইচছাকে প্রাধান্য দিয়ে কিছু মানা আর কিছু না মানার অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি না। মুমেন অবশ্যই নিজের নেক আমলের প্রতি যত্নবান হবে। যুগ ইমামের নির্দেশনাসমূহ পালনে সতত সচেষ্ট হবে।

ওসীয়্যত করতে হবে নিজের যে সম্পদ রয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ যে রিযক দান করেছেন তার উপর। কুরআন মজীদে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন- 'যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন সম্পদ ব্যয় করে তাদের উদাহরণ একটা শষ্যবীজের মত যা সাতটা শীষ উৎপাদন করে, প্রতিটি শীষে একশ করে শষ্যকনা, আল্লাহ যাকে চান বহুগুনে বৃদ্ধি করে দেন; আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (সূরা বাকারা-২৬৩) এ ব্যবস্থাধীনে আহরিত অর্থ আল্লাহ্‌র একত্ব প্রচার আর আর্ত মানবতার সেবা এবং 'যাদের নেই' তাদের জন্য ব্যয় করার কথা বলা হয়েছে। যামানার ইমাম এ পথে ব্যয় করে পৃথিবীতে এক স্বেচছা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েমের আহবান করছেন। একজন আহমদী সাধারণভাবে তার উপার্জনের/ আয়ের ১/১৬ভাগ আল্লাহ্‌র পথে চাঁদাদান করে, আর ওসীয়্যত করলে তা' দিতে হয় ১/১০ ভাগ হারে অর্থাৎ যেখানে সাধারণভাবে চাঁদার হার শতকরা টাকা ৬.২৫ সেখানে ওসীয়্যত করলে ৩.৭৫ পয়সা বাড়িয়ে টা: ১০.০০ (দশ টাকা) দিতে হবে। একশত টাকা আয় হলে একজন ওসীয়্যতকারী আহমদীকে নব্বই টাকা নিজের জন্য রেখে দশ টাকা ওসীয়তের চাঁদা (যা হিস্যায়ে আমদ নামে প্রচলিত) দিতে হয়। একজন গৃহিনী তার স্বামীর কাছ থেকে যে খরচা (পকেট মানি) নিয়ে থাকেন , তা' মাসিক তিনশ', পাঁচশ' যা-ই হোক, তার উপর এবং বিয়ের মোহরানা, অলংকারাদি, নগদ অর্থ যা' অর্জন করেন-তার উপর ওসীয়্যত করতে পারেন। একজন কৃষক তার সমুদয় জমিজমা বাড়ী ঘরের উপর কমপক্ষে ১/১০ ওসীয়্যত করবেন এবং তার উৎপাদিত ফসলের উপর ১/১৬ হারে নিয়মিত চাঁদা হিস্যায়ে আমদ দেবেন। একইভাবে একজন বাড়ীওয়ালা (যার বাড়ী ভাড়া দেয়া ছাড়া কোন আয় নেই) তার বাড়ী ওসীয়্যত করবেন এবং আয় হিসেবে তার বাড়ী ভাড়ার উপর ১/১৬ হারে হিস্যায়ে আমদ দেবেন। একজন ছাত্র তার টিফিনের খরচের উপর (যা' অভিভাবক থেকে গ্রহণ করা হয়) ওসীয়্যত করতে পারে। যে ওসীয়্যত ফরমটি তিনি পূরণ করবেন, তার সাথে বর্তমানে এ সার্টিফিকেট সংযুক্ত থাকে যাতে অঙ্গীকার থাকে যে, যখনই তার আয় বা সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবে, তা' এ ওসীয়্যতের অন্তর্ভুক্ত হবে, পরে নতুন করে আবার ওসীয়্যত ফর্ম পূরণ করতে হবে না। এখানে বলা আবশ্যক যে, ওসীয়্যত যিনি করবেন, তার ওসীয়্যত ফর্মটিতে তার ওয়ারিশান বা নিকট আত্মীয়গণ সাক্ষী থাকলে উত্তম; এতে ভবিষ্যতে এ ওসীয়্যত সম্পর্কে কোন অসুবিধা সৃষ্টি হবে না বলে ধরে নেয়া যায়।

এতক্ষণ যে আলোচনা হলো, তাতে একথা পরিষ্কার যে, আল্লাহ্ কুরআনে বলেন, ওসীয়্যত করো, যামানার মাহদী (আঃ) বলেন, ওসীয়্যত করে বয়াতে প্রতিজ্ঞাকে পূর্ণ কর..... যুগ খলীফা বলেন, খেলাফতের শতবার্ষিকী পালন করুন জামাতের অর্ধেক উপার্জনশীল নারী পুরুষ ওসীয়্যত করে। এরপর ওসীয়্যত করা ফরয কিনা, ওসীয়্যত না করলে কি বেহেশ্‌ত পাওয়া যাবে না-আবার কেউ কেউ বলেন আমি এখনও ওসীয়্যত করার যোগ্যতা অর্জন করিনি। পাঠক! নিজের আত্মার সাথে বুঝাপড়া করে দেখুন। এত সব মত বা আলোচনার কি কোন অর্থ বা অবকাশ আছে?

ওসীয়্যত করলে কি পাওয়ার রয়েছে তা' আবার তুলে ধরছি। খোদা রাহমানুর রাহীম প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন- তোমরা যদি আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর তা'হলে তা' সাতশ' গুণ বা আরও বেশি বাড়িয়ে দেবেন। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেছেন যারা শর্তগুলো পালন করে এ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হবে, তাদের নিদ্রাস্থান হবে-এ 'বেহেশ্‌তী মাকবেরা'য় অথবা তাদের মৃত্যুর পর এ 'বেহেশ্‌তী মাকবেরা'য় তাদের নাম ঠিকানা, জন্ম, বয়াত, মৃত্যুর তারিখ লিখে একটা স্মৃতিফলক থাকবে। কেয়ামত পর্যন্ত বেহেশ্‌তী মাকবেরায় আগত পরবর্তী বংশধর বা বুযুর্গগণ তাদের কবর বা স্মৃতিফলকের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের জন্য আল্লাহ্‌তাআলার রহমত কামনা করবেন। এখন আরকেটা প্রশ্ন থাকে ওসীয়্যত করলে আর কি পাওয়া যায়? যারা আমাদের দেশে ওসীয়্যত করেছেন তাদেরকে বা তাদের উত্তরাধিকারদের জিজ্ঞেস করে দেখুন-ওসীয়্যত করার পূর্বে তাদের আত্মীয়/বন্ধূদের কি অবস্থা ছিল আর বর্তমান অবস্থা কি? ব্যক্তিগত জীবনে আমি অনেক পুণ্যবান ব্যক্তিকে ওসীয়্যত করার জন্য পত্র লিখেছি, আল্লাহ্‌র ফযলে এ ব্যাপারে প্রায় একশ' ভাগ ফল পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে খুলনার শহীদ ডাক্তার মাজেদ অন্যতম। তিনি ওসীয়্যত করার পর তার বাসায় আমাকে নিজ হাতে পরিবেশন করে এক রাতে খাবার খাওয়াচ্ছিলেন। কথায় কথায় বল্লেন, "আপনার কথায় সাহস করে ওসীয়্যত করে ফেল্লাম। লক্ষ্য করলাম-আমার উপার্জন বেড়ে যাচ্ছে। তা' আজ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আমার আয়ের অংশে জামাতে কয়েকটা পরিবারের ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা হয়েছে।" এমন অনেক দৃষ্টান্ত আমার জানা রয়েছে। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়; তিনি মানুষের অন্তর দেখেন। যারা ওসীয়্যত করেছেন বা যাদের পরিবারে কেউ ওসীয়্যত করে গত হয়েছেন, তাদের মাঝে কেউ দারিদ্রতার মাঝে জীবন কাটাচ্ছেন-তেমনটা আজো ঘটেনি। তবে অনেক এমন রয়েছেন যারা এখনও বুঝেন নি যে তারা যে ঐশ্বর্যের বা বিলাস বৈভবের মাঝে কাটাচ্ছেন তার উৎস কোথায়? 'ইন্নাকা লা' তুখলিফুল মিয়াদ' অর্থাৎ নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ্) ভঙ্গ করেন না অঙ্গীকার। আমি পূর্বে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার পর তা' বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়ার আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করেছি। পরিশেষে আমি পরম করুনাময় দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করছি-আল্লাহ্ বাঙ্গালী আহমদীদের বেশি বেশি করে নেযামে ওসীয়্যতে শামিল হওয়ার তৌফীক দিন আমীন।

-এ, কে, রেজাউল করীম

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর
হাল নাগাদ জীবিত মুসী/মুসীয়ানগণের তালিকা

ক্রমিক নং	ওসীয়্যত নং	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	৮৭৬১	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	মরহুম সাবিত আলী	৭, চামেলীবাগ, ঢাকা
২	১০১২২	মাসুদা বেগম	মরহুম আব্দুস সামাদ খাঁন চৌঃ	৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আর/এ, ঢাকা
৩	১৪১০৬	মোহাম্মদ ফজলুল করিম মোল্লা	মরহুম ফাজিল মোল্লা	১৫৪, শান্তিনগর, ঢাকা
৪	১৫০৫০	লকিয়ত উল্লাহ্	মরহুম নূর মিয়া	৮৪, এস, এস, খালেদ রোড, চট্টগ্রাম
৫	১৫১০৮	সৈয়দা আমাতুল মজিদ	লকিয়ত উল্লাহ্	ঐ
৬	১৫৫৪৮	আহমদ সাদেক মাহমুদ	এ,এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা
৭	১৬০২৩	শেখ আব্দুল আলী	শেখ আব্দুল করিম	মৌড়াইল (দঃ) বি.বাড়ীয়া
৮	১৬২৬৬	শহীদুর রহমান	মরহুম আব্দুল হক মিয়া	সিমড়াইল কান্দি, বি-বড়ীয়া
৯	১৬৫২৩	ইসরাইল দেওয়ান	মরহুম আব্দুল আলী দেওয়ান	শালসিড়ি, পঞ্চগড়
১০	১৬৮৫৫	নাসিরা বেগম	আহমদ সাদেক মাহমুদ	৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা
১১	১৬৯৬৩	নূরুন্নেছা বেগম	মরহুম মৌঃ মোহাম্মদ	আহমদনগর, পঞ্চগড়
১২	১৬৯৬৫	আব্দুল আযীয সাদেক	মরহুম সাহেব আলী	৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা
১৩	১৭৩৩২	সৈয়দ আনোয়ার আলী	মরহুম খুরশীদ আলী	তেরগাতী, কিশোরগঞ্জ
১৪	১৮১৬০	মুখতার বানু	মরহুম গোলাম আহমদ খান	৮, কাতালগঞ্জ. চট্টগ্রাম
১৫	১৮৭১৪	জাহিদুর রহমান	মরহুম টকো মিঞা	আহমদনগর, পঞ্চগড়
১৬	১৮৭৬৭	ওবায়দুর রহমান ভূইয়া	মরহুম	আঃ মুঃ জাঃ ঢাকা
১৭	১৮৯৭৪	ফারুক আহমদ শাহেদ	মরহুম মমতাজ আহমদ	ঘটুরা, বি-বাড়ীয়া
১৮	১৯৯০৩	মোহসেনা আক্তার ভুঞা	ওবায়দুর রহমান ভুঞা	ঢাকা
১৯	১৯৯২৬	মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	মরহুম জয়নুল আবেদীন	৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা
২০	২০০৬৯	মোহাম্মাদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	মরহুম লুৎফুর রহমান	
২১	২০৭৮৬	মোহাম্মদ আব্দুস সালাম	মরহুম কিসমত উল্লাহ	তেবাড়ীয়া, নাটোর
২২	২০৭৯০	নূর উদ্দিন আহমদ	মরহুম হাসিমুউদ্দিন আহমদ	বীরপাইকশা, কিশোরগঞ্জ
২৩	২২১৩৩	হোসনে আরা ফিরোজা বেগম	আব্দুল আযীয সাদেক	৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা
২৪	২২৬৭২	মোর্শেদ আলম ভুঞা	মরহুম আবু আহমদ ভূঞা	১, কেবি ফজলুল কাদের রোড, চট্টগ্রাম
২৫	২৩৬৪১	সালেহ আহমদ	মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ	৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা
২৬	২৩৮১০	কাশেম আলী খান	মরহুম বাবু খান	শাহজাহানপুর, ঢাকা
২৭	২৩৯৪২	মোহাম্মদ আব্দূল আযীয	মরহুম সফর আলী	হালিমানগর, কুমিল্লা
২৮	২৩৯৯৭	এ,কে, রেজাউল করিম	মরহুম এ,এম,এ গফুর	ডব্লিউ-১ নূরজাহান রোড, মোঃপুর, ঢাকা
২৯	২৪০০৬	আমাতুল কুদ্দুস শাহানা	মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৮, কাতালগঞ্জ, চট্টগ্রাম
৩০	২৪২৯১	মাকসুদা খাতুন	মরহুম শামছুর রহমান	১২৯, শান্তিনগর, ঢাকা
৩১	২৪৫৭১	মোহাম্মদ ইদ্রিস	মরহুম কফিল উদ্দিন আহমদ	নন্দনপুর, কুমিল্লা
৩২	২৪৮২৩	মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন	মরহুম তফাজ্জল হোসেন	৮৫, নয়াপল্টন, ঢাকা
৩৩	২৪৮৪০	নজির আহমদ ভূঞা	মরহুম মুখলেছুর রহমান ভূঞা	নিলয় (৫ম তলা) ঢাকা
৩৪	২৫০৭৬	বশিরুর রহমান	শহিদুর রহমান	
৩৫	২৫১৭৩	আমাতুস সামী তাহেরা	মরহুম আনিসুর রহমান	মীরপুর, ঢাকা
৩৬	২৫১৮৬	আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী	মরহুম আব্দুস সামাদ খান চৌঃ	

৩৭	২৫২০৮	তবারক আলী	মরহুম আকবর আলী	এ/৬, ৫১, সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা
৩৮	২৫৩১২	মোহাম্মদ ফজলুর রহমান	মরহুম লুৎফর রহমান	২৮/৬, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা
৩৯	২৫৪৪৭	মোহাম্মদ আব্দুল জলিল	মরহুম আব্দুস সোবহান	শ্রীপুর, গণকবাড়ী সাভার, ঢাকা
৪০	২৫৪৯২	মোহাম্মদ সাহাব উদ্দিন	মরহুম মুনির আহমদ	৮/১, মোহাম্মদী হাউজিং ঢাকা
৪১	২৬৫৫২	মীর মোহাম্মদ আলী	মরহুম মীর ওসমান আলী	এইচ-৭৯/৩ ব্লক-ই মহাখালী, ঢাকা
৪২	২৮৫১৬	শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান	মরহুম শাহ্ আজিজুর রহমান	
৪৩	২৮৬০৬	সীমা চৌধুরী	আহসান আহমদ খান চৌঃ	২২৮, লেক রোড, নিউ ডিও এইচ এস,ঢাকা
৪৪	২৮৮৩৭	মোহাম্মদ আব্দুর রব	এম, এ আযীয	হালিমানগর, নন্দনপুর, কুমিল্লা
৪৫	২৮৮৮১	রাজিব উদ্দিন আহমদ	শুকুর মাহমুদ মন্ডল	ঠনঠনিয়া নতুন পাড়া, বগুড়া
৪৬	২৮৮৮২	শামিম জাহান	রাজিব উদ্দিন আহমদ	ঐ
৪৭	২৯৪৬১	মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী	মরহুম বি, এ, সরকার	২০৮, লালখাঁ বাজার, চট্টগ্রাম
৪৮	২৯৫৪৯	খালিদ আহমদ সিরাজী	মরহুম মাসুদুল হক	ফ্লাট নং ই-১ আপন নিবাস, চট্টগ্রাম
৪৯	৩০২২৭	শামছুর রহমান	মোহাম্মদ আলী মোড়ল	আঃমুঃজাঃ দারুল ফযল, খুলনা
৫০	৩০৫৫৮	খন্দকার সাইদ আহমদ	মরহুম আব্দুল বারিক	মৌড়াইল, বি-বাড়ীয়া
৫১	৩০৬৯৫	তারিক সাইফুল ইসলাম	মরহুম আব্দুল আযীয	ডব্লিউ-৭৪এ, বাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৫২	৩১৩১৩	রফিক আহমদ প্রধান	নাজাতুল্লাহ আহমদ প্রধান	৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা
৫৩	৩১৩১৪	শাহ মোহাম্মদ আব্দুল গনি	জসিম উদ্দিন	ঐ
৫৪	৩১৩১৫	আবুল কাশেম মোঃ আনসারী	আব্দুল মজিদ আনসারী	আঃমুঃজাঃ চরসিন্ধুর
৫৫	৩১৩১৬	নজরুল ইসলাম সরকার	আব্দুল মালেক সরকার	দাপা ইদ্রাকপুর, ফতুল্লা
৫৬	৩২৫১৪	মোবাশ্বেরুর রহমান	আহমাদুর রহামন	পোষ্টাল কলোনী, মতিঝিল
৫৭	৩২৬০৮	শেখ আব্দুল ওয়াদুদ	শেখ সফর উদ্দিন	সুন্দরবন, সাতক্ষীরা
৫৮	৩২৬০৯	মোহাম্মদ আবুল হোসেন	মোঃ ইনছার আলী	রাজশাহী
৫৯	৩২৬১০	মোহাম্মদ হাসান	মরহুম বদরুদ্দীন	৪৬, কাটাপাহাড় লেন, টৈরী বাজার, চট্টগ্রাম
৬০	৩২৬২১	শেখ ফজলুর রহমান	শেখ মাজিউদ্দিন আহমদ	কান্দিপাড়া, বি-বাড়ীয়া
৬১	৩২৬২২	মুহাম্মদ মহসীন কায়েস	মহীউদ্দিন আহমদ	কলেজ পাড়া মৌড়াইল, বি-বাড়ীয়া
৬২	৩২৬২৩	মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ	মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ	১১১১/১ পঃ নন্দীপাড়া মাদারটেক, ঢাকা
৬৩	৩২৬৭৮	মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান	আসাদুজ্জামান	আই,এফ,আই,সি,ব্যাঙ্ক, চট্টগ্রাম
৬৪	৩২৭১৭	মান্‌জারাতুন নেসা	মোঃ ফজলুর রহমান	২৮/৬, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা
৬৫	৩২৭৮২	ফজিলাতুর রহমান	ঐ	ঐ
৬৬	৩২৭৮৩	আব্দুল্লাহ্ শামছ বিন তারেক	তারেক সাইফুল ইসলাম	প্রভাষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৬৭	৩২৭৯২	মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান	গফুরুদ্দিন আহমদ	বি-৩৬,এফ-১৫, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
৬৮	৩২৭৯৩	মাহমুদা আক্তার রানী	মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান	ঐ
৬৯	৩২৭৯৪	আব্দুর রহামন রানু	আব্দুল আজিজ	শালসিঁড়ি, পঞ্চগড়
৭০	৩২৭৯৫	সুফিয়া বেগম	সৈয়দ আব্দুল কাইয়ূম	মৌড়াইল বি-বাড়ীয়া
৭১	৩২৭৯৬	মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম	মোহাম্মদ হাসান আলী	৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা
৭২	৩২৭৯৮	হামিদা বেগম	বাবুল আহমদ চৌধুরী	
৭৩	৩২৮১৮	আঞ্জুমান আরা রাজ্জাক	মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক	২ কামালউদ্দিন লেন কাদের খান রোড, খুলনা
৭৪	৩২৮১৯	দীনা নাছরিন	মোহাম্মদ শামছুর রহমান	আঃমুঃ জাঃ খুলনা
৭৫	৩২৮৪২	মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক	মোঃ আরব আলী গাজী	২ কামালউদ্দিন লেন কাদের খান রোড, খুলনা
৭৬	৩২৮৫৫	কওছার আলী মোল্লা	মরহুম আকবর আলী মোল্লা	আঃমুঃ জাঃ ঢাকা
৭৭	৩২৯৮১	আমীর হোসেন	মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন	৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা
৭৮	৩২৯৮২	মোজাফ্ফর আহমদ রাজু	শেখ লুৎফর রহমান	৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা

৭৯	৩৩০৩৩	মঞ্জুর হোসেন	মরহুম আব্দুর রউফ	কান্দিপাড়া, বি-বাড়ীয়া
৮০	৩৩১১৯	আম্বিয়া খাতুন	মরহুম আব্দুল হাকিম	হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ
৮১	৩৩১৩০	আমজাদ হোসেন আকন্দ	মরহুম আব্দুল হামিদ	বকশিগঞ্জ, জামালপুর
৮২	৩৩১৬৪	শফিকুল হাকিম আহমদ	মরহুম আব্দুল হাকিম	আজিমপুর, ঢাকা
৮৩	৩৩২২৫	জি,এম সায়েদুর রহমান	মরহুম মানিক গাজী	যতীন্দ্রনগর, সুন্দরবন
৮৪	৩৩২২৬	মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ	মরহুম কালু সরদার	ঐ
৮৫	৩৩২২৭	মমতাজ বেগম	আহমদ আলী মোল্লা	ঐ
৮৬	৩৩২২৮	বেগম নূরুন নাহার	মরহুম শেখ সফর উদ্দীন	ঐ
৮৭	৩৩২২৯	এম,এম, রজব আলী	মোহাম্মদ আলী মোড়ল	ঐ
৮৮	৩৩২৩০	শেখ আলম	মরহুম শেখ ইয়াসীন	ঐ
৮৯	৩৩২৩১	এস, এম, আবু কাউসার	মরহুম শামছুর রহমান টি,কে	ঐ
৯০	৩৩২৩২	বেগম রেজিয়া রশিদ	এম,এম, আব্দুর রশিদ	ঐ
৯১	৩৩২৩৩	জি,এম নূর মোহাম্মদ	মরহুম কেরামত গাজী	ঐ
৯২	৩৩২৩৮	বেগম হামিদা বানু	এস, এম আবু কাউসার	ঐ
৯৩	৩৩২৩৯	বেগম শামছুন নাহার	মরহুম শেখ জোনাব আলী	ঐ
৯৪	৩৩২৪২	আবুল খায়ের	মরহুম ইউনুছ আলী	চক বাজার চট্টগ্রাম
৯৫	৩৩২৪৩	মুখলেছুর রহমান	মরহুম আহমদ হোসেন	কালঘোড়া, বি-বাড়ীয়া
৯৬	৩৩৩২০	রমিচা সামাদ	মরহুম সামাদ আলী গাজী	যতীন্দ্রনগর, সুন্দরবন
৯৭	৩৩৩৩১	এস,এম, তৌহীদুল ইসলাম	মরহুম নূর হোসেন সিকদার	৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা
৯৮	৩৩৫২৫	মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী	মরহুম আব্দুল জব্বার	মিরপুর, ঢাকা
৯৯	৩৩৭৪৩	মোহাম্মদ সেলিম খান	মরহুম আব্দুল আজিজ	
১০০	৩৩৭৪৯	আফরোজা বেগম	আব্দুল মতিন	আহমদনগর, পঞ্চগড়
১০১	৩৩৭৭২	আবুল খায়ের	মরহুম মোবারক করিম	৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা
১০২	৩৩৮৯৫	মোহাম্মদ এনামুল হক রনী	আব্দুন নূর মোল্লা	ঐ
১০৩	৩৩৮৯৬	মোহাম্মদ জাকির হোসেন	মোহাম্মদ শরীফ উদ্দীন	ঐ
১০৪	৩৩৮৯৭	মোঃ আবু তাহের দুলাল	মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক	ঐ
১০৫	৩৩৮৯৮	এস,এম, দেলোয়ার হোসেন	মরহুম নূর হোসেন সিকদার	মিঠা পুকুরপাড়, পটুয়াখালী
১০৬	৩৩৮৯৯	দাউদ আহমদ	ইসমাইল বোখারী	৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা
১০৭	৩৪০১৯	জি এম আবু মোসলেম	মরহুম শুক চাঁদ গাজী	যতীন্দ্রনগর, সুন্দরবন
১০৮	৩৪০২০	বেগম রহিমা ওয়াহেদুর	এস,এম ওয়াহেদুর রহমান	ঐ
১০৯	৩৪০২১	বেগম সালেহা মজিদ	এস, এম, আব্দুল মজিদ	ঐ
১১০	৩৪১১৫	মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব	জনাব ওবায়দুল্লাহ্	পূর্ব তেজতুরী বাজার রোড, ঢাকা
১১১	৩৪১১৬	মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান	জনাব আখতারুজ্জামান	৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা
১১২	৩৪২৮৪	আব্দুল ওয়াজেদ মল্লিক	মরহুম ওসমান আলী মল্লিক	যতীন্দ্রনগর, সুন্দরবন
১১৩	৩৪২৮৫	নূরুন্নেছা ওয়াজেদ	জনাব আব্দুল ওয়াজেদ মল্লিক	ঐ
১১৪	৩৪২৮৬	নাছের আহমদ	জনাব আব্দুল মতিন	মীরপুর, ঢাকা
১১৫	৩৪২৮৭	এস এম আব্দুল হক	জনাব এস,এম, হাবিবুল্লাহ্	৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা
১১৬	৩৪৫৬২	মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম	জনাব এম,সাজ্জাদ হোসেন	নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা
১১৭	৩৪৪৭৮	মরিয়ম খানম	জি,এম, আবু সাইদ	যতীন্দ্রনাগর, সন্দুরবন
১১৮	৩৫১২৮	সিকদার তাহির আহমদ	মোঃ হামিদুল্লাহ্ সিকদার	উঃ মাজদাইর, নারায়ণগঞ্জ
১১৯	৩৫১২৯	মোহাম্মদ আব্দুস সাদেক	মরহুম খায়েজ উদ্দিন	কোলদিয়ার, কুষ্টিয়া
১২০	৩৫১৩০	মাহমুদ আহমদ শরীফ	মরহুম আহসানুল্লাহ্ পাটোয়ারী	৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা

১২১	৩৫১৩১	সাদেকা হক	জনাব মনিরুল হক	মিরপুর, ঢাকা
১২২	৩৫১৩২	ডাঃ ফরিদ আহমদ	মরহুম এম, এ, লতিফ	আলেকান্দা, বরিশাল
১২৩	৩৫১৩৩	মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম	মোহাম্মদ সায়েদুল ইসলাম	৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা
১২৪	৩৫৮৬৭	মোহাম্মদ আরমান আলী সরকার	মরহুম মমতাজ আলী সরকার	আশকোনা, ঢাকা
১২৫	৩৫৮৬৮	মাহবুব হোসেন	মরহুম নূর হোসেন	গুলশান-২ ঢাকা
১২৬	৩৫৮৭০	রেজিয়া মতিউর	মরহুম জি,এম,মতিউর রহমান	যতীন্দ্রনগর, সুন্দরবন
১২৭	৩৫৯৮৮	জহির আহমদ	মরহুম লাল মিঞা	৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা
১২৮	৩৫৯৮৯	মোহাম্মদ ইয়াহিয়া	জনাব শহীদুল্লাহ	অম্বরনগর, নোয়াখালী
১২৯	৩৫৮১০	শামছুদ্দিন আহমদ	জনাব মোহাম্মদ সাহাব উদ্দিন	৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা
১৩০	৩৬৮৫৩	মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম	মরহুম আরব আলী গাজী	কাদের খান রোড, খুলনা
১৩১	৩৬৮৫৪	রোজিনা শহিদ	জনাব শহীদুল ইসলাম	ঐ
১৩২	৩৬৯৩৯	সৈয়দ রিয়াজ আহমদ	মরহুম সালেহ আহমদ	মৌড়াইল, বি-বাড়ীয়া
১৩৩	৩৬৯৪০	জুয়েল আহমদ	জনাব বাহার মিয়া	কান্দিপাড়া, বি-বাড়ীয়া
১৩৪	৩৬৯৪৬	শফিউল আলম বরকত	মরহুম আব্দুল হাকিম	শিমরাইল কান্দি, বি-বাড়ীয়া
১৩৫	৩৬৯৪৭	হাজেরা বারি	জনাব আব্দুল বারি	বি-বড়ীয়া
১৩৬	৩৭০৯৯	মোহাম্মদ আহমদ তপু	জনাব মনিরুল হক	মীরপুর, ঢাকা
১৩৭	৩৭১০১	মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ্	মরহুম ওয়াসিম উদ্দিন আহমদ	ঐ
১৩৮	৩৭৬৪৩	দেওয়ান মোহাম্মদ নিজামউদ্দিন	মরহুম বদরউদ্দিন দেওয়ান	৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা
১৩৯	৩৭৮১২	মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক	মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন	ঐ
১৪০	৩৭৮১৪	সরকার তসফিন মাহমুদ	মরহুম আছাদুল্লাহ্	তেজতুরী বাজার, ঢাকা
১৪১	৩৮৭৬৭	মোহাম্মদ এনাম খান	জনাব মিলন খান	মৌলভী পাড়া, বি-বাড়ীয়া
১৪২	৩৮৭৬৮	হাছিনা গনি	জনাব এস, এম আব্দুল গনি	চাঁপারকোনা, জামালপুর
১৪৩	৩৮৭৬৯	ফারুক আহমদ ভূঞা	মরহুম আফছার উদ্দিন ভুঞা	পাওয়ার হাউজ রোড, বি-বাড়ীয়া
১৪৪	৩৮৭৭০	মাকসুদা ফারুক	ফারুক আহমদ ভূঞা	ঐ
১৪৫	৩৮৭৭১	বশীরা বেগম	মরহুম সেকান্দর আলী	ঐ
১৪৬	৩৮৭৭২	মোর্শেদ আলম চৌধুরী	রফিকুল্লাহ্ চৌধুরী	অম্বরনগর, নোয়াখালী
১৪৭	৩৮৭৭৩	মাজহারুল নাহিদ	মুনির আহমদ	কান্দি পাড়া, বি-বাড়ীয়া
১৪৮	৩৮৭৭৪	মোহাম্মদ মাহবুবুল ইসলাম	জহুরুল কাইয়ুম	বদলাগাড়ী, গাইবান্ধা
১৪৯	৩৮৭৭৫	মোহাম্মদ আরিফুর রহমান	এস,এম, রেজাউল করিম	৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা
১৫০	৩৮৭৭৬	হালিম আহমদ হাজারি	মরহুম আব্দুল জাহের হাজারী	এয়ারফোর্স আর/এ, ঢাকা
১৫১	৩৮৭৭৭	হেলালুদ্দিন আহমদ	মরহুম মকবুল হোসেন	চট্টেশ্বরী রোড, চট্টগ্রাম
১৫২	৩৯৩৫৮	রবিউল হোসেন	জনাব সিরাজ মিয়া	৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা
১৫৩	৩৯৩৫৯	আব্দুল মতিন	মরহুম আব্দুল কবির	নাটাই, বি-বাড়ীয়া
১৫৪	৩৯৩৬০	রুহুল আমীন	মরহুম আব্দুল আহাদ	ইসলামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ
১৫৫	৪১৫৫৬	আমেনা সাঈদ আলী	মরহুম সাঈদ আলী সর্দার	যতীন্দ্রনগর, সুন্দরবন
১৫৬	৪১৫৫৭	আব্দুল মজিদ সর্দার	মরহুম সাঈদ আলী সর্দার	ঐ
১৫৭	৪১৫৫৮	শিরিনা রেজাউল	এস, এম, রেজাউল করীম	ঐ
১৫৮	৪১৫৫৯	মুস্তাফিজুর রহমান খান	এম,এ, খালেক খান	ময়মনসিংহ
১৫৯	৪১৯৩৭	আসাদুজ্জামান ভূঞা	মরহুম আশফাক হোসেন	ক্রোড়া
১৬০	৪১৯৪৫	মূসা মিঞা	মরহুম মতি মিঞা	ঘাটুরা
১৬১	৪১৯৪৬	এস, এম, সলিম	মোহাম্মদ নূর মিঞা	ঐ
১৬২	৪১৯৪৭	এস,এম, ইব্রাহীম	এস,এম, হাবিবুল্লাহ্	ঐ

১৬৩	৪১৯৪৮	এস, এম, রেজাউল করিম	এস,এম, আব্দুর রশিদ	যতীন্দ্রনগর, সুন্দরবন
১৬৪	৪১৯৪৯	এস এম মাগফুর রহমান	শহীদ সোবহান মোড়ল	ঐ
১৬৫	৪১৯৫০	মোহাম্মদ আজিজুল হক	হেলালউদ্দিন আহমদ	উত্তরা, ঢাকা
১৬৬	৪১৯৫১	গোলাম কাদের	মরহুম আব্দুল আলীম	মীরপুর, ঢাকা
১৬৭	৪১৯৫২	তসলিমা আজীজ	জনাব আব্দুল আজীজ	মাদারটেক, ঢাকা
১৬৮	৪১৯৫৩	মনিরুল ইসলাম স্বপন	আব্দুল আজিজ মাষ্টার	মীরপুর, ঢাকা
১৬৯	৪১৯৫৪	হামিদুর রহমান	আল্লামা জিল্লুর রহমান	বাসাবো, ঢাকা
১৭০	৪১৯৫৫	আহমদ আলী	মরহুম হযরত আলী	নারায়ণগঞ্জ
১৭১	৪১৯৫৬	মনোয়ার হোসেন	জনাব পানাউল্লাহ্	মীরপুর, ঢাকা
১৭২	৪১৯৫৭	আমাতুল কাইয়ূম	জনাব জাফর আহমদ	ঐ
১৭৩	৪১৯৫৮	সৈয়দ আব্দুল হান্নান	মরহুম আব্দুর রাজ্জাক	ঐ
১৭৪	৪১৯৫৯	নজির আহমদ	মরহুম সিরাজ উদ্দিন আহমদ	আঃমুঃ জাঃ চট্টগ্রাম
১৭৫	৪১৯৬০	আব্দুল মজিদ	মরহুম নফির উদ্দিন	ঐ
১৭৬	৪১৯৬১	সৈয়দা আমাতুর রশিদ	জনাব নজির আহমদ	ঐ
১৭৭	৪১৯৬২	নূরুদ্দীন মামুন	মরহুম আজিজর রহমান	ঐ
১৭৮	৪১৯৬৩	জাফর আহমদ	জনাব কামাল পাশা	আঃমুঃজাঃ ফতুল্লা
১৭৯	৪৩০৮০	শেখ মোহাম্মদ আল মাহমুদ	জনাব শেখ শামছুল হক	গাজীপুর
১৮০	৪৩০৮১	কামাল পাশা	মরহুম মহর আলী	ঐ ফতুল্লা
১৮১	৪৩০৮২	সৈয়দা শারমিন পাশা	জনাব কামাল পাশা	ঐ
১৮২	৪৩০৮৩	মোমেনা খাতুন	মরহুম মজনু মিঞা	নাখালপাড়া, ঢাকা
১৮৩	৪৩০৮৪	মাহ্বুবুর রহমান	জনাব আব্দুল ওয়াহেদ	আশকোনা, ঢাকা
১৮৪	৪৩০৮৫	তোফাজ্জল হোসেন	মরহুম ফজলুল করিম	ঐ
১৮৫	৪৪২৭০	কবির আহমদ	মরহুম জহুর আহমদ	আঃমুঃ জাঃ গাজীপুর
১৮৬	৪৪২৭১	সিদ্দিকা খাতুন	স্বামী এম, এ, কালাম	" বি, বাড়ীয়া
১৮৭	৪৪২৭২	রহিমা বেগম	" আবু তাহের	" ঐ
১৮৮	৪৪২৭৩	আবুবকর আকন্দ	মরহুম মোকসেদ আলী আকন্দ	" বাংলাদেশ
১৮৯	৪৪২৭৪	মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান	আব্দুল জব্বার	" রাজশাহী
১৯০	৪৪২৭৫	মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন	মোহাম্মদ ইব্রাহীম শানা	" খুলনা
১৯১	৪৪২৭৬	বেগম আসিয়া আহমদ	স্বামী জনাব নাসির উদ্দিন	ঐ
১৯২	৪৪৬৪৮	জুবায়ের আহমদ	তসলিম আহমদ	আঃমুঃজাঃ ক্রোড়া
১৯৩	৪৪৬৪৯	নাছিরা আক্তার	পিতা তসলিম আহমদ	ঐ
১৯৪	৪৪৬৫০	মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম	মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম	আঃমুঃজাঃ ঢাকা
১৯৫	৪৪৬৫১	মোহাম্মদ পানাউল্লাহ	আব্দুল গাফ্ফার	ঐ
১৯৬	৪৪৬৫২	শেখ মোশাররফ হোসেন	শেখ আব্দুল গাফ্ফার	বি, বাড়ীয়া
১৯৭	৪৪৬৫৩	রোকসানা মঞ্জুর	স্বামী এস,এম মঞ্জুরুল আলম	খুলনা
১৯৮	৪৪৬৫৪	সুফিয়া মোক্তার	" মোক্তার আলী সরদার	সুন্দরবন
১৯৯	৪৪৬৫৫	কস্তুরী নাহার বেগম	" কওসার আলি মোল্লা	ঢাকা
২০০	৪৫৫৭৪	মোহাম্মদ আশরাফ	পিতা মোশাররফ হোসেন	
২০১	৪৫৫৭৫	মোহাম্মদ নূরুল্লাহ্	" জনাব আশরাফউদ্দিন	
২০২	৪৫৫৭৬	মোহাম্মদ আব্দুল মতিন	" মোহাম্মদ ফজলার রহমান	চট্টগ্রাম
২০৩	৪৫৫৭৭	মিসেস আমাতুর রশিদ	স্বামী মোহাম্মদ জাকারিয়া	ঢাকা
২০৪	৪৫৫৭৮	মিসেস রহিমা খাতুন	স্বামী শাহ্ মোহাম্মদ জাকির	ঐ
২০৫	৪৫৫৭৯	আবদুল মালিক	পিতা আব্দুস সামাদ	ঐ
২০৬	৪৫৫৮০	মোহাম্মদ এহিয়া	" মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন	ঐ
২০৭	৪৫৫৮১	মোহাম্মদ জাকারিয়া	" মৌঃ মহর আলী	ঐ

যেসব মূসীর কত্‌বায়ে ইয়াদগার লেগেছে তাঁদের নামের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	ওসয়্যিত নম্বর
০১	মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ	৫০৬৭
০২	মরহুম রাজিয়া বেগম	৬০৩৭
০৩	মরহুম সালাহ উদ্দিন চৌধুরী	৬২১১
০৪	মরহুম মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ	৬৪৭৫
০৫	মরহুম ইউসুফ আলী	৮০০৫
০৬	মরহুমা কারিমাতুন নেছা	৮৬৬৬
০৭	মরহুম কফিল উদ্দিন আহমদ	৮৬৬৭
০৮	মরহুম গোলাম আহমদ	৮৮১১
০৯	মরহুম আনিছুর রহমান	৮৯২৮
১০	মরহুম চৌধুরী আজিজুর রহমান	৮৯৮০
১১	মরহুমা উম্মে জামিলা সিদ্দিকা খাতুন	৯১৬২
১২	মরহুমা সৈয়দা খাইরুন্নেছা	৯৪৪৪
১৩	মরহুম মোহাম্মদ ইয়াছিন	১০৭২১
১৪	মরহুম শামছুর রহমান (টি.কে)	২০৭৮৮
১৫	মরহুম হাবিবুল্লাহ্‌ সিকদার	১৪৬৭৪
১৬	মরহুমা আয়েশা আজিম	১৭৯৭৮
১৭	মরহুম মোহাম্মদ মাসুদুল হক	২৮৭৭২
১৮	মরহুম ফকির ইয়াকুব আলী	১১১৮৯
১৯	মরহুম শামছুর রহমান	২৪০৮৬
২০	মরহুম মোহাম্মদ আব্দুস সালাম	৭৬৪৬
২১	মরহুম গোলাম মওলা খাদেম	৯২১৪
২২	মরহুম মোহাম্মদ আলী আকবর খান	১৩২২৬
২৩	মরহুম মৌলভী আব্দুল আলীম	৮৭২৫
২৪	মরহুম লুৎফুল হক	২৯৪৬৩
২৫	মরহুম ডাঃ মোহাম্মদ মুছা	
২৬	মরহুমা মোছলেমা সালাম	
২৭	মরহুম ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধূরী	১১৩৫৭
২৮	মরহুম আফসার উদ্দিন ভুঞা	৮৬৩৫
২৯	মরহুম আহসানুল্লাহ্‌ পাটোয়ারী	২০২৫৫
৩০	মরহুম ডাঃ আব্দুল মাজেদ	৩১১৬৬
৩১	মরহুম হামিদ হাসান খান	৯৯৭৩
৩২	মরহুম মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ	১৪৩০৪
৩৩	মরহুম মোবারেকা বেগম	১৬৮৪৫
৩৪	মরহুম আলী কাশেম খান চৌধুরী	৪৯০৬
৩৫	মরহুম মোহাম্মদ আনোয়ার আলী	১২৩৭৭
৩৬	মরহুমা হাছিনা বেগম	১৮৭১২
৩৭	মরহুম এ,কে,এম মুহিবুল্লাহ্‌	৮৬৯২
৩৮	মরহুম বদরুদ্দীন আহমদ	১০৮৪৫
৩৯	মরহুম সৈয়দ শামছুল হুদা	১১৮৪৬
৪০	মরহুম এস, এম, সিরাজুল হক	১৪৯৫৩
৪১	মরহুমা মোহসেনা খানম	৮৭৬০
৪২	মরহুমা নূরুন নাহার বেগম	১১৮৪০
৪৩	মরহুম আমীর হোসেন	১১৮৪১
৪৪	মরহুম মোহাম্মদ আব্দুল হাফিজ	১৩০০৯
৪৫	মরহুম আহমদ আলী	৭৫২০
৪৬	মরহুম আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী	১৮৯৯৭
৪৭	মরহুম আব্দুল লতিফ খান	৩৩৪৫১

৪০ বছর পর আধ্যাত্মিক মিলন মেলায় অভূতপূর্ব আনন্দ উচ্ছ্বাস

অনিন্দ্য সুন্দর ও সফলভাবে সুসম্পন্ন আঃ মুঃ জাঃ ঘাটুরার

সীরাতুন্নবী (সঃ) জলসা

মহান আল্লাহ্‌র অযাচিত কৃপায় ২৯ এপ্রিল ০৬ইং শনিবার বাংলা নযমের কিংবদন্তি মরহুম কবি মৌলভী সলিমুল্লাহ্ সাহেবের জন্মস্থান ব্রহ্মণবাড়িয়া শহরতলীর ঐতিহ্যবাহী আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঘাটুরার উদ্যোগে মহান সীরাতুন্নবী (সঃ) জলসা '০৬ অভূতপূর্ব আনন্দ উচ্ছ্বাসে অত্যন্ত সুশৃংখল, ও সাফল্যজনকভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে (আলহামদুলিল্লাহ্)।

প্রায় ৪০ বছর পূর্বে অনুষ্ঠিত ৮ম সালানা জলসার পর এই প্রথম কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের উপস্থিতি ঘটে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, সৈয়্যদুল মুরসালিন, নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনী আলোচনায়। ঘাটুরা জামাতের আধ্যাত্মিক মিলন মেলায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কৃতি সন্তান আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশ্‌শের-উর-রহমান সাহেবের নেতৃত্বে, নায়েব ন্যাশনাল আমীর মিশনারী ইনচার্জ মাওলানা আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের দায়িত্বে নব নিযুক্ত মুরব্বী সিলসিলাহ্ মোহতরম মোহাম্মদ সোলায়মান সুমন, সেক্রেটারী জায়েদাদ মোহতরম আলহাজ্জ মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ্ আরো দু'জন বিশিষ্ট মেহমানসহ শুভাগমন করেন।

অপরাহ্ন ৩.১৫ মিনিটে এম, এম হাবিবুল্লাহ্ সাহেবের পবিত্র কুরাআন তেলাওয়াতের পর ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দোয়াস্তে অধিবেশন আরম্ভ হয়েছে।

তারপর এস, এম ইরফান সুমধুর সুরে উর্দূ নযম পরিবেশন করেন। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ জলসায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঘাটুরার প্রেসিডেন্ট মোহতরম মুছা মিয়া।

সীরাতুন্নবী (সঃ)-এর প্রকৃত তাৎপর্য বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন মোহতরম মৌলভী মোহাম্মদ সোলায়মান সুমন।

তারপর জলসা কমিটির অন্যতম সদস্য জনাব এস এম রহমত উল্লাহ্ (মানিক) সুললিত কণ্ঠে একটি বাংলা নযম পরিবেশনের পর হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনাদর্শ বিষয়ে কুরআন হাদীসের অসংখ্য উদ্ধৃতিসহ জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। অবশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, "বাংলাদেশে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। এ পরিবর্তনের সঙ্গে যুগ ইমামের প্রদর্শিত সত্য-সুন্দর পতাকাতলে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, আমাদের প্রত্যেককে মোবাল্লেগ হতে হবে। এছাড়া সুশৃংখল ও ত্রুটিমুক্ত এ জলসার আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। দোয়ার মাধ্যমে ৫.৪০ মিনিটে সফল সিরাতুন্নবী (সঃ) জলসার পরিসমাপ্তি ঘটান।

বাদ মাগরিব জেরে তবলীগ, মেহমান, আহমদী, নন আহমদীদের উপস্থিতিতে এক প্রাণবন্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ পর্বে প্রাঞ্জল ও আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন হাদীসের অকাট্য যুক্তি দিয়ে উত্তর দিয়েছেন মিশনারী ইনচার্জ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

ক্রোড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ভাদুঘর, বিষ্ণুপুর, তারুয়া, নাটাই, তেরগাতি, নুসরতাবাদ, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, সৌদী আরব ঘাটুরাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ১৬টি জামাত থেকে ৯২জন খোদ্দাম, ৫৮ জন আনসার ৫২জন আতফাল, ৩৫জন মেহমানসহ ২৩৭জন পুরুষ এবং ১২০জন লাজনা, ৫০ জন নাসেরাত ৫৯জন মেহমানসহ (লাজনা নাসেরাত) ২২৯ জন নারীর স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় উপস্থিতিতে ঘাটুরার সীরাতুন্নবী (সঃ) জলসা সফল হয়েছে।

প্রতিবেদক ঃ আফজলুর রহমান রিপন (সংবাদিক)-[এ সম্পর্কিত ছবি প্রচ্ছদের তৃতীয় পৃষ্ঠায়।]

মজলিসে আনসারুল্লাহ্, ঢাকা-১ এর উদ্যোগে আল ওসীয়্যত পুস্তকের উপর সেমিনার

আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণীতে মজলিসে আনসারুল্লাহ্ ঢাকা'র উদ্যোগে গত ১৯ মে, ২০০৬ রোজ শুক্রবার বিকাল ৩টায় দারুত তবলীগ মসজিদে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) প্রণীত 'আল ওসীয়্যত' পুস্তকের উপর এক বরকতমন্ডিত সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব হালিম আহমদ হাজারী, মুন্তাযেম ওসীয়্যত এবং নযম পাঠ করেন জনাব যিকরে এলাহী। মোহতরম যয়ীমে আলা জনাব শফিক আহমদ সাহেব দক্ষতার সাথে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম কওসার আলি মোল্লা, নায়েব সদর-১, মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ। জামাতের নিষ্ঠাবান কর্মী ও প্রাজ্ঞ আলোচক জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ সাহেব স্বভাবসুলভ সাবলীল ভঙ্গীতে, বোধগম্য প্রাঞ্জল ভাষায় আল ওসীয়্যত পুস্তক প্রণয়নের পটভূমি উল্লেখপূর্বক এর বিভিন্ন দিক সবিস্তারে উপস্থাপন করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ওপর অবতীর্ণ যে সমস্ত ওহী-ইলহাম থেকে তিনি (আঃ) এ পুস্তক প্রণয়নের প্রেরণা লাভ করেছিলেন তা পর্যায়ক্রমে উক্ত প্রবন্ধে আলোচিত হয়।

এরপর আর দু'জন বিশিষ্ট আলোচক প্রবীণ বুযুর্গ মোহতরম ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া ও জনাব কওসার আলি মোল্লা সাহেব আলোচনায় অংশ নেন। জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া বলেন, আল ওসীয়্যত পুস্তক প্রণয়নের মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মাওউদ

(আঃ) দুনিয়াবাসীকে একটি পরিপূর্ণ অর্থব্যবস্থা প্রদান করেছেন যার বাস্তবায়ন ভবিষ্যতে জাতিসমূহকে সকল অর্থনৈতিক সংকট ও দাসত্বের কঠিন শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবে। আল ওসীয়্যত পুস্তক সম্পর্কে তিনি তাঁর জনৈক যেরে তবলীগ বন্ধুর একটি মন্তব্য উল্লেখ করেন। যেরে তবলীগ বন্ধু বলেন, 'এর চেয়ে বাস্তবসম্মত ও কল্যাণপ্রসূ আর্থিক ব্যবস্থা অন্যকোন পুস্তকে আমি পাইনি।'

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে মুন্তাযেম ওসীয়্যত জনাব হালিম হাজারী সাহেব উপস্থিত সদস্যদের মাঝে ওসীয়্যতের ফরম বিলি করেন। অতঃপর মিষ্টি বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে সেমিনার সমাপ্ত হয়।

মোহাম্মদ আবু তাহের দুলাল

আল ওসীয়্যত সেমিনার পালন প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসমলিম জামাত ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার উদ্যোগে গত ২৪/০৪/০৬ ইং তারিখ আল ওসীয়্যত সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় আমীর মোহতরম মনজুর হোসেন। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। তারপর বিভিন্ন বক্তাগণ বিভিন্ন বিষয়ের ভিত্তিতে আলোচনা করেন, তারমধ্যে ছিল নযম, মাহমুদুর রহমান রিয়েল, ওসীয়্যতের তাৎপর্য–এনামুল হক রনী (মোয়াল্লেম), ওসীয়্যতের শর্তসমূহ–খন্দকার সাঈদ আহমদ, ফার্সি নযমের অনুবাদ–কবির আহমদ, সেমিনারটি সম্পূর্ণভাবে ওসীয়্যতকারীদের নিয়ে সাজানো হয়। উক্ত সেমিনারে ২২জন আনসার, ১৮ জন খোদ্দাম, ১৬ জন আতফাল উপস্থিত ছিল। তারমধ্যে উপস্থিত ৮ জন ব্যক্তি ওসীয়্যত করেন।

ইয়মিন আহমদ
সহঃ জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বি-বাড়ীয়া

খুলনা বিভাগীয় ৮ম বার্ষিক ওয়াক্‌ফে নও সম্মেলনের ২য় পর্বের প্রতিবেদন

গত ০৮ এপ্রিল,২০০৬ তারিখ হতে ১৪ এপ্রিল, ২০০৬ তারিখ পর্যন্ত ৭ (সাত) দিন ব্যাপী খুলনা বিভাগীয় ৮ম বার্ষিক ওয়াকফে নও সম্মেলনের ২য় পর্ব আহমদীয়া মুসলিম

জামাত, খুলনার 'বায়তুর রহমান' মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। ৮-৩০ ঘটিকায় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক। অতঃপর উপস্থিত ওয়াকফে নও ও ওয়াকফে নও পিতামাতাদের উদ্দেশ্যে নসীহতমূলক বক্তব্য রাখেন স্থানীয় আমীর জনাব মুহাম্মদ শামসুর রহমান, মুবাশ্বের মুরব্বী মাওলানা শরীফ আহমদ আফ্রাদ, মোয়াল্লেম হাফেজ আবুল খায়ের এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন সম্মেলন কমিটির চেয়ারম্যান জনাব জি, এম, মুশফিকুর রহমান। অতঃপর বিভাগীয় সেক্রেটারী ওাকফে নও ও অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক সাহেব দোয়ার মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ৭ (সাত) দিন ব্যাপী এ সম্মেলনের প্রতিদিন সকাল ৮-০০টা হতে রাত ৮-০০ পর্যন্ত নির্ধারিত প্রোগ্রাম মোতাবেক তালিম-তরবিয়তী ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়। তালিম-তরবিয়তী ক্লাস শিক্ষক হিসেবে শিক্ষাদান করেন মুবাশ্বের মুরব্বী মাওলানা শরীফ আহমদ আফ্রাদ, মোয়াল্লেম হাফেজ আবুল খায়ের ও লাজনা ইমাইল্লাহ্, খুলনার প্রেসিডেন্ট জনাব দীনা নাসরিন, আমীর জনাব মুহাম্মদ শামসুর রহমান, বিভাগীয় সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক ও ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও মোহতরম মুহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী। প্রতিদিন বাদ মাগরিব ওয়াকফে নও ও উপস্থিত পিতামাতাদের উদ্দেশ্যে পর্যায়ক্রমে তালিম ও তরবিয়ত বিষয়ক বিভিন্ন নসীহতমূলক বক্তৃতা প্রদান করা হয়। সম্মেলন শেষে উপস্থিত ওয়াকফে নওদের মধ্যে তেলাওয়াতে কুরআন, নযম, দ্বীনি মালুমাত, বক্তৃতা, খেলাধূলা এবং পিতামাতাদের মধ্যে দ্বীনি মালুমাত ও খেলাধূলা ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ এপ্রিল, ২০০৬ তারিখ বাদ জুমুআ ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও মোহতরম মুহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী সাহেবের সভাপতিত্বে সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। (সাত) দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এ ওয়াকফে নও সম্মেলনে খুলনা জামাত ও শৈলমারী জামাতের ১৪ জন ওয়াকফে নও, ১২ জন ওয়াকফে নও মাতা ও ১০ জন ওয়াকফে নও পিতা উপস্থিত ছিলেন।

মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক
বিভাগীয় সেক্রেটারী ওয়াকফে নও
খুলনা বিভাগ, খুলনা

ঢাকা বিভাগীয় ওয়াকফে নও ও তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

১০/০৫/০৬ইং তারিখ হতে ১৩/০৫/০৬ইং তারিখ পর্যন্ত মোট ৪ দিন ব্যাপী ঢাকা বিভাগীয় ওয়াকফে নও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলন দোয়ার মাধ্যমে উদ্বোধন করেন মোহতরম মোবাশ্বের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর বাংলাদেশ। সভায় সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব।

৪ দিন ব্যাপী উক্ত সম্মেলনে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল কুরআন, হাদীস, নামায, নযম, দীনিমালুমাত, বক্তৃতা, নসীহতমূলক আলোচনা, কুইজ প্রতিযোগিতাএবং খেলাধূলা। উক্ত বিষয়াদির উপর শিক্ষাদানের শিক্ষক হিসেবে ছিলেন ঃ

সর্বজনাব মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক, মাওলানা সালেহ্ আহমদ, ওবায়দুর রহমান ভুঁইয়া, মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্, জুনিয়র মুরব্বী শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন, মোয়াল্লেম মাহমুদ আহমদ আনসারী, মুয়াল্লেম দেওয়ান মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, মুয়াল্লেম মাহমুদ আহমদ সুমন। উক্ত সম্মেলনে৮০/৮৫জন ওয়াকফে নও ছেলেমেয়ে উপস্থিত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে।

১৩/০৫/০৬ইং তারিখ সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে সভপতিত্ব করেন জনাব কওসার আলি মোল্লা, জেনারেল সেক্রেটারী, বাংলাদেশ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জনাব সাদেক দূর্গরামপুরী, ন্যাশনাল সেক্যেটারী বাংলাদেশ। সমাপনী অধিবেশনে ওয়াকফে নও ছেলেমেয়েদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন জেনারেল সেক্রেটারী জনাব কওসার আলি মোল্লা এবং ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব মোহাম্মদ সাদেক দুর্গরামপুরী। ৪দিন ব্যাপী উক্ত সম্মেলনের শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন সম্মেলনের চেয়ারম্যান জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া।

মাসুদ আহমদ
সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, ঢাকা

সীরাতুন্নবী (সঃ) দিবস উদযাপন

১৮/০৫/০৬ইং তারিখে রাংটিয়া হালকার কালিনগর গ্রামে জনাব ডাঃ বদিউজ্জামান হালকার প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাড়ীতে সিরাতুন্নবী (সঃ) দিবস উদযাপন হয়। আলহামদুলিল্লাহ্ সেখানে আহমদী/অ-আহমদীদের উপস্থিত সংখ্যা ছিল ৫১ জন এবং লাজনাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন জনাব ডাঃ বদিউজ্জামান, হালকা প্রেসিডেন্ট। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। নযম পাঠ করেন আনিছুর রহমান, সেঃ মাল, ডাঃ বদিউজ্জামান এবং পরিশেষে জাফর আহমদ, মোবাশ্বের মুরব্বী সাহেব এর বক্তব্যের মাধ্যমে দিবসের কার্যসমাপ্তি হয়।

খালিদ আহমদ,
যয়ীম-রাংটিয়া হালকা

সৈয়দপুরে সিরাতুন্নবী (সঃ) দিবস উদযাপন

আল্লাহ্তাআলার অশেষ ফযলে আহমদীয়া মুসলি জামাত সৈয়দপুরের উদ্যোগে গত ২৮/০৪/০৬ ইং তারিখে অত্যন্ত জাঁকজমক ও ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশে সীরাতুন্নবী (সঃ) দিবস পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে যথাক্রমে ৯ জন যেরে তবলীগ, ৩০ জন নও মোবাইন, লাজনা ১৩ জন, নাসেরাত ১২ জন, খোদ্দাম ১৪ জন ও আনসার ১৬ জনসহ মোট ৯৪ জন উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সীরাতুন্নবী (সঃ) দিবসে আগত ৯ জন যেরে তবলীগের মধ্যে ২ (দুইজন) বয়াত গ্রহণ করেন।

মোঃ আবুল কাশেম
জেনারেল সেক্রেটারী ,
আঃ মুঃ জাঃ সৈয়দপুর

সৈয়দপুর মুসলেহ্ মাওউদ ও মসিহ্ মাওউদ (আঃ) দিবস উদযাপন

আল্লাহ্তাআলার অশেষ রহমত ও ফযলে আহমদীয়া মুসলিম জামাত সৈয়দপুরের উদ্যোগে গত ২০/০২/০৬ ইং তারিখে মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) দিবস এবং ২৩/০২/০৬ ইং তারিখে মসিহ মাওউদ (আঃ) দিবস অত্যন্ত জাঁকজমক ও গাম্ভির্য্যের মাধ্যমে উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠান দুটিতে যথাক্রমে জেরে তবলীগ ৩ জন, নওমোবাইন ২০ জন এবং স্থানীয় সদস্য/সদস্যাসহ ২৫ জন সর্বমোট ৪৮ জন এবং মসীহ মাওউদ (আঃ) দিবসে যেরে তবলীগ ৫ জন নওমোবাইন ২৩ জন লাজনা ও নাসেরাত ১৯ জন এবং স্থানীয় জামাতের আনসারও খোদ্দাম ২৮ জন সর্বমোট ৭৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ আবুল কাশেম
জেনারেল সেক্রেটারী
আঃ মুঃ জাঃ সৈয়দপুর

খুলনায় মহান সীরাতুন্নবী (সঃ) জলসা উদযাপন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত খুলনার উদ্যোগে গত ৫ই এপ্রিল বাদ জুমুআ স্থানীয় জামাতের মোহতরম আমীর জনাব শামসুর রহমানের সভাপতিত্বে সমজিদ বায়তুর রহমানে মহান সীরাতুন্নবী (সঃ) স্মরণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভার শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত এবং নযম পাঠের পর হযরত মোহম্মদ (সঃ) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন জনাব মোস্তফা আল আমীন, মোবশ্বের মুরুব্বী, জনাব শরীফ আহমদ আফ্রাদ, মোয়াল্লেম, জনাব হাফেজ আবুল খায়ের এবং সব শেষে মোহতরম আমীর সাহেব দোয়ার মাধ্যমে উক্ত সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সভার শেষে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

শামসুর রহমান, আমীর
খুলনা

নাসেরাবাদে খেলাফত দিবস উদযাপন

গত ২৭/০৫/০৬ ইং তারিখে বাদ আছর নাসেরাবাদ মজলিসে আসারুল্লাহ্র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব

করেন জনাব মোহাম্মদ শওকত আলী, প্রেসিডেন্ট, নাসেরাবাদ আহমদীয়া মুসলিম জামাত। বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ জহিরউদ্দিন, জনাব মোঃ মজিবর রহমান জ্ঞানগর্ভ বক্তব্যের মধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

এ,এইচ, এম, জহিরউদ্দিন

নারায়ণগঞ্জ জামাতে খেলাফত দিবস উদযাপিত

বিগত ২৭শে মে ২০০৬ ইং রোজ শনিবার বাদ আসর যথাযোগ্য মর্যাদায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। স্থানীয় আমীর মোহতরম এডঃ তাইজ উদ্দিন আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কুরাআন তেলাওয়াত করেন ঃ জনাব দরবেশ ওসমান আলী, ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে সভাপতি সাহেব সভার কাজ শুরু করেন। নযম পাঠ করেন জনাব ওমর আহমদ আদর। খেলাফতের গুরুত্ব ও যুগ খলীফার নির্দেশ, ২৭শে মে খেলাফত দিবসের বৈষয়িক ভাবনা, খেলাফত দিবসের ঐতিহাসিক পটভূমি ও বর্তমান খলীফার তাহরীক বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন সর্বজনাব মোহাম্মদ মোস্তফা পাটওয়ারী, আহমদ আলী, রফিউদ্দিন আহমদ প্রমুখ। খেলাফতের সংজ্ঞা, প্রকার, খেলাফত সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী ও খলিফায়ে ওয়াক্তের কর্মকান্ড বিষয়ে সভাপতি সাহেব বিশেষ বক্তব্য প্রদানের পর ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে।

ময়মনসিংহে খেলাফত দিবস পালন

২৭/০৫/০৬ইং রোজ শনিবার বাদ আসর আকুয়াস্থ মসজিদ কমপ্লেক্সে ময়মনসিংহ জামাতের উদ্যোগে মহান খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। (আলহামদুলিল্লাহ) উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন ডাঃ মুজাহিদ উদ্দিন আহমদ সাহেব। কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন যথাক্রমে জানাব এ,এইচ, এম জাহাঙ্গীর আলম ও মুহাম্মদ তারিক হোসেন। খেলাফত দিবসের বিভিন্ন দিক উল্লেখখপূর্বক জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন খাকসার মোহাম্মদ আমীর হোসেন, মোয়াল্লেম। এরপর সমাপনী ভাষণ দেন সভপতি সাহেব। সবশেষে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এখানে উল্লেখ্য যে , গত ২০-০২-০৬ইং ও ২৩-০৩-০৬ইং তারিখে যথাক্রমে মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) দিবস ও মসীহ মাওউদ দিবস উদযাপিত হয়। সকল অনুষ্ঠানেই ২/১ জন যেরে তবলীগ উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আমীর হোসেন
মোয়াল্লেম

ব্রহ্মণবাড়ীয়ায় খেলাফত দিবস পালন

গত ২৭শে মে ছিল মহান খেলাফত দিবস। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ১৪৪ ধারা জারীর কারণে পরিবেশ পরিস্থিতি প্রতিকূল ও

দুর্যোগপূর্ণ আবহওয়া থাকা সত্তেও আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রহ্মণবাড়ীয়ার উদ্যোগে মহান খেলাফত দিবস পালন করা হয় (আলহামদুলিল্লাহ্)। এ উপলক্ষ্যে এক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব মঞ্জুর হোসেন আমীর (আমুজবি)। এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মৌলানা বশিরুর রহমান সাহেব। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অতঃপর একটি বাংলা নযম পাঠ করা হয়। তারপর নিম্নোক্ত বিষয়ে বক্তাগণ আলোচনা করেন।

প্রবন্ধ ইখতিয়ার উদ্দিন শুভ, আলোচনা খেলাফত দিবসের কল্যাণ ও গুরুত্ব–খন্দাকার মোস্তাক আহমদ, খেলাফত জুবিলী উপলক্ষে তাহরীকসমূহের ভিত্তিতে আনসারুল্লাহ্‌র দায়িত্ব–আল আমীন আহমদ। আল্লাহ্‌তাআলা খলীফা বানান বা মনোনয়ন করেন– এনামুল হক রনী, খেলাফতের কল্যাণ ও বরকতসমূহ–মৌলানা বশিরুর রহমান সাহেব। সমাপনী ভাষণ ও দোয়া, সভাপতি সাহেব।

উপস্থিত সকলের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

ইয়ামিন আহমদ (রকি)
সহঃ জেনারেল সেক্রেটারী
আ.মু.জা. ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

খেলাফত দিবস উৎযাপিত

গত২৭শে মে শনিবার বাদ যুহর আঃ মুঃ জাঃ ক্ষুদ্রপাড়ার মসজিদ প্রাঙ্গনে মহান খেলাফত দিবস পালন করি। (আলহামদুলিল্লাহ্) পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে শুরু করি। বক্তাগণ উক্ত

দিবসের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তৃতা দান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে খোদ্দাম, আতফাল, আনাসর, লাজনা, নাসেরাত মোট ১৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান (মোয়াল্লেম)
আ. মু. জা. ক্ষুদ্রপাড়া

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার ১৫তম ইজতেমা সম্পন্ন

গত ০৩/০৬/০৬ইং তারিখ রোজ শনিবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার ১৫তম বার্ষিক ইজতেমা আল্লাহ্‌র ফযলে খুব সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ছিলেন মোহতারীমা দীনা নাসরিন প্রেঃ লাঃ ইঃ খুলনা, প্রধান অতিথিনীরা ছিলেন কেন্দ্র থেকে আগত মোহতারীমা সামিয়া তারেক নায়েব সদর-৩ মোহতারীমা কামরুন্নেছা সেঃ নাসেরাত, মোহতারীমা খালেদা নাজমুল সেঃ তবলীগ। অনুষ্ঠানের শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন মোহতারিমা কামরুন্নেসা (রীতা) দোয়া পরিচালনা করেন আমীর মোহতরম শামসুর রহমান আঃ মুঃ জাঃ খুলনা। আহাদ পাঠ করেন সভানেত্রী সাহেবা, প্রেঃ লাঃ ইঃ খুলনা। নযম পেশ করেন জহুরা তাজনীন। উদ্বোধনী ঘোষণা করেন সভানেত্রী সাহেবা, এরপর লাজনা বোনদের উদ্দেশ্যে তরবিয়তী মুলক বক্তৃতা দেন আমীর আঃ মুঃ জাঃ খুলনা।

এরপর প্রতিযোগিতা পর্ব শুরু হয়। লাজনা ও নাসেরাতসহ মোট ৩ গ্রুপের কুরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা দ্বীনি মালুমাত, লিখিত, মৌখিক পরীক্ষ, রচনা, কুইজ, খেলাধূলা, বালিশ বদল ও মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করা হয়। বিকাল ৪টার দিকে সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী শুরু হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ছিলেন মোহতরমা সামিয়া তারেক নায়েব সদর-৩ মোহতরম মুরব্বী সাহেব আঃমুঃজাঃ খুলনা বাৎসরিক রিপোর্ট পেশ করেন জেঃসেঃলাঃইঃ খুলনা। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটির মোহতরমা রেখা কবির। সমাপনী ভাষণ দেন সভানেত্রী। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন আমীর সাহেব আঃমুঃজাঃ খুলনা। উক্ত অনুষ্ঠানে লাজনা, নাসেরাত ও মেহমানসহ মোট ৮০ জন উপস্থিত ছিলেন।

কোরায়েশা মাজেদ
জেঃসেঃলাঃইঃ খুলনা

ফতুল্লায় খেলাফত দিবস উদযাপিত

গত ০২/০৬/০৬ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ স্থানীয় মসজিদ প্রাঙ্গনে ফতুল্লা জামাতের উদ্যোগে খেলাফত দিবস পালন করা হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব নাজমুল ইসলাম সরকার, বাংলা নযম পেশ করেন তাহের রহমান শুভ, দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করেন সর্বজনাব আব্দুল কাদির জেনারেল সেক্রেটারী, কাযী মোবাশ্বের আহমদ, বাহাউদ্দিন শিবলী, ডাঃ বশির আহমদ, বোরহানুল হক, সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ কামাল পাশা।

প্রেসিডেন্ট
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ফতুল্লা

খুলনায় খেলাফত দিবস পালিত

গত ০৯/০৬/০৬ ইং তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে মহান খেলাফত দিবস খুব সুন্দরভাবে পালন করা হয়। আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ছিলেন মোহতারমা দীনা নাসরীন প্রেঃ লাঃ ইঃ খুলনা। কুরআন তেলাওয়াত করেন মোহতরমা রোখসানা মঞ্জু। দোয়া পরিচালনা করেন সভানেত্রী সাহেবা। নযম পেশ করেন কানিজ তাহেরা। মহান খেলাফত দিবস উপলক্ষে বক্তৃতা দেনঃ মোহতরমা কোরায়েশা মাজেদ, রোখসানা মঞ্জু। সবশেষে মহান খেলাফত দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে বক্তব্য রাখেন মোহতরমা দীনা নাসরীন প্রেঃলাঃইঃ খুলনা। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে লাজনা ও নাসেরাত মোট ১৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

কোরায়েশা মাজেদ
জেঃসেঃলাঃইঃ খুলনা

লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সঃ) দিবস উদযাপন

গত ৯ জুন শুক্রবার বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামে সীরাতুন্নবী দিবস' উদযাপিত হয়। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর হাদীস ও নযমের পর হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। এই মহতী অনুষ্ঠানে ৭০জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে এর সমাপ্তি ঘোষণা করেন সভাপতি ও স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবা।

সেক্রেটারী ইশায়াত,
লাঃ ইঃ চট্টগ্রাম

ওয়াকফে নও মুজাহিদ পরিচিতি

নাম – সৌরভ আহমদ
ওয়াকফে নও নম্বর–১১০৯৪-ই
জন্ম তারিখ–০৯-০১-২০০৫ইং
পিতার নাম–ফারুক আহমদ বুলবুল
মাতার নাম–পাপিয়া আহমদ
দাদার নাম–আবু দাউদ মোড়ল
জামাত–সুন্দরবন

আমরা তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করি। আল্লাহ্‌তাআলা তাকে জামাতের একজন উত্তম সেবক হয়ে খেদমত করার সুযোগ দিন।

নাসেরাত দিবস অনুষ্ঠিত

গত ১৪ই এপ্রিল ২০০৬, রোজ শুক্রবার, বাদ জুমুআ নাসেরাতুল আহমদীয়া চট্টগ্রামের উদ্যোগে নাসেরাত দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে তালিমী পরীক্ষা ও খেলাধূলার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট সাহেবা। ঐ একই দিন নাসেরাতদের দেয়াল পত্রিকার উন্মোচন করা হয়। পুরস্কার বিতরণীর পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন স্থানীয় আমীর সাহেব জনাব মাহমুদ হাসান সিরাজী।

সেক্রেটারী নাসেরাত
চট্টগ্রাম

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঢাকার উদ্যোগে ইমামতি প্রশিক্ষণ

আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ ফযল ও রহমতে গত ১ জুন ২০০৬ হতে ৮ জুন ২০০৬ পর্যন্ত ম.খো. আ. ঢাকার উদ্যোগে সদ্য সমাপ্ত S,S,C পরীক্ষার্থীদেরকে নিয়ে ৩য় ইমামতী প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব দোয়ার মাধ্যমে কোর্সের উদ্বোধন করেন এবং ঢাকা জামাতের আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সফলতার সাথে কোর্স সম্পন্নকারীদের মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব দারুত তবলীগ কেন্দ্রীয় সমজিদে পাঁচবেলা নামায পড়ানোর ও দরস দেয়ার অনুমতি প্রদান করেন। ঢাকা মজলিসের কায়েদ সাহেব সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন।

মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব
সেক্রেটারী, ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্স
ম.খো. আ. ঢাকা

শুভ বিবাহ

অদ্য ০৯/০৬/০৬ ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ দারুত তবলীগ মসজিদে জনাব মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেন, পিতা মোহাম্মদ পানাউল্লাহ্‌ ৬-বি ৩/৫ মিরপুর ঢাকা-১২১৬ এর সাথে মোসাম্মাৎ হেবায়াতুল ওয়াদুদ হেবা, পিতা মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, সদর মুরব্বী, ১নং ফজলুল কাদের রোড চট্টগ্রাম এর সাথে ২০০০০১/- (দুইলক্ষএক) টাকা দেন মোহরানায় বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বিয়ে পড়ান মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব।

শুভ বিবাহ

মোহতরম ইমদাদুর রহমান মুরব্বী সিলসিলাহ্‌ চট্টগ্রাম এর দ্বিতীয় কন্যা আতিয়াতুল আজিজ সীমার বিয়ে জামালপুর জেলার আব্দুল আজিজ মিয়ার পুত্র মাওলানা আক্রামুল ইসলাম মুবাশ্বের মুরব্বী-এর সাথে ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা দেন মোহরানা ধার্যে গত ১লা মে-২০০৬ইং চট্টগ্রামের বায়তুল বাসেত মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্‌। এ বিয়ের এলান করান মোহতরম মোবাশ্বের উর রহমান সাহেব, ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর-৬৬৭/৬

শোক সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ এর মোহতরম আমীর, এডভোকেট তাইজউদ্দিন আহমদ সাহেবের মাতা এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ নারায়ণগঞ্জ এর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মোহতরমা শরীফা খাতুন বিগত ৩১শে মে ২০০৬ইং রোজ বুধবার বিকাল ৩.৫ মিনিটে হার্ট ষ্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মেডিষ্টার ক্লিনিকে ইন্তে কাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বৎসর। তিনি ৫ পুত্র, এক কন্যা, নাতি-নাতনী, আত্মীয় স্বজন ও বহুগুণগ্রাহী রেখে গেছেন। জানাযার নামায শেষে তাঁকে মাসদাইর কবরস্থানে দাফন করা হয়। তিনি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি ইসলাম ও আহমদীয়াতের সেবায় সর্বদা নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। তিনি একনাগারে সুদীর্ঘ ৩২ (বত্রিশ) বছর লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ নারায়ণগঞ্জ এর প্রেসিডেন্টের গুরু দায়িত্ব পালন করেন। লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র এ অনন্য সাধারণ সেবার জন্য ১৯৮৯ইং সালে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের শতবার্ষিকী জুবিলীর প্রাক্কালে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহেঃ) তাঁকে বিশেষ সম্মাননা সনদপত্র প্রদান করেন। মহান আল্লাহ্‌তাআলা যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন এবং তাঁর রূহের মাগফিরাত কামানা করে জামাতের ভ্রাতাভগ্নীর নিকট বিশেষ দোয়ার প্রার্থনা করছি।

মঈন উদ্দিন আহমদ
১৯০/১, কলেজ রোড, নারায়ণগঞ্জ

"Love For All
Hatred for none."

"ভালবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয় কারো 'পরে।"

ওয়াকফে নও দপ্তর, লণ্ডন-এর জরুরী সার্কুলার

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ঘোষণা করেছেন যে সমস্ত ওয়াকেফীন নও বাচ্চার (ছেলে-মেয়ে উভয়ই) বয়স ১৬ বছর হয়েছে, তাদের কাছে জানতে চাওয়া হোক, তাদের পিতামাতা তাদের ওয়াক্ফ করেছিলেন, এখন সময় এসেছে তাদের নিজেদের মতামত প্রকাশের যে, তারা নিজেদের ওয়াক্ফ করতে প্রস্তুত কি না। এজন্য একটা ফরম যেটা ওয়াকালতে ওয়াকফে নও বানিয়েছে তা আপনার খেদমতে প্রেরণ করা হলো। আপনার দেশের ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াক্ফে নওকে বলুন যেসব ছেলে-মেয়েরা ঐ বয়সে উপনীত হয়েছে, তাদের দিয়ে ঐ ফরম পূরণ করে যেন লন্ডনে পাঠিয়ে দেন যাতে ওয়াকালতে ওয়াকফে নও-কে আরও পদক্ষেপের জন্য পাঠানো যায়। এই ফরম ফটোকপি করে ব্যবহার করতে পারেন।

আল্লাহ্তাআলা আপনাকে ও আপনার বন্ধুদের দ্বীনের উত্তম ও গ্রহণীয় খেদমত করার তৌফীক দান করুন। আমীন! আপনার খেদমতে দোয়ার দরখাস্ত রইল জাযাকুমুল্লাহ্ আহসানুল জাযা।

স্নেহের ওয়াকফে নও,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশাকরি আল্লাহ্র ফযলে ভাল আছেন।

* ৩ এপ্রিল ১৯৮৭ সালে ওয়াক্ফে নও তাহরীক করার সময় হুযূর (রাহেঃ) বলেন, "তাদেরকে শৈশব থেকেই এই বিষয়ের উপর প্রস্তুত করতে শুরু করুন যে, তোমরা এক মহান উদ্দেশ্যে এক আজিমুশ্শান সময়ে জন্ম নিয়েছো, যখন বিজয়ের (সত্যধর্মের) প্রথম শতাব্দী তার দ্বিতীয় শতাব্দীর সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছে। ঐ মিলনস্থলে তোমাদের জন্ম হয়েছে। আর এই নিয়্যত ও দোয়ার সাথে আমরা তোমাদের খোদার কাছ চেয়েছি যে, হে খোদা! তুমি পরবর্তী প্রজন্মের তরবিয়তের জন্য তাদের মহান মুজাহিদ বানাও।"

* পরবর্তীতে ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ ইং জুমুআর খুতবায় বলেন, "জামাতে ঐ সময় আসবে যখন ঐ বাচচাদের যারা আজ ওয়াকফ করছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, এখন এটা হচ্ছে শেষ দরজা। এরপর তোমরা ফেরৎ যেতে পারবে না। যদি জীবনের ব্যবসা করার সাহস থাকে, যদি এটা করার শক্তি থাকে যে, নিজের সব কিছু খোদার সমীপে পেশ করে দিবে আর ফেরৎ নিবে না তাহলে তোমরা সামনে আস, নতুবা তোমরা পিছনে সরে যাও.....। ওয়াক্ফ সেটা, যেটার উপর মানুষ শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে। প্রত্যেক ধরনের আঘাত সত্ত্বেও টেনে-হিঁচড়ে মানুষ ঐ রাস্তায় সামনে অগ্রসর হতে থাকে, পিছনে সরে আসে না।"

আজ ঐ সময় এসে গেছে যে, এখন আপনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিন। যদি আপনি ঐ ওয়াক্ফের জন্য প্রস্তুত থাকেন, তাহলে ওয়াকালতে ওয়াকফে নও রাবওয়াকে জানিয়ে দিন। আর নিচের কপিটি পুরো করে পাঠিয়ে দিন।

ওয়াসসালাম

খাকসার

শামীম আহমদ

ইনচার্জ, ওয়াকফে নও, দপ্তর, লন্ডন

[**নোট** ঃ প্রত্যক ওয়াক্ফীনে নও-কে জনানো যাচ্ছে যে, তারা তাদের পিতামাতার সামনে বাংলা এবং ইংরেজী ফরম পূরণ করে প্রেসিডেন্ট সাহেবের সত্যায়নসহ ইংরেজী ফরমটি ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও-এর বরাবরে প্রেরণ করুন এবং বাংলা ফরমটি স্থানীয় প্রেসিডেন্টকে এক কপি দিন ও এক কপি ওয়াকেফীনের ব্যক্তিগত নথিতে সংরক্ষণ করুন]

মোহাম্মদ সাদেক দূর্গরামপুরী
ন্যাশনাল সেক্রেটারী, ওয়াকফে নও
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

জামেয়া আহমদীয়া ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে ৭ বৎসর মেয়াদী কোর্স আরম্ভ হচ্ছে ইনশাআল্লাহ্। নিম্নলিখিত যোগ্যতা সম্পন্ন ছাত্রদের আবেদন করার জন্য আহ্বান জানান যাচ্ছে। আগামী ১৫ই আগষ্টের মধ্যে আবেদন কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।

যোগ্যতা ঃ

১। HSC বা সমমান পাস (ভাল ফলাফলকারী অগ্রাধিকার পাবে)

২। এই বৎসর HSC পরীক্ষার্থীরাও প্রবেশপত্রের ফটোকপিসহ আবেদন করতে পারবেন। (উত্তীর্ণ সাপেক্ষে নেয়া হবে)

৩। ভাল স্বাস্থ্য ও মেডিকেল চেকআপে উত্তীর্ণ হতে হবে।

৪। বয়স সীমা ১৯ বৎসর, (তবে বিশেষ যোগ্যতা থাকলে শিথিলযোগ্য)

৫। ওয়াকফে নও যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে অগ্রাধিকার পাবে।

৬। কুরআন শুদ্ধ পড়া জানতে হবে, ধর্মীয় ও সাধারণ জ্ঞানে ভাল হতে হবে, জামাতী বই পড়ার অভ্যাস থাকতে হবে।

৭। জীবন উৎসর্গকারী হতে হবে।

৮। ভাল আহমদী, তাকওয়াশীল ও জামাতী কাজে অংশগ্রহণকারী হতে হবে।

৯। আরবী, উর্দু, ইংরেজী ভাল জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবে।

১০। আবেদনে নিম্নলিখিত তথ্য অবশ্যই থাকতে হবে–নইলে বিবেচনাযোগ্য হবে নাঃ (ক) নিজের নাম (খ) পিতার নাম (গ) মাতার নাম (ঘ) জন্ম তারিখ (ঙ) শিক্ষাগত যোগ্যতা–সকল সনদপত্রের ও নম্বর পত্রের ফটোকপিসহ। (চ) স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট এর সুপারিশ থাকতে হবে। (ছ) আবেদন কেন্দ্রে পৌছানোর শেষ তারিখ ১৫ই আগষ্ট ২০০৬। (জ) মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের বরাবর আবেদন করতে হবে। (ঝ) ওয়াকফে নও হলে নম্বর উল্লেখ করতে হবে। (ঞ) অন্য কোন বিশেষ যোগ্যতা থাকলে উল্লেখ করতে হবে। (ট) দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হবে, যিনি আপনার সম্পর্কে জানেন। (ঠ) জামাতের কোন বুযুর্গের (মৃত বা জীবিত) সাথে যদি আত্মীয়তা থাকে তার উল্লেখ করুন।

সেক্রেটারী তালীম
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

[বিঃ দ্র ঃ প্রত্যেক আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবানকে উক্ত বিজ্ঞপ্তিটি সকলের অবগতির জন্য জুমুআয় এলান আকারে পাঠ করার বিশেষ অনুরোধ জানান যাচ্ছে এবং নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করার অনুরোধ করা যাচ্ছে।]

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

খেলাফতে আহমদীয়া শত বার্ষিকী জুবিলী ২০০৮ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১। প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২। প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩। সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪। **রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন** [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।
অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫। **রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্'হাব** [সূরা আলে ইমরান- ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।
অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬। **আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম** [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।
অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭। **আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে**। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।
অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)
অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯। দুরূদ শরীফ (অর্থসহ সালাত বই থেকে) প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল-এর ৮-১৪ জুলাই ২০০৫ তারিখের সৌজন্যে)

হযূর (আইঃ)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সেক্রেটারী তরবিয়ত ও তাহরিকে জাদীদ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি খাবার
ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

ধানসিঁড়ি রেস্তোরা-১
রোড নং ৪৫ প্লট ৩২এ (নিচ তলা)
গুশশান ২ ঢাকা ১২১২ ফোন ঃ ৯৮৮২১২৫

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে
ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

সালমান
৩৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

কুদরতে সানীয়ার (দ্বিতীয় কুদরতের) বিকাশের ঐতিহাসিক স্থান – কাদিয়ান

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঘাটুরায় সীরাতুন্নবী (সঃ) জলসা- ২০০৬

New Vol. No. 68 ❑ 23rd & 24th Issue
Fortnightly

The AHMADI

June 30, 2006. ❑ Tk. 10.00
রেজি ঃ নং-ডি, এ-১২

বেহেশ্‌তী মাকবেরায় হযরত আকদাস মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) ও খলীফাতুল মসীহ্‌ আওওয়াল (রাঃ)-এর সমাধি

বেহেশ্‌তী মাকবেরা – কাদিয়ান

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge: Mahbub Hossain, National Secretary Ishaat
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925 E-mail: amgb@bol-online.com